"মাসিক 'মাহেনও' পত্রিকায় সাহিত্য সমালোচনা ঃ ১৯৪৮-৫৮"

শিল্পী রানী ভদ্র

এম. ফিল. থিসিস

Dhaka University Library
382693

382693

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২০০০

Dhaka University Institutional Repository

RB
B
050
BHM
C.3

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১
"মাহে-নও" পত্রিকার ঘোষিত আদর্শ	৬
সাহিত্য-বিষয়ক তাত্ত্বিক আলোচনা	৯
নজরুল-সাহিত্যের আলোচনা	১৭
পুস্তক-সমালোচনা ঃ	৩৯
ক. গল্পগ্রন্থ	৩৯
খ. কাব্য ও কাব্যানুবাদ	৪৫
গ. উপন্যাস	৫৫
ঘ. নাট্যগ্রন্থ	৬০
ঙ. ভ্রমণ-কাহিনী	৬৪
চ. জীবনীগ্রন্থ	৬৮
ছ. প্রবন্ধগ্রন্থ	৭২
জ. বিবিধগ্রন্থ	৭৭
উপসংহার	৮০
পরিশিষ্ট ঃ	
ক. পরিশিষ্ট-১	৮৪
খ. পরিশিষ্ট-২	৮৮
গ. গ্রন্থপঞ্জী	৯৬

২২693

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ-কথা

১৯৯৭ সাল থেকে এম. ফিল. পর্যায়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য আমি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা শুরু করি। আমি এমন একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে আগ্রহী ছিলাম— যা বিষয়বস্তুর দিক থেকে নতুন হবে এবং গবেষণার উপকরণ বাংলাদেশে সহজলভ্য হবে। বাংলা বিভাগের তৎকালীন সভাপতি ড. সাঈদ-উর রহমানের কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি আমাকে বর্তমান বিষয়টি নির্ধারণ করে দেন। বিষয়টি আমার চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় এবং অনুরোধ করায় গবেষণা তত্ত্বাবধান করতে তিনি সম্মত হন। ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাস থেকে অভিসন্দর্ভ লেখার কাজ শুরু করি। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আমি যে অভিসন্দর্ভের কাজ সমাপ্ত করতে পেরেছি তাতে তাঁর নিরন্তর তাগাদা ও উৎসাহ কার্যকর ছিল।

আমি মুখ্যত কাজ করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগারে। এ দু প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীবৃন্দ আমাকে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন।

টাঙ্গাইলের মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ডিগ্রী কলেজের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ জনাব খন্দকার এনামুল করিম শহীদ আমাকে যেভাবে সাহায্য করেছেন, তার তুলনা মেলা ভার। আমি তাঁর মহানুভবতাকে শ্রদ্ধাবনত-চিত্তে স্মরণ করছি। একই সঙ্গে আমি স্মরণ করছি এ কলেজেরই শ্রদ্ধেয় শ্রী মদনমোহন গোস্বামীকে তাঁর উদার সহযোগিতার জন্য।

আমার বাবা-মা ভাই-বোন ও পরিচিত অনেকের কাছ থেকেই আন্তরিক সহযোগিতা ও প্রেরণা পেয়েছি; তাঁদের সবাকেই স্মরণ করছি আন্তরিক চিত্তে।

382693

শিল্পী ভদ্র

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

১৯৪০ সনের ২৩শে মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগের সভায় পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে, ভারতবর্ষের হিন্দু এবং মুসলমান দুটি আলাদা জাতি — তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, আচার-বিশ্বাস, খাবার-দাবার, পোশাক-আশাক সম্পূর্ণ আলাদা; ভারতবাসীদের মধ্যে বিরাজমান অসন্তোষ ও দ্বন্দ্ব-বিবাদ নিরসন করার একমাত্র উপায় হচ্ছে ধর্মের ভিত্তিতে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন করা। স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমানরা পাকিস্তানে তাদের বিবেচনা এবং আদর্শ অনুযায়ী সর্বোত্তম পদ্ধতিতে আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবন গড়ে তুলতে পারবে ঃ

> **"Partition would enable the Muslims to develop to the fullest their spiritual, cultural, economic, social and political life in a way that they would consider best and in consonance with their own ideal and in accordance with the genius of their people."**[১]

সাত বছরের দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান-সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান দুটি অংশে বিভক্ত ছিল—পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তান। দু অংশের ভৌগোলিক দূরত্ব ছিল প্রায় ১২০০ মাইল। আশা করা হয়েছিল যে, মানসিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐক্যের মাধ্যমে ভৌগোলিক দূরত্ব দূর করে একটি সমৃদ্ধ জাতি গঠন করা সম্ভব হবে।

লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার পরপরই পাকিস্তানী আদর্শে বিশ্বাসী সাহিত্যিকেরা ঢাকায় এবং কলকাতায় সাংস্কৃতিক সংগঠন স্থাপন করেছিলেন। তাঁরা পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন পাকিস্তানী আদর্শের ভিত্তিতে সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য। ১৯৪৭ সনের পর তাঁদের প্রচেষ্টায় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে; সরকারী উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় প্রকাশ করা হয়েছিল মাসিক 'মাহে-নও' পত্রিকা। বেসরকারীভাবে ঢাকা থেকে সাহিত্য-বিষয়ক আরো পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। শামসুল হক প্রণীত 'বাংলা

১. উদ্ধৃত, নিতাই দাস, পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা কবিতা, (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ২১

Dhaka University Institutional Repository

সাময়িক পত্র' (ঢাকা : গ্রন্থায়ন, ১৯৭৩) গ্রন্থ থেকে সে ধরণের কয়েকটি পত্রিকার নাম দেয়া হলো ঃ

(১) পূর্ব পাকিস্তান (১৯৪৭), (২) জিন্দেগী (১৯৪৭), (৩) আনসার (১৩৫৪), (৪) তাওহীদ (১৯৪৮), (৫) তদ্‌বীর (১৯৪৮), (৬) সৈনিক (১৯৪৮), (৭) নয়া সড়ক (১৯৪৮), (৮) জেহাদ (১৯৪৯), (৯) সংকেত (১৩৫৫), (১০) দিলরুবা (১৯৪৯), (১১) তানজীম (১৯৪৯), (১২) পাকিস্তান (১৯৪৯), (১৩) নওবাহার (১৯৪৯), (১৪) তরজমানুল হাদিছ (১৯৪৯), (১৫) ইমরোজ (১৯৫০), (১৬) তবলীগ (১৯৫০), (১৭) তাহজীব (১৯৫১)।

সিরাজুর রহমান সম্পাদিত 'সংকেত' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল ঃ

> "ঐতিহাসিক ১৫ই আগষ্টের বুনিয়াদ নিয়ে পূর্ব বাংলা পশ্চিম বাংলা থেকে পৃথক হয়ে এলো। সংগে সংগে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নূতন দায়িত্ববোধের সূচনা হলো।.....দেশ-ভাগের ফলে বাংগালী মুসলমানদের অধিকাংশই পড়লেন পূর্ব বাংলার আওতায়। এদের জীবন ও মননকে ফুটিয়ে তোলা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়লো।"[২]

আবু জাফর শামসুদ্দীন ও মুহাম্মদ নাসির আলী সম্পাদিত "নয়া সড়ক" পত্রিকায়ও অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছিল ঃ

> "আঁধার-মসীলিপ্ত জীবনের আসহাব-কাহাফী নিদ্রা কাটিয়ে যে শক্তি বলে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান আচম্বিতে স্বাধীনতার তরুণ আলোকে স্নাত হতে পেরেছে, সে শক্তিই তার তাহজীব ও তামদ্দুনিক প্রতিভাকে সুসংবদ্ধ করে পুনঃ নিজের বিশিষ্ট পথ বেছে নিতে তাকে সাহায্য করবে।"[৩]

---

[২] . উদ্ধৃত, শামসুল হক, বাংলা সাময়িক পত্র, (ঢাকা ঃ গ্রন্থায়ন, ১৯৭৩), পৃ. ১৭

[৩] . উদ্ধৃত, ঐ, পৃ. ২০

Dhaka University Institutional Repository

সাময়িক-পত্রিকার মাধ্যমে নতুন সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস বাংলা-সাহিত্যের আধুনিকযুগে লক্ষ করা যায়। নামকরা কয়েকটি সাহিত্য-পত্রিকা হচ্ছে— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২), শেখ আবদুর রহিম সম্পাদিত 'সুধাকর' (১৮৮৯) সুরেন্দ্রনাথ সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' (১৮৯০), এবং 'মিহির' (১৮৯২), সৈয়দ এমদাদ আলী সম্পাদিত 'নবনূর' (১৯০৩), প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' (১৯১৪) মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন সম্পাদিত 'সওগাত' (১৯১৮), কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'ধূমকেতু' (১৯২২), দীনেশরঞ্জন সেন সম্পাদিত 'কল্লোল' (১৯২৩) প্রভৃতি। পত্রিকাগুলো ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল, কোনো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এগুলো প্রকাশিত হয় নি। সে তুলনায় 'মাহে-নও' পত্রিকা ছিল ভিন্নধর্মী; পুরোপুরি সরকারী ব্যবস্থাপনায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল।

> "এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশের তারিখ ছিল ১৯৪৯ সনের এপ্রিল মাস তথা ১৩৫৫ সনের চৈত্র মাস। প্রথমে এটা করাচী থেকে প্রকাশিত হলেও পরে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। 'মাহে-নও'র সর্বশেষ সংখ্যা ১৯৭১ সনের নভেম্বর তথা ১৩৭৮ সনের অগ্রহায়ণ মাস, ২৪শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। নিয়মিতভাবে প্রকাশিত পত্রিকাটির ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকে শুরু করে ২য় বর্ষের ৮ম সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন আবদুর রশিদ। ২য় বর্ষের ১২শ সংখ্যা থেকে ৪র্থ বর্ষের ১ম সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন মীজানুর রহমান। ৪র্থ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা থেকে ৮ম সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদনা করেন মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন। ৪র্থ বর্ষের ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১৩৫৯) থেকে ১৬শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন আবদুল কাদির। ১৬শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা (পৌষ ১৩৭১, ডিসেম্বর ১৯৬৪) থেকে পত্রিকাটি সম্পাদনা করে আসছিলেন তালিম হোসেন।[৪]

"মাহে-নও" প্রধানত সাহিত্য-পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতো ; যদিও এতে পাকিস্তান সরকারের উন্নয়নমূলক বিভিন্ন তথ্যাদিও পরিবেশন করা হতো। এতে গল্প, কবিতা, জীবনী, প্রবন্ধ, পল্লী-সাহিত্য, রম্য-রচনা, স্মৃতিকথা, সঙ্গীত, গজল, নাটক, উপন্যাস, কথিকা এবং সাহিত্য-সমালোচনা প্রকাশিত হতো। পত্রিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল "কিতাব-মহল"। তাতে মৌলিক সাহিত্য-সৃষ্টিসহ বিভিন্ন ধরণের পুস্তকের পরিচয় ও সমালোচনা থাকতো। বলা যেতে পারে, 'মাহে-নও" পত্রিকার মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক আদর্শ প্রচারিত হতো।

---

৪. উদ্ধৃত, ঐ, পৃ, ২৩

Dhaka University Institutional Repository

"মাসিক 'মাহে-নও' পত্রিকায় সাহিত্য সমালোচনা" বিষয়ে গবেষণা করার কারণ ছিল দুটি : প্রথমত, ঢাকা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি পত্রিকার ভিত্তিতে এ ধরণের গবেষণা হয়ে থাকলেও 'মাহে-নও' পত্রিকা নিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ কাজ করতে এগিয়ে আসেন নি; যদিও উপাদানের প্রাচুর্যে এ বিষয়ে গবেষণা করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। দ্বিতীয়ত, বাংলা-সাহিত্যে পাকিস্তানী আন্দোলনের প্রভাব ও পরিণতি জানার জন্য এ পত্রিকা প্রভূত পরিমাণে সহায়ক হতে পারে। পাকিস্তানী আদর্শ শেষের দিকে নির্যাতনের ও জাতিগত শোষণের সমার্থক হয়ে ওঠলেও এককালে একদল সাহিত্যিক আন্তরিকভাবে সাহিত্যে পাকিস্তানবাদের রূপায়ণ কামনা করেছিলেন। পাকিস্তানবাদের ভিত্তিতে যে বিপুল সংখ্যায় সাহিত্য-সৃষ্টি হয়েছিল, তার পরিচয় পাওয়া যাবে ড. নিতাই দাস-এর রচিত "পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা-কবিতা"(১৯৯৩) এবং অপ্রকাশিত গবেষণা গ্রন্থ "পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য" থেকে।

বর্তমান গবেষণা নিম্নলিখিত অধ্যায়-বিন্যাস করে রচিত হয়েছে :

১. ভূমিকা

২. "মাহে-নও" পত্রিকার ঘোষিত আদর্শ

৩. সাহিত্য-বিষয়ক তাত্ত্বিক আলোচনা

৪. নজরুল-সাহিত্যের আলোচনা

৫. পুস্তক-সমালোচনা :

ক. গল্পগ্রন্থ

খ. কাব্য ও কাব্যানুবাদ

গ. উপন্যাস

ঘ. নাট্যগ্রন্থ

ঙ. ভ্রমণ-কাহিনী

চ. জীবনীগ্রন্থ

ছ. প্রবন্ধগ্রন্থ

Dhaka University Institutional Repository

জ. বিবিধগ্রন্থ

৬. উপসংহার

৭. পরিশিষ্ট :

ক. পরিশিষ্ট-১

খ. পরিশিষ্ট-২

গ. গ্রন্থপঞ্জী

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

"মাহে-নও" পত্রিকার ঘোষিত আদর্শ

Dhaka University Institutional Repository

"মাহে-নও" পত্রিকার ঘোষিত আদর্শ

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় "আমাদের কথা" শিরোনামে সম্পাদক লিখেছেন–

> "আল্লার রহমতে সমস্যা ফয়ছলা করিয়াই আজ বাংলার সাহিত্যিক ও পাঠকদের সামনে 'মাহে-নও' লইয়া হাজির হইলাম। প্রচার বা কোন কিছুর মামুলী প্রোপাগাণ্ডা ইহার উদ্দেশ্য নহে। ইহার আদর্শ পাকিস্তানের তাহ্জীব ও তামাদ্দুন। ইহার উদ্দেশ্য দেশের প্রবীণ সাহিত্যিকদিগকে কদর দেওয়া ও নয়া আজাদীর আবহাওয়ায় পরিপুষ্ট নবীন লেখক, লেখিকা সৃষ্টি করা। বিগত যুগের সাহিত্যিকদের আদর্শে আজাদীর রং ফলাইয়া অনাগত যুগের সাহিত্যিক জন্ম নিলেই আমরা আমাদের চেষ্টা সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। এজন্যই ইস্তেক্বাল্ জানাইতেছি প্রবীণ ও নবীন লেখক-লেখিকাদিগকে সমভাবে।"

এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, পাকিস্তানী 'তাহ্জীব-তামাদ্দুন'- এর ভিত্তিতে নতুন লেখক-লেখিকা সৃষ্টি করা এবং বিগত যুগের সাহিত্যিকদের আদর্শের সঙ্গে পাকিস্তানের আদর্শের রং মিলিয়ে নতুন সাহিত্যিক সৃষ্টি করাই 'মাহে-নও' পত্রিকার লক্ষ্য।

পত্রিকার আরেকটি লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের দু অংশের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও সংহতি সৃষ্টি করা এবং তাদের ভাষাগত ও জীবনাচরণগত পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়ে সাংস্কৃতিক ঐক্যের তথা ধর্ম-বিশ্বাসের বন্ধনে এক জাতি সৃষ্টি করা। সেজন্য পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল- "বাংলা "মাহে-নও"-এ প্রকাশিত মূল্যবান প্রবন্ধগুলি ইংরেজী "পাকিস্তান" উর্দ্দু "মাহে-নও" ও সিন্ধী "নই-জিন্দেগী"তে তর্জ্জমা করার।"

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের ধারা এবং শব্দ সম্ভার সৃষ্টি নিয়েও এতে আলোচনা হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ লক্ষ করেছিলেন যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তার শৈশব অবস্থায় মুসলমান বাদশাহ্ এবং আমীর ওমরাহ্দের সুনজরেই প্রতিপালিত হয়েছিল। এ ধারণাটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঐতিহাসিক

Dhaka University Institutional Repository

ড. দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর সুপ্রসিদ্ধ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন।[১] তবে তিনি অন্য ধর্মাবলম্বী শাসকদের অবদানও স্বীকার করতেন। কিন্তু "মাহে-নও" শুধু মুসলিম তথা পাঠান শাসকদের অবদান উল্লেখ করে বিশেষ একটি দৃষ্টিভঙ্গিকে গুরুত্ব দিয়েছে।

এ প্রবন্ধেই আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলা ভাষা পাঁচ মিশেলী ভাষা। বাংলা ভাষার উদ্ভব নিয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করাকেও সংস্কারের পর্যায়ে ফেলেছেন। তাদের মতে, বাংলা ভাষার জাতে কোনো বালাই নেই। প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা (সংস্কৃত যার একটি সাংস্কৃতিক রূপ) থেকে পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশের স্তর বেয়ে বাংলা ভাষার নিজস্ব রূপে বিকশিত হওয়াকে তারা আমলে আনতে চাননি :

> "বাংলা ভাষা জন্ম হতেই পাঁচ-মিশালী ভাষা। বাংলা ভাষার জাত নিয়ে নাজ করা নিছক সংস্কার— অসংগতও বলা যেতে পারে। জাতের বালাই নেই বাংলা ভাষার। সংখ্যা-গরিষ্ঠ মুসলমানদের তাহ্জীব তমদ্দুনের তায়াল্লুক বর্জিত বাংলা ভাষা মাশ্‌রেকী পাকিস্তানের সাধারণ মাতৃ-ভাষা নয় এবং হবেনা, হ'তে পারেনা। এ কথা ভুলে যাওয়া হবে বোকামী।"

সে ধারার অনুসরণ করেই সম্পাদকীয়তে অনুমান করা হয়েছে মুসলমান সমাজে প্রচলিত বাংলা ভাষার শব্দ সম্ভারের প্রায় অর্ধেক শব্দই আরবী-ফারসী থেকে গৃহীত। সে সকল শব্দের সমবায়ে গঠিত ভাষাই "প্রকৃত প্রস্তাবে মাশরেকী পাকিস্তানের সত্যিকার সাধারণ মাতৃভাষা।"

প্রবন্ধটিতে পাকিস্তানের সাহিত্য জগতে কোরান শরীফের ভূমিকাও সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া আদর্শ ও অনুপ্রেরণার জন্য লেখকদের কোরানকে আদর্শ ও অনুপ্রেরণার প্রতীকরূপে গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

---

১. "আমাদের নিশ্বাস, মুসলমান কর্তৃক সমবিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ ইহয়া দাঁড়াইয়াছিল"— অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ১ম খণ্ড, (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৬) পৃ. ১২৯

Dhaka University Institutional Repository

শুধু পরামর্শ বা উপদেশ দিয়েই প্রবন্ধকার নিরস্ত হন নি। পাকিস্তানে বাংলা ভাষা ও বাংলা রচনার আদর্শ কী হওয়া উচিত তার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। পুরো সম্পাদকীয়টি সে আদর্শ-শৈলীতে রচিত :

> "গোজাশ্‌তা এশায়াতে আমরা অতীতে বাংলা ভাষার নানা মোড় পরিবর্তনের কথা মোখ্‌তাসারভাবে উল্লেখ করেছিলাম। বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল্ সকলকে স্বীকার করতেই হবে, যে শৈশবে মাতৃভাষা মুসলমান বাদশাহ্ এবং আমীর-ওমরাহদের নেক নজরেই পরওয়ারেশ পেয়েছিল এবং শাহী দরবারে শান-শওকত হাসিল করেছিল।"[২]

এ দু তিনটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থেকে "মাহে-নও" পত্রিকার সাহিত্যচিন্তা সম্পর্কে নিম্নরূপ পরিচয় পাওয়া যায় :

ক. সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান-সৃষ্টি হয়েছে বিধায় পাকিস্তানী আদর্শকে সাহিত্যে রূপায়িত করতে হবে। সে আদর্শের ভিত্তি ইসলাম; কাজেই ইসলাম এবং কোরানভিত্তিক নীতি ও আদর্শ অবলম্বন হবে নতুন সাহিত্যের।

খ. বাংলা ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে পণ্ডিত ও ভাষাতাত্ত্বিকদের সর্বজনস্বীকৃত মতবাদকে পাশ কাটিয়ে তাঁরা ভিন্নমত প্রচার করেছিলেন। বাংলা ভাষা জন্ম থেকেই পাঁচমিশেলী ভাষা তা প্রচার করে তাঁরা বিপুল সংখ্যায় আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ ব্যবহারের তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরী করতে চেয়েছিলেন।

গ. বাংলা-সাহিত্য হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান সবার অবদানে ও পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধ হলেও এ পত্রিকায় শুধু মধ্যযুগের মুসলমান সুলতানদের অবদানের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

ঘ. বিগত যুগের সাহিত্যিকদের আদর্শের রং মিলিয়ে নতুন সাহিত্য-সৃষ্টি করতে হবে।

ঙ. ধর্ম-বিশ্বাসের বন্ধনে দু অংশের মানুষকে এক জাতিতে পরিণত করা এবং তাদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সংহতি বৃদ্ধি করা।

২.সম্পূর্ণ সম্পাদকীয় প্রবন্ধটির জন্য দেখুন 'পরিশিষ্ট-১', পৃ.৮৪

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সাহিত্য-বিষয়ক তাত্ত্বিক আলোচনা

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য-বিষয়ক তাত্ত্বিক আলোচনা

পত্রিকার ঘোষণাপত্রে এবং সম্পাদকীয়তে পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা- সাহিত্য সম্পর্কে যে দিকনির্দেশ পাওয়া যায়, আগের অধ্যায়ে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এর বাইরে বিভিন্ন লেখক পরিকল্পিত সাহিত্যের ঐতিহ্য, আদর্শ, বিষয়বস্তু প্রভৃতি নিয়ে কয়েকটি তাত্ত্বিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। লেখকেরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যের মূল্যায়ন করার পাশাপাশি নতুন পটভূমিতে সাহিত্যে কী রূপ হওয়া উচিত সে সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত দশটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধগুলোতে বিধৃত চিন্তাধারা "মাহে-নও" পত্রিকার নির্ধারিত নির্দেশের সঙ্গে হুবহু এক না হলেও মোটামুটি মূল ধারাকেই অনুসরণ করেছে।

১. আবুল কালাম শামসুদ্দীন, পাকিস্তানের শিল্প সাহিত্যের ধারা, (১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা)।

২. বিভূতি সেন, বাংলা সাহিত্যে বিদেশী প্রভাব (১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা)।

৩. সৈয়দ আলী আহসান, পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যের ধারা (৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা)।

৪. আবুল হোসেন মিয়া, পূর্ব পাকিস্তানের শিশু-সাহিত্য (৩য় বর্ষ ১১শ সংখ্যা)।

৫. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, নতুন সাহিত্য (৪র্থ বর্ষ ১০ম সংখ্যা)।

৬. আবু জাফর শামসুদ্দীন, পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের ভূমিকা (৪র্থ বর্ষ ১২শ ও ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা)।

৭. আহমদ শরীফ, পুঁথি সাহিত্য (৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা)।

৮. অধ্যাপক মোহাম্মদ গোলাম রসুল, ইকবালের দৃষ্টিতে আর্ট (৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা)।

৯. সৈয়দ আলী আশরাফ, সমাজ ও সাহিত্য (৭ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা)।

Dhaka University Institutional Repository

১০. আবদুল কাদির, আমাদের সাহিত্যের ধারা (১০ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা)।

আবুল কালাম শামসুদ্দীনের "পাকিস্তানের শিল্প সাহিত্যের ধারা" প্রবন্ধে গভীর চিন্তার পরিচয় নেই। এটি প্রথমে রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র থেকে কথিকা আকারে প্রচারিত হয়েছিল। ফলে সরকারী নীতিমালার বাইরে মত প্রকাশের সুযোগ ছিল না। তাঁর অভিমত মোটামুটি এরূপ : প্রাক-পাকিস্তান যুগের বাংলা সাহিত্যে বিদেশী ও বিজাতীয় আবর্জনার পঙ্কিল ছিল এবং কোনো নিজস্বতা ছিল না। তিনি মনে করেন, কবি ইকবালের চিন্তাধারা অবলম্বন করে পাকিস্তানের সাহিত্য রচনা করতে হবে এবং "বিজাতীয় ভাবধারা, বিজাতীয় উপমা রূপক শব্দ কোন কিছুই আর নতুন পোশাক পরে পাকিস্তানের সাহিত্যে চালু হতে পারবে না"। এদেশের মানুষের জীবন-ধারা, তাদের অনুভূতি, তাদের সামাজিক আচার-ব্যবহার, তাদের দৈনন্দিন জীবনের চলাফেরা, আচার-বিচার, কথাবার্তা, জীবন-সম্পর্কিত খুঁটিনাটি সাহিত্যে রূপায়িত করতে হবে।

"মাহে-নও" পত্রিকার লেখক-গোষ্ঠীর মধ্যে সাধারণভাবে হিন্দুদের নাম দেখা যায় না। তবে ব্যতিক্রমও ছিল। বিভূতি সেন সে ব্যতিক্রমীদের মধ্যে একজন। তাঁর মতে, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রমেশ দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও রবীন্দ্র-সাহিত্যে ইংরেজী প্রভাব গভীরভাবে রয়েছে। তিনি মনে করেছেন, রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা-সাহিত্যে ইংরেজী-সাহিত্যের প্রভাব সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠেছে। "মাঝেমাঝে মনে হয় যে এই সব কবিতা ও উপন্যাসগুলি সবই যেন ইংরেজী- সাহিত্যকে বাংলা করে পাঠকের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।" তিনি বিশেষ করে নাম করেছেন, টি. এস. এলিয়ট, এজরা পাউন্ড, ডি. এইচ. লরেন্স প্রমুখ লেখকের নাম। তাঁর ধারণা আধুনিকযুগের প্রথম দিকে ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব বাঙালীর জাতীয় প্রতিভা বিকাশে সাহায্য করেছিল কিন্তু সম্প্রতিকালে ইংরেজী প্রভাব "বাংলার জাতীয় জীবনকে নিজ কক্ষচ্যুত করে একটী তীর্যক্ গতিপথে নিয়ে যাচ্ছে।" যদিও এ "রোগ" থেকে মুক্ত হওয়া

Dhaka University Institutional Repository

সহজ নয় তবু বাংলা সাহিত্যের বিকাশের জন্য সেটি অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন।

সৈয়দ আলী আহসানের প্রবন্ধটি অনেকটা দিক-নির্দেশকের মত। তিনি পাকিস্তান-সৃষ্টির আগে ঢাকা ও কলকাতায় তৎপর পাকিস্তানবাদী সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর আদর্শ ও লক্ষ্যসমূহ উল্লেখ করেছেন। মূল বক্তব্য হিসেবে তিনি বলতে চেয়েছেন, রাষ্ট্রীয় আদর্শের সঙ্গে সাহিত্যের আদর্শকে সমন্বিত করতে হবে; তার জন্য প্রয়োজন হলে বাংলা-সাহিত্যের প্রধান স্থপতি, রবীন্দ্রনাথকেও অস্বীকার করতে হবে। তাঁর সামনে ছিল মূলত Irish Literary Revival-এর আদর্শ। আয়ারল্যান্ডের কবি ইয়েটস্ যেমন করে তাঁর দেশের সাহিত্যের নতুন ঐতিহ্য নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, তেমনিভাবে সৈয়দ আলী আহসানও পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের পথ-নির্দেশ করতে চেয়েছেন। সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত তিনটি আদর্শ সামনে রেখে অগ্রসর হবার জন্য তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন :

প্রথমত, ইসলামের প্রবহমান ঐতিহ্য থেকে উপাদান আহরণ দ্বিতীয়ত, অধুনা অপাংক্তেয় মুসলমানী পুঁথিকে পরিমার্জিত করে শালীন সাহিত্যের অঙ্গীভূত করা এবং তৃতীয়ত, পূর্ব পাকিস্তানের অস্বীকৃত জীবনকে আরো বেশী করে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করা।

সাহিত্যের শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরবী-ফারসী অধিক হারে ব্যবহারের জন্য তিনি বলেছেন। একই সঙ্গে এটিও স্বীকার করে নিয়েছেন যে, তৎসম শব্দের মূল কাঠামো অব্যাহত রেখেই কাজ করে যেতে হবে।

প্রবন্ধকার আবুল হোসেন মিয়া, তথ্য-বহুল প্রবন্ধটিতে প্রথমেই শিশু-সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন। শিশু-সাহিত্যের প্রতি অবহেলা করলে "শিশুর মন জাতীয় জীবনের উপযোগী হইয়া গঠিত হইতে পারে না।" তিনি পাকিস্তান আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিশুদের উপযোগী সাহিত্যরচনা করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। তিনি অবশ্য "হিন্দু বা খ্রিষ্টান সংস্কৃতি" পরিত্যাগ করতে বলেন নি। তিনি বলেছেন, "আপন

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে বিভিন্ন সংস্কৃতি থেকে ভাল উপাদানগুলো সংগ্রহ করতে হবে।" তিনি কাজী নজরুল ইসলাম, জসীম উদ্‌দীন, বন্দে আলী মিয়া, গোলাম মোস্তাফা, কাদের নেওয়াজ, শেখ হাবিবর রহমান, শেখ ফজলুল করিমসহ কয়েকজন লেখকের শিশু-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন। শিশু-সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, "ঐস্‌লামিক তাহজীব-তমদ্দুনের ভিত্তিতে নবীন শিশু সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে হইবে, যে শিশু সাহিত্যের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠিবে সর্বাঙ্গসুন্দর মুসলমান তথা শান্তিকামী, চরিত্রবান ও দৃঢ়চেতা এক মানব জাতি। তবেই পাকিস্তানের শিশু সাহিত্য হইবে সুন্দর, সার্থক!"

৪র্থ বর্ষ ১০ম সংখ্যায় "নতুন সাহিত্য" প্রবন্ধে ইসলামের ভিত্তিতে পাকিস্তানের নতুন সাহিত্য সৃষ্টি হবে, সেটিই মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর অভিমত। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন মতাবলম্বী তিনটি দল তিনি চিহ্নিত করেছেন। এক দলের মতে, ইসলামের আদি যুগের ভিত্তিতে সাহিত্য-সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয় দলের মতে, কোরান-হাদিসের পাশাপাশি ইমাম ও মোজতাহেদদের মতামত বা সিদ্ধান্ত সাহিত্যে থাকবে এবং তৃতীয় দল ইউরোপের সভ্যতার সঙ্গে ইসলামের সমন্বয় ঘটিয়ে তাকে সাহিত্যে প্রতিফলনের পক্ষে মত দিয়েছেন। বাংলা-সাহিত্যের আধুনিকযুগের শুরুতে মুসলমান লেখকদের মধ্যেও তিনটি দল ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। যথা : (ক) হিন্দুসেবিত সাহিত্যে ইসলাম ও মুসলিমের প্রতি যে বিদ্বেষমূলক মনোভাব প্রকটিত হয়েছে, তার প্রতিবাদে এক দিকে ইসলাম ও মুসলিমের গৌরব-প্রচার, অন্যদিকে হিন্দুদের হেয়তা প্রতিপাদকগণ (খ) মানবতার ভিত্তিতে মুসলিম সমাজের সুষ্ঠু ও বাস্তব চিত্র তুলে ধরার সমর্থকগণ (গ) যুক্তিবাদের দিকে মুসলিমদের মননশীলতার প্রতি আহ্বায়কগণ। তবে লেখক বলেন, মানবতার ধর্মই সাহিত্যের মূল ধর্ম। কেননা "বিদ্বেষের প্রতিবাদে বিদ্বেষ প্রচার, কোন স্বাস্থ্যবান সাহিত্যের নিদর্শন নয়। মানবতাবাদই সাহিত্যের মূল ধর্ম।" ধর্ম-প্রচার সাহিত্যের কাজ নয় তাই "ইসলামকে একটা নীতি, আদর্শ ও প্রবণতা" হিসেবে নিয়ে ইসলাম-ভিত্তিক সাহিত্য-সৃষ্টি হবে। সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে তিনি বলেন, সাহিত্যের ভাষা হবে সহজ, সরল এবং পাঠকের

Dhaka University Institutional Repository

বোঝার উপযোগী। সাহিত্য তখনই সার্থক হয় পাঠক যখন তাকে বোঝে। এজন্য সাহিত্যিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও সাধনা করতে হবে।

আবু জাফর শামসুদ্দীন তাঁর "পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যের ভূমিকা" প্রবন্ধে তিনটি ধারা অবলম্বন করে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য গড়ে ওঠবে বলে আশা করেছেন। ধারা তিনটি :

ক. সমস্ত পৃথিবীর মহৎ চিরন্তন ঐতিহ্যকে এ দেশের লেখকগণ তাঁদের লেখায় বহন করবেন। কেননা "মানব-সভ্যতা বলতে যা' কিছু বুঝায় তা' গড়ে উঠেছে সকল দেশের সকল কালের সভ্য মানুষের অবদান নিয়ে; কারণ মানুষ যে একই গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত তা' ধার্মিক ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করেন। চীনা-সভ্যতা, মিশরীয়-সভ্যতা, গ্রীক-সভ্যতা, ভারতীয়-সভ্যতা, আর্য-সভ্যতা, সেমিটিক-সভ্যতা. দ্রাবিড়-সভ্যতা, পারসিক-সভ্যতা, আরবীয়-সভ্যতা প্রভৃতি একই মহীরুহের পল্লবিত শাখা-প্রশাখা মাত্র। যে কোন শাখা থেকে যেমন গোড়ায় পৌঁছা যায়, আবার তেমনি গোড়া থেকেও যে-কোনো শাখায় পৌঁছা যায়?"

খ. পূর্ব বাংলার অথবা পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক বেষ্টনীর মধ্যে বসবাসকারী সকল মানুষ, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান বিভিন্ন ধরণের পেশাজীবী— সবার জীবনধারা পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিকদের লেখার বিষয় হবে। তাই "আমাদের নৌকার মাঝি কলিমদ্দিন, তার স্ত্রী নসীবন, চাষী আয়েত আলী আর তার স্ত্রী মফিজন, সওদাগর হামিদ ব্যাপারী, আর ডাকত-দলের আনসার, জেলে উমাই শা আর তাঁর বিধবা কন্যা ক্ষেঁদী এদের ও এদের আশে-পাশের লোকেদের জীবন নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য গড়ে উঠবে।"

গ. তবে এ সমস্ত ধারার বড় অংশ হবে ইসলামমুখী ধারা। যেটি তাঁর ভাষায় "বাংলার ইতিহাস ঘাঁট্‌লে স্পষ্টতরই প্রতীয়মান হয় যে, বরাবরই মুসলমান কবি-সাহিত্যিকের একটা স্বতন্ত্র পথ ছিল। ভাষা ও ভাবের ক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য দৃষ্ট হলেও, আলাওয়াল

Dhaka University Institutional Repository

দৌলত কাজীর মতো সংস্কৃতের প্রভাব-পুষ্ট ভাষার কবি থেকে আরম্ভ করে নজরুল ইসলাম, জসীমউদ্‌দীনের মধ্যে পর্যন্ত সে পৃথক-পথ অনুসরণের দৃষ্টান্ত মিলে। এ পার্থক্য স্বীকার না ক'রেও উপায় ছিল না।"

৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় আহমদ শরীফের "পুঁথি সাহিত্য" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। "ঐতিহ্যকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠবে আমাদের আজাদী প্রবুদ্ধ নবজীবন" — এ চিন্তার ভিত্তিতে তিনি ঐতিহ্য অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন। তিনি সরাসরি ঐতিহ্যের ভিত্তি অথবা ঐতিহ্য নিরূপণের মাপকাঠি সম্পর্কে কিছু বলেন নি। আলোচনা করেছেন পুঁথি সাহিত্য নিয়ে, যেগুলোর রচয়িতা প্রধানত মুসলমানেরা। মধ্যযুগে রচিত পুঁথি সাহিত্যের মধ্যে তিনি কিছু ইতিবাচক প্রবণতা লক্ষ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, মধ্যযুগে মুসলমান লেখকরা সাহিত্যে বৈচিত্র্য আনয়ন করেছেন। মুসলমান রচিত সাহিত্যকে ছটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে : ১. ধর্ম সাহিত্য ২. রোমান্স বা উপাখ্যান কাব্য ৩. আধ্যাত্মিক বা মারফতী সাহিত্য ৪. পদ সাহিত্য বা বিভিন্ন গীতিকবিতা ৫. গাথা এবং ৬. জীবন সাহিত্য রচনা করেছেন। এছাড়া তাঁরা রাগতাল, জ্যোতিষশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র প্রভৃতি বিবিধ-বিষয়ক গ্রন্থও রচনা করেছিলেন বহু। প্রতিটি ধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তিনি দিয়েছেন এবং নিম্নরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন :

> "আমরা এখন অবগত যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি-কবি মুসলমান, বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য দান করেন মুসলমান কবিগণ, উপাখ্যান কাব্য বা রোমান্সের প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুসলমান। প্রথম মৌলিক কাব্য রচনা করেন মুসলমান কবি মরদন, মাগন ঠাকুর ও মঙ্গল চাঁদ। মুসলমান কবির সংখ্যা ও অন্য সম্প্রদায়ের কবির চেয়ে কম নয়। এক কথায় বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি, পুষ্টি ও বৈচিত্র্য সাধনের মূলে রয়েছে প্রধানতঃ এবং প্রধানতঃ মুসলমানদের সাধনা। এরচেয়ে বাঙালী মুসলমানের গৌরবের ও গর্বের বিষয় আর কি হতে পারে।"

এ প্রসঙ্গে ইকবাল কর্তৃক প্রচারিত সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। ইকবালকে বলা হয় পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা কবি।

Dhaka University Institutional Repository

"মাহে-নও"-এর প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় ইকবালের কাব্যের অনুবাদ অথবা ইকবাল সম্পর্কিত আলোচনা বা তাঁর সাহিত্যিক আদর্শ নিয়ে বিশ্লেষণ প্রকাশিত হতো। অধ্যাপক মোহাম্মদ গোলাম রসুল, "ইকবালের দৃষ্টিতে আর্ট" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন, মুসলমানের জীবনে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণই ইকবাল কাব্যের প্রধান উপজীব্য বিষয়। তিনি মানুষকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মর্যাদা-সম্পন্ন বলে বিশ্বাস করেছেন এবং মানুষের আত্মিক বিকাশ ও উন্নতির অসীম সম্ভাবনা সম্বন্ধে বলিষ্ঠ আশা পোষণ করেছেন। ইকবাল বিশ্বাস করতেন যদি কাব্যের লক্ষ্য হয় মানুষ তৈরী করা তাহলে কবিরা নবীরই বংশধর।

সৈয়দ আলী আশরাফ "সমাজ ও সাহিত্য" প্রবন্ধে সমাজ ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন যে, তৎকালে পৃথিবীতে দুটি শক্তিশালী মতবাদ ক্রিয়াশীল ছিল ঃ প্রথমটি, মার্কসবাদী লেখকগোষ্ঠী কর্তৃক অনুসৃত সমাজ-সর্বস্ব মতবাদ। দ্বিতীয়টি, ফরাসী লেখক মালার্মে ও তাঁর অনুসারীদের দ্বারা অনুসৃত শিল্প-সর্বস্ব মতবাদ। তিনি এ দু মতবাদই অসার অর্থাৎ অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে ধর্মবিহীন আদর্শ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাঁর ভাষায় "স্বাধীনভাবে সাহিত্যচর্চা করার অবকাশ পেলেই চলবে না, আবার শুধু সমাজ-সংস্কারের আদর্শ সামনে রাখলেই চলবে না, এমন পরিবেশ চাই যে পরিবেশে মানবিক ধর্মকে অস্বীকার করার প্রয়াস থাকবে না, এবং মানুষের সামনে চরম বিকাশের সর্বজনগ্রাহ্য আদর্শ থাকতে হবে। এই আদর্শ শেষপর্যন্ত ধর্মই পরিবেশন করে থাকে। কারণ একমাত্র ধর্মই মানব সমাজের সামনে ভাল-মন্দর স্থির চিরন্তন মানদণ্ড ধরে থাকে এবং সে মানদণ্ড মূলতঃ মানবিক। এই জন্য সেই মানদণ্ডের ভিত্তিতে গঠিত সাহিত্য-মন জীবন-মৃত্যুর যে বৈচিত্র্য দেখবে সেই বৈচিত্রকে নিজস্ব কল্পনার সাহায্যে রূপায়িত করতে পারবে।"

আবদুল কাদির 'আমাদের সাহিত্যের ধারা' প্রবন্ধে মধ্যযুগ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সংক্ষেপে ধারাবাহিক আলোচনা করেছেন। সে ধারার মধ্যে তিনি শুধু মুসলমান কবিদের কাব্য, উপন্যাস এগুলোর কথাই

Dhaka University Institutional Repository

বলেছেন। তিনি নামোল্লেখ করেছেন মধ্যযুগের শেখ ফয়জুল্লাহ, আলী রাজা, সৈয়দ সুলতান, শাহ্ মুহম্মদ সগিরী, দুনাগাজী চৌধুরী, মুহম্মদ কবির, কাজী দৌলত, শাহ্ আলাওল, মুহম্মদ খান, সৈয়দ হামজা, শাহ্ গরীবুল্লাহ এবং আধুনিক যুগের নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী ও মীর মোশাররফ হোসেনের। উপসংহারে তিনি বলেছেন,

> "মীর মশাররফ হোসেন থেকে আমাদের সাহিত্যের আধুনিক যুগ আরম্ভ হয়েছে। এতকাল পল্লীগাথা (ballad), মারফতী-গীতি, এমাম শহীদ যাত্রা, মসলমানী পুঁথি, এসব স্বতন্ত্র ধারায় ও বিচ্ছিন্নভাবে বিকাশ লাভ করছিল। অতঃপর আমাদের সাহিত্যিকদের নজর পড়ল সাহিত্যের সকল শাখার প্রতি; বিশ্বভাব ও দেশ সংস্কৃতির দিকে শ্রদ্ধার দৃষ্টি প্রসারিত রেখে তাঁরা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করলেন। মোজাম্মেল হক, কায়কোবাদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রভৃতি অদ্রাচ্ছন্ন জাতির কর্ণে উচ্চারণ করলেন নতুন উজ্জীবন মন্ত্র। নজরুল ইসলামের আবির্ভাবে আমাদের সাহিত্য যুগসূর্যের উদয়ে ভাস্বর হলো, তার আলোক সম্পাদে জাতীয় জীবনের দিকে বাজলো ফুল ফোটানোর আহ্বান।"

লেখাটি থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কবি আবদুল কাদির "আমাদের" বলতে শুধু মুসলমানদের বুঝিয়েছেন এবং "সাহিত্যের ধারা" বলতে মুসলমান রচিত সাহিত্য বুঝিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

নজরুল-সাহিত্যের আলোচনা

Dhaka University Institutional Repository

নজরুল-সাহিত্যের আলোচনা

উনিশশো সাতচল্লিশ সালে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকালে নজরুল অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন কলকাতায়। তিনি ছিলেন ভারতের নাগরিক কিন্তু তাঁকে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে উচ্ছ্বাসের কমতি ছিল না। একদিকে তাঁর প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য ও প্রাগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গি অপরদিকে ইসলাম ও মুসলমানদের নিয়ে রচিত অসংখ্য গান-কবিতা-গজল পূর্ব পাকিস্তানে তাঁকে করেছিল অসাধারণ জনপ্রিয়।[১] স্বভাবতই "মাহে-নও" পত্রিকায় নজরুলকে নিয়ে অনেক আলোচনা, সমালোচনা হয়েছে। নজরুলকে নিয়ে কবিতা লেখা হয়েছিল, স্মৃতিকথা রচিত হয়েছিল এবং নজরুল-সাহিত্য সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছিল। সব মিলিয়ে আলোচ্য সময়ে নজরুল সম্পর্কে লেখা বেরিয়েছিল চল্লিশটি। তন্মধ্যে কবিতা পনেরটি, স্মৃতিকথা সাতটি, গান-বিষয়ক দুটি এবং নজরুল সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনা নিম্নলিখিত সতেরটি :

১. আবদুল মওদুদ, নজরুল সাহিত্য প্রসঙ্গ (২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা)।

২. মীজানুর রহমান, পাকিস্তানের পটভূমিকায় কাজী নজরুল ইসলাম (৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা)।

৩. ডাক্তার এ. খাতুন, নারী জাগরণে নজরুলের দান (৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা)।

৪. অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ, নজরুল কাব্যে 'পুরাণ' (ঐ)।

৫. মোহাম্মদ মোদাব্বের, শিশুসাহিত্যে নজরুল (৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা)।

৬. অধ্যাপক আবুল ফজল, ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল (৫ম বর্ষ ২য় সংখ্যা)।

৭. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, নজরুল-ইকবাল-রবীন্দ্রনাথ (ঐ)।

---

[১] মুক্তিযোদ্ধাদেরও প্রধান অস্ত্র ছিল নজরুলের কবিতা ও গান। বিশিষ্ট নজরুল গবেষক অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, "বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে মুক্তি সৈনিকদের প্রতি মুহূর্তে উদ্দীপিত করেছে নজরুলের সংগ্রামী গান আর কবিতা।" [রফিকুল ইসলাম, নজরুল জীবনী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, ১৯৭২) পৃ. ৬০২]

Dhaka University Institutional Repository

৮. মীজানুর রহমান, আমাদের আজাদী ও কবি নজরুল (৫ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা)।

৯. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, নজরুলের আগে ও পরে (৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা)।

১০. অধ্যাপক আবুল ফজল, নজরুল কাব্যে প্রেম (৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা)।

১১. অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, নজরুল সাহিত্যে নতুন ধারা (৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা)।

১২. সৈয়দ আলী আশরাফ, নজরুল কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ (ঐ)।

১৩. ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, নজরুল কাব্যে ইসলামী ভাবধারা (ঐ)।

১৪. সৈয়দ আলী আশরাফ, নজরুলের প্রেমের কবিতা (৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা)।

১৫. ইব্রাহীম খাঁ, নজরুল ইসলামে অধ্যাত্ম-ধারা (ঐ)।

১৬. আবদুল কাদির, নজরুলের গল্প (ঐ)।

১৭. অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, নজরুল-সাহিত্যে আরবী-ফার্সী শব্দ (৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা)।

আবদুল মওদুদ রচিত "নজরুল সাহিত্য প্রসঙ্গ" এ ধারার প্রথম প্রবন্ধ। প্রথম লেখা বলে শুধু এটি গুরুত্বপূর্ণ নয়, বক্তব্যের কারণেও এটি গুরুত্বপূর্ণ। কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে পাকিস্তান-পূর্ব যুগে যে তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল, তার উপসংহার এতে পাওয়া যায়। বিতর্ক হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলাম, ইসলামের পক্ষে না বিপক্ষে, তিনি বড় কবি না চড়া গলার কবি প্রভৃতি প্রসঙ্গে। একদল মুসলমান সমালোচক তাঁকে কাফের পর্যন্ত বলতে দ্বিধা করেন নি, ফলে ইসলামের আদর্শ অঙ্গীকার করে সৃষ্ট পাকিস্তানে তাঁর কী অবস্থান হবে তা নিয়ে অনেক বিতর্ক ছিল। বিচারপতি আবদুল মওদুদ

Dhaka University Institutional Repository

লিখেছেন, "পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক নজরুলকে সানন্দে তাদের জাতীয় কবি হিসেবে বরণ করে নেবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।"[২]

প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম "সমকালে নজরুল ইসলাম" গ্রন্থে এ বক্তব্য উদ্ধৃত করে জানিয়েছেন যে, তার মধ্য দিয়ে নজরুল-বিতর্কের অবসান ঘটে এবং "১৯৫০-এর মধ্যেই নজরুল ইসলাম মত, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা নির্বিশেষে সর্বজনীন মানসে অধিষ্ঠিত।"

তারপর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানে নজরুল সমালোচনা একটি নির্দিষ্ট গতি ও প্রকৃতি লাভ করে; বিশেষ করে সরকারী পর্যায়ে। সে পটভূমিতে 'মাহে-নও'-এ প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী রচিত হয়েছে।

আবদুল মওদুদ, এ বিস্তৃত প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ ও ইকবালের সঙ্গেও তাঁর তুলনা করেছেন এবং বিপ্লবী-কবি, দরদী-কবি, করুণ-রসের কবি, গানের রাজা, শিশু-সাহিত্য, অনুবাদক, সাংবাদিক, আত্মপ্রত্যয়ের কবি, আজাদীর কবি, সমাজ-সংস্কারের কবি, সাম্যবাদের কবি, পাকিস্তানের কবি প্রভৃতি শিরোনামে নজরুল-সাহিত্যকে ব্যাখ্যা করেছেন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ মীজানুর রহমানের "পাকিস্তানের পটভূমিকায় কাজী নজরুল ইসলাম"। পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জনে কবির কবিতা ও গান যে অবদান রেখেছিল, সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন সমালোচক। এ প্রবন্ধটিও দীর্ঘ। তিনি বলেন, নজরুলের বাণীর উৎসমূল হচ্ছে আল্লাহ্ অর্থাৎ ইসলাম। তিনি বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার জন্য নজরুলের রাজনৈতিক জীবনকে (ক) পটভূমিকা (খ) বিদ্রোহের ভূমিকায় (গ) পাকিস্তানের অবদান– তিনটি অংশে বিভক্ত করেছেন। 'পটভূমিকা'তে ১৭৫৭ সালে সিরাজ-উ-দ্দৌলার পরাজয়, ১৮৫৭'র সিপাহী বিদ্রোহ, ১৮৭০-৭১'র আলীগড় আন্দোলন, ১৯১৪ সালে বিশ্ব-সমর, ১৯১৯'র জালিয়ান-ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড থেকে ১৯১৭ সালে "১৮ বছরের তরুণ যুবক নজরুল ইসলামের স্কুল থেকে পালিয়ে" ৪৯নং বাঙালী পল্টনে যোগ দেয়া এবং ১৯১৯ সালে ফিরে এসে

---

[২] উদ্ধৃত, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সমকালে নজরুল ইসলাম, (ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

ধূমকেতুর মত সাহিত্যাঙ্গনে আবির্ভাবের ঘটনাগুলো এসেছে। 'বিদ্রোহের ভূমিকা' অংশে প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভের বিশ বছর শোষণ, নিপীড়ন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে নজরুলের বিদ্রোহী কণ্ঠ, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে অভূতপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি করার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। লেখকের ভাষায় "এ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। সকল স্তরের মানুষের মনে প্রভাব বিস্তারের পরিপ্রেক্ষিতে কাজী নজরুল ইসলামকে পাকিস্তান ও ভারতের শ্রেষ্ঠতম কবি বলতে আমার মনে কোন দ্বিধা নেই।" "পাকিস্তানের অবদান" অংশে তিনি বলেন, "নজরুল ইসলাম সাক্ষাৎভাবে লীগ বা কংগ্রেসে" যোগ দেন নি তবে "মুসলিম লীগের আজাদী ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের বাণী নজরুলের মুক্তি-পাগল প্রাণ-চাঞ্চল্যে-শিহরিত মুসলিম বাংলার স্তরে স্তরে সহজেই অভূতপূর্ব উন্মাদনার সঞ্চার করলো।" পাশাপাশি তিনি হিন্দু সমাজকেও জাগাতে চেয়েছেন। নজরুলের সাম্যবাদ ও সার্বজনীন শিক্ষার আদর্শের মূল ভিত্তি ইসলাম — যা পাকিস্তানেরও মূল ভিত্তি। আর এ জন্যই "ইসলামের সেই শাশ্বত শিক্ষা ও আদর্শের আবেদন প্রতিফলনেই সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে নজরুলের প্রায় সমস্ত কবিতায় গানে ও গজলে।"

নারী জাগরণের অগ্রদূত কাজী নজরুল নারীকে স্বমহিমায় আত্ম-জাগরণে পথ দেখিয়েছেন, এ বিষয়টি ডাক্তার এ. খাতুন "নারী জাগরণে নজরুলের দান" প্রবন্ধটিতে তুলে ধরেছেন। সৃষ্টির আদিকাল থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত নারী অপ-মূল্যায়নের একটি ধারাবাহিক বর্ণনা রয়েছে এ প্রবন্ধে। রচনার শুরুতে লেখক বলেছেন, "নারী আসিয়াছিল নরের সঙ্গিনী রূপে, দাসী রূপে নয়" কিন্তু মধ্যযুগেই নারী "নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীবে" পরিণত হলো। লেখক বৈদিক যুগ, মুসলিম যুগ এবং খ্রীষ্ট যুগের তুলনামূলক আলোচনা করে মুসলিম সমাজে নারীদের অধিকার ও মর্যাদা বেশী ছিল বলে উল্লেখ করেন। তিনি উদ্ধৃতি হিসেবে খোদেজা, ফাতেমা, রহিমা, সুলতানা রাজিয়া, চাঁদ বিবি, জাহানারা, জেবুন্নিসা প্রভৃতি মুসলিম নারীর খ্যাতি ও প্রতিপত্তির বিষয় তুলে ধরেন। কিন্তু কালক্রমে ধর্মীয় গোঁড়ামী, নারীর এ অধিকার ও প্রতিপত্তিকে নিঃশেষ করলো। লেখকের ভাষায়, "ধর্মান্ধ সমাজ পাপের কণ্ঠরোধের উৎসাহাধিক্যে তাহার উৎস হিসেবে নারীর গতিবিধির পরিধি সীমাবদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

করিল। নারীকে করিল বন্দী, দিল তাহার চারিপাশে প্রাচীর তুলিয়া। সুযোগ-বিহীন অধিকার-বিহীন নারী সমাজ হইল কর্ম্মহীন, হইল উদ্দেশ্য-বিহীন, হইল বিভ্রান্ত। কাল-ক্রমে তাহারা শুধু ভোগবিলাসের বস্তুতে পর্যবসিত হইল, হইল পুরুষের ক্রীড়ানক।" এ অপব্যবস্থা থেকে নারী-মুক্তির গুরুভার নিয়ে বিংশ শতাব্দীতে এলেন নজরুল। তিনি নারীমুক্তি ঘোষণা করলেন সাম্যের বাণীতে এবং তিনিই প্রথম নারীর অধিকারকে পুরুষের পাশাপাশি স্বীকৃতি দিলেন -

"কোন রণে কত খুন দিল নর, লেখা আছে ইতিহাসে,
কত নারী দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নাই তার পাশে।"
* * * * * *
"কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি, কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?"

লেখক বলেন, শুধু নারী-প্রতিষ্ঠা নয়, নজরুল "আত্ম-প্রবঞ্চিত, অনাদৃত-অবহেলিত" নারী-আত্মা, তার চিত্ত-চিন্তার ক্ষেত্রকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন যাতে তারা সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে পুরুষের পাশে স্বমহিমায় দাঁড়াতে পারে। অর্থাৎ কবি নজরুল নারীর পূর্ণ আত্মিক বিকাশ চেয়েছেন। কবি আশাও করেছেন :

"সেদিন সুদূর নয়—
যেদিন ধরণী পুরুষের সাথে গাহিবে নারীরও জয়!"

বিভিন্ন যুগের লেখনীতে প্রাচীন কাহিনী বা পুরাণ, উপমা, রূপক, চিত্রকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু নজরুল-কাব্যে তা পেয়েছে সুন্দর রূপ। অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ "নজরুল কাব্যে পুরাণ" প্রবন্ধে বিষয়টি তুলে ধরেছেন। বস্তুত, পুরাতন কাহিনী ও ধর্মকাহিনী থেকে পুরাণের উদ্ভব হলেও পরবর্তীকালে তা নতুন অর্থ ও তাৎপর্য লাভ করে। লেখকের ভাষায়, "এক কথায় পুরাণ আর পুরাণ রইল না, বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রতীক হয়ে দেখা দিল।" তিনি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটিতে ক্লাসিকাল যুগ থেকে পুরাণের ব্যবহার আধুনিককালে আরো ব্যাপক হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। ইংরেজী

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্যে এর সবচেয়ে বেশী প্রয়োগ করেছেন টি. এস. এলিয়ট। বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখায় প্রথম পুরাণের ব্যবহার দেখা যায় কিন্তু তা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নয়। রবীন্দ্র-কাব্য, জীবনানন্দ দাসের কাব্যেও পুরাণ এসেছে তবে নজরুল-কাব্যে তা এসেছে অত্যন্ত বেশী পরিমাণে। তিনি "সার্বজনীন ভাবের বাহন" হিসেবে পুরাণকে ব্যবহার করেছেন এবং তা হয়েছে "আধুনিককালের ভাবের একটা প্রতীক মাত্র।" লেখক মনে করেন পুরাণের এ সার্বজনীন রূপ ও ভাব-প্রতীক এবং রূপ-প্রতীক সম্পর্কে অনেক সমালোচকই অজ্ঞাত, ফলে সাহিত্য ও শিল্প বিচারেও তাদের অজ্ঞতাই থেকে যাচ্ছে। লেখক বলেন, নজরুল ইসলাম হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের কাহিনী থেকেই পুরাণের উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এ দু সমাজের ঐতিহ্য, ধর্ম ও পৌরাণিক কাহিনী মিলে বাংলা সাহিত্য "বাংলাদেশের স্বভাবের পথ অনুসরণ করেই সার্থক হয়েছে।" অসীম প্রতিভাবান রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলা-কাব্যে আধুনিকতার অগ্রদূত মাইকেলের কাব্যেও বাংলার দু প্রধান ঐতিহ্যের সমন্বয় নানা কারণে সম্ভব হয় নি কিন্তু নজরুল-কাব্যে পুরাণের ব্যবহার তা সুন্দর, শিল্পসম্মতরূপ পেয়েছে। এদিক থেকে লেখক বলেছেন, "নজরুল ইস্‌লামই আধুনিক-কালে বাংলা কাব্য-সৃষ্টির এই নতুন পথের অগ্রদূত।"

শিশু সম্পর্কে নজরুল ইসলামের মনোভাবের পরিচয় তুলে ধরেছেন মোহাম্মদ মোদাব্বের "শিশু সাহিত্যে নজরুল" প্রবন্ধে। লেখক বলেন, বাংলা কাব্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, সুকুমার রায় এবং নজরুল শিশু-বিষয়ক কবিতা লিখেছেন উল্লেখযোগ্য হারে। রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলো "হজম করার মত সূক্ষ্ম রসবোধ শিশুদের না থাকা স্বাভাবিক" বলে তিনি মনে করেন। সুকুমার রায় সার্থক স্রষ্টা হলেও আনন্দ-ব্যতীত তাঁর শিশু সাহিত্যে অন্য কিছু নেই। এক্ষেত্রে নজরুল মতাদর্শকে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। নজরুলের শিশু সাহিত্যে আনন্দের সঙ্গে কল্যাণ-ধর্মিতার সমন্বয় ঘটেছে। এতে আনন্দ উল্লাসের মধ্যে দিয়ে শিশুর চারিত্রিক গঠন সুন্দর হয় বলে তিনি মনে করেন। তিনি দেখিয়েছেন, নজরুল-সাহিত্যে অনুসন্ধিৎসু শিশু-মনের খোরাক রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন-

Dhaka University Institutional Repository

"দেখবো এবার জগৎটাকে-
কেমন করে ঘুরছে মানুষ
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে।"

নজরুল বিশ্বাস করেন প্রাণবান জাতি গড়তে হলে "প্রতিটি শিশুকে এক একটী অগ্নিগিরি করে গড়তে" হবে। নিষ্কলুষ, প্রাণবন্ত নতুন জাতি গঠন করতে চেয়ে তিনি শিশুর চরিত্রগঠনে নীতিবোধকে প্রাধান্য দিয়েছেন সবচে বেশী। শিশুদের প্রতি নজরুলের মমত্ববোধ লেখককে বিস্মিত করেছে তাই প্রবন্ধের উপসংহারে দেখি, "যার বুকভরা আগুন, তাহার অন্তরে এত লেগবান প্রস্রবণ- মমতার প্রস্রবণ লুকাইয়া থকিতে পারে একথা কে বিশ্বাস করিবে।"

প্রবন্ধটির শিরোনাম "ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল" হলেও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রবন্ধে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের প্রসঙ্গ এসেছে। বাংলা সাহিত্যের এ তিন দিকপালের জীবন ও সাহিত্যক্ষেত্রে তিনজনের নানা সাদৃশ্যকে অধ্যাপক আবুল ফজল তুলে ধরেছেন।

লেখক বলেন, নজরুল ও মাইকেলের জীবন, শারীরিক গঠন, রচনার অন্তর্নিহিত সুর, বিদ্রোহী মনোভাব, আজীবন দুঃখ-দারিদ্রের কশাঘাত প্রভৃতি ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রয়েছে। এ "ত্রি-সূর্যের" আবির্ভাব প্রসঙ্গে লেখক বলেন, "এই তিনজন বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অনিবার্য ধারা। এঁদের একজন না জন্মালেই সে ধারার বিপর্যয় ঘটত, এবং এই ত্রি-সূর্যের যে-সব উপগ্রহ আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে 'শূণ্য স্থান পূরণ' করেছেন– তাঁরা যে ভাবে আলো দিয়েছেন, সেই ভাবে আলো দিতেন কিনা সন্দেহ। তাঁদের লেখার ধরন ও মনের গড়ন যেমন হয়েছে কখনো কি তেমন হ'ত যদি না জন্মাতেন এই তিনজন?"

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর মনে যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল, মধুসূদন ছিলেন সে ঐতিহাসিক উন্মাদনার অগ্রদূত। মধুসূদনের উন্মাদনা রবীন্দ্রনাথে এসে শান্ত, সমাহিতরূপ পরিগ্রহ করে। লেখকের ভাষায়, "বাঙালী হিন্দুর সে এক নব জাগরণ বা রেনেসাঁর যুগ—

Dhaka University Institutional Repository

শান্ত ধ্যান-গম্ভীর ভবিষ্যতের আশা-উজ্জ্বল যুগ। সেই রেনেসাঁর সন্তান রবীন্দ্রনাথ।" রবীন্দ্রনাথের একদিকে ইউরোপীয় সাহিত্য ও সভ্যতার বিচিত্র রূপ অন্যদিকে "হিন্দু সমাজের আধ্যাত্মিক জীবনবোধ ও আত্মোপলব্ধির সাধনা পরিণতি লাভ" করে। এরপর প্রথম মহাযুদ্ধ নিয়ে এলো মানবতার এক নতুন চেতনা ও নতুন বাণী। এ যুগেই এলেন নজরুল। যেখানেই সমাজের অন্যায়, অবিচার, জুলুম, পরাধীনতা- সেখানেই তাঁর বজ্রকঠোর বাণী ধ্বনিত হলো।

লেখক বলেন, রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন, নজরুল দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছেন কিন্তু নজরুল দেশের সঙ্গে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে দেশের মানুষকে ভালবেসেছেন। তাই হিন্দু-মুসলমান নিয়ে তাঁর রচনায় কোনো প্রভেদ থাকে নি। এ বিষয়টিকে লেখক যুক্তিযুক্ত উদাহরণের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি বলেছেন, "মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য।" লেখক বলেন, "যুগ-প্রতিনিধি হিসেবে তিনি রণ-তূর্য আর যুগাতীত হিসেবে তিনি 'বাঁশের বাঁশরী' বাজিয়েছেন। উভয় ভূমিকাতেই তিনি সার্থকভাবে অভিনয় করেছেন। তাঁর এই উভয় ধারার বহু রচনাতেই যুগ ও যুগাতীতের সংযোগ ঘটেছে।"

"নজরুল-ইকবাল-রবীন্দ্রনাথ" প্রবন্ধে লেখক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী বাংলাদেশ-পাকিস্তান-ভারতের তিন বিখ্যাত কবিকে, একে-অপরের পরিপূরকরূপে দেখিয়েছেন। প্রবন্ধের শুরুতেই লেখক বলেন, ইসলাম মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে সার্বজনীন ও সর্বকালীন করে, এজন্যই হিন্দু-ধর্মাবলম্বী রবীন্দ্রনাথকেও তারা সহজেই আপন ভাবতে পারে। বাংলা সাহিত্যের সৌরাধিপতি রবীন্দ্রযুগে নজরুল নিজেও একটি যুগ। নজরুলের বিশেষত্ব, অভিনবত্ব বিদ্রোহের প্রলয় নাচনে। রবীন্দ্র-কাব্যে দেশপ্রেম, মানবতার প্রতি সমবেদনা, সমাজের বিবিধ অত্যাচারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সবই আছে তবে তাঁর বিদ্রোহের রূপে নজরুলের মত ভয়াল, ভীষণতা নেই, আছে মৃদুতা। লেখক মনে করেন, রবীন্দ্র-সাহিত্য নজরুলের কবি মানসে যোগ করেছে বেগ ও আলোড়ন।

Dhaka University Institutional Repository

"আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা,
করি শত্রুর সাথে গলাগলি,
ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা।"

তখন লেখক একে রবীন্দ্রনাথেরই জন্মান্তর বলেন। তিনি "নজরুলের বারুদ-স্তূপে রবীন্দ্রনাথের অনুজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ সংযুক্ত হওয়াতেই দেশের মনে আগুন ধরেছিল" বলে মনে করেন।

লেখক নজরুল, রবীন্দ্র ও ইকবালের ভেতর অনেক ক্ষেত্রেই সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। প্রথমত, তিনজনই অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী। তাঁদের মধ্যে পার্থক্য শুধু আবেগের পরিমাণ ও প্রকারে।" নজরুল চান ক্ষুধার জোরে সুধার জগৎ জয় করতে, রবীন্দ্রনাথ শাসান বিধাতার রুদ্র-রোষ দেখিয়ে, ইকবাল জিব্রিলের বাণী উচ্চারণ করেন। এঁদের তিনজনের ভেতরই রুদ্রের আসনে বসে থাকেন গভীর ও সুন্দর। আপাতদৃষ্টিতে অনেকে মনে করেন নজরুলে 'গভীর ও সুন্দর' নেই, আছে কেবল বিদ্রোহ কিন্তু নজরুলের পরিণত অবস্থার কাব্যগুলো সে ভুল সহজেই ভাঙায়। অধ্যাত্মচিন্তার ক্ষেত্রেও এঁদের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এঁরা তিনজনই সৃষ্টিতে স্রষ্টাকে অনুভব করতে সচেষ্ট তবে এ সাধনায় পৃথিবীর প্রতি তাঁদের বৈরাগ্য নেই। উপসংহারে লেখক বলেন, "পাশ্চাত্যের কর্মবাদ ও প্রাচ্যের প্রেমবাদের সমন্বয় ঘটেছে এই তিনজন কবিতে। এই জন্য আধুনিকপন্থী জীবনের প্রতি তাঁদের আবেদন প্রাচ্যে এতোখানি সহজ-গ্রাহ্য হয়েছে।"

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে আজাদীর প্রকৃত অর্থ, স্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং পাকিস্তানের আজাদীতে নজরুলের অবদান কতটুকু "আমাদের আজাদী ও কবি নজরুল" প্রবন্ধে লেখক মীজানুর রহমান সে সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। আজাদী অর্থ স্বাধীনতা কিন্তু লেখক বলেন, ইসলাম মতে, "মুসলমান তথা মানুষ শুধু আল্লাহের দাস—অন্য কারো নহে।" ইসলামের আসল কলেমা "লা ইলাহা ইলাল্লাহ"— যার অর্থ আল্লাহ্ ছাড়া মা'বূদ নাই— আমরা এ অগ্নিবাণীর দীক্ষা ইসলাম থেকেই পেয়েছি। লেখক

Dhaka University Institutional Repository

মনে করেন, আল্লাহর এ গোলামী পার্থিব গোলামীর চেয়ে অনেক বেশী গৌরবের।

লেখক বলেন, নজরুল ইসলাম, ইসলামের এ আজাদী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আজীবন পাক-ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন। এ নজীর পৃথিবীর অন্য কোনো সাহিত্যে আছে কী না সে সম্পর্কে লেখক জানেন না। তাঁর এ বক্তব্যের সমর্থনে নজরুলের "অগ্রপথিক" থেকে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

জীবনের সবক্ষেত্রে জোর কদম চলবার নজিরবিহীন শক্তি ও সাহস নিয়ে নজরুল এগিয়ে যেতে বলেছেন। তিনি নিজেও ছিলেন সংগ্রামী, স্বদেশের মুক্তির আশ্বাসে তিনি ১৯১৭ সালে ৪৯ নং বাঙালী পল্টনে যোগ দেন। এরপর ১৯১৯ সালে করাচী থেকে ফিরে এসে বজ্রকঠোর কণ্ঠে ঘোষণা দেন: :

"বল বীর
বল উন্নত মম শির
... ...
আমি বিশ্ব তোরণে বৈজয়ন্তী,
মানব-বিজয় কেতন।"

সে চেতনাই পরবর্তীকালে রচিত কবিতা, গান ও প্রবন্ধের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এ ভাবে তিনি জাতীয় জাগরণ আনতে সচেষ্ট হন। প্রায় আট বছর যাবৎ তিনি দেশকে জাগাবার গভীর সাধনা করেন। নজরুলের ভাষায় : "এই আট বছর ধরে আমি দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষক-শ্রমিক তরুণদের সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি। লিখেছি, বলেছি, চারণের মত পথে পথে গান গেয়ে ফিরেছি। অর্থ আমার নেই কিন্তু সামর্থ যেটুকু আছে, তা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হইনি।" কবি পাশ্চাত্য কবি হুইটম্যানের মত দেশ ও জাতির মানবতার জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন।

এরপর কবির উদ্দামতা থেমে গেল। আবেগে শান্ত, স্নিগ্ধ ও পূর্ণতা এলো— এ শান্ত, সুন্দরের মহিমা প্রকাশ পেল তাঁর গানে। তিনি রোগগ্রস্ত হবার

Dhaka University Institutional Repository

অব্যবহিত আগে অধ্যাত্ম সাধনায় নিমজ্জিত হলেন। লেখকের বর্ণনায় "পার্থিব জীবনের হট্টগোলের মহারাজ, ভবঘুরে সম্রাট, সেরা বাউণ্ডেলে ও বিদ্রোহী নজরুল আত্ম-গোপন করলেন।" ১৯৪২ সালের আগস্ট মাসে কবি দুরারোগ্য শিরপীড়ায় আক্রান্ত হলেন। ১৯৩৫ সালে মুসলিম লীগ পুনর্গঠিত হলো জিন্নার নেতৃত্বে। ১৯৪০-এ পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হলো। ফলে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক কোন্দল-কলহে নজরুলের সাধনার "হিন্দু-মুসলমান মিলন-তরী" ডুবে গেল। লেখক মনে করেন, পাকিস্তান প্রস্তাব পাশের ফলে "জীবন্মৃত মুসলিম লীগের মরা গাঙে আস্‌লো নতুন জীবনের সয়লাব—উন্মাদনা"। এ সময় নজরুল অধ্যাত্ম সাধনায়, সুন্দরের ধ্যানে সমাধিমগ্ন কিন্তু লেখক তুলে ধরেন, সমাধির এ অতল গহ্বর থেকেও নজরুল জানালেন —

> "কোথা সে আজাদ? কোথা সে পূর্ণ মুক্ত মুসলমান?
> আল্লাহ্ ছাড়া করে না কারেও ভয়, কোথা সেই প্রাণ?"

এ কবিতাংশে নজরুল নির্ভীক মুসলমানের প্রাণের আবির্ভাব চেয়েছেন। তবে কাব্যাংশটুকু পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কী না সে বিষয়ে মতদ্বৈত রয়েছে।

"নজরুলের আগে ও পরে" নামের সুদীর্ঘ প্রবন্ধটিতে নজরুলের আবির্ভাবের আগে এবং নজরুল-পরবর্তীকালে পাক-ভারতের মুসলমানদের সাহিত্যিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইসলামের অবস্থানকে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী তুলনামূলকভাবে দেখিয়েছেন।

প্রবন্ধের শুরুতে নজরুল-মানসে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব তৈরীতে পারিবারিক আবহ এবং লেটোর দলের প্রভাবের কথা লেখক বলেন। নজরুলের কাব্য সাধনায় হিন্দু-ঐতিহ্য, হিন্দু-ভাবধারা এবং চিন্তা-ধারণার প্রভাবের কারণ হিসেবে তিনি তাঁর প্রথম জীবনের সংস্কৃতি-চর্চাকে চিহ্নিত করেছেন। পরবর্তীকালে সৈনিক জীবনাবসানে কলকাতায় হিন্দু কবি ও সাহিত্যিকদের সাহচর্য ও বন্ধুত্ব, বৈবাহিক আত্মীয়তার সূত্রে হিন্দু মহল্লায় বসবাস প্রভৃতি বিষয়কে উল্লেখ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

লেখক প্রবন্ধটিতে দেখিয়েছেন, নজরুলের পূর্ববর্তী একশো বা পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে মুসলমানদের অবস্থান ছিল দুর্বিষহ। লেখকের ভাষায়, "এক কথায় মুসলিমদের মুসলিম সত্তা সব হারিয়ে নিঃস্বের বেশে মানব-সভার এক কোণে পড়ে ছিল– হয়তো বা পরিপূর্ণ মৃত্যুর প্রতীক্ষায়।" সে সময় উর্দু কবি হালীর জাগরণী-গান, কবি ইকবালের ইসলামী জোশ, সৈয়দ আহমদের আলীগড় আন্দোলন, ১৯১২ সালে ইসলামী রাজশক্তির পতন তেমনভাবে সাড়া জাগাতে পারে নি কারণ "তাঁরা বাংলা তরজমা ও বাংলার নিজস্ব আন্দোলনের ভেতর দিয়ে ব্যাপকভাবে বংগভাষী মুসলিমের জীবন-মনকে" আকৃষ্ট করতে পারে নি। এরপর নজরুল এলেন সর্বত্র "প্রাণকে জাগাবার" মন্ত্র নিয়ে। কবির অসাম্প্রদায়িক বা আন্তর্জাতিক মানবতাবোধ, দেশ, সমাজ ও মানুষের ওপর অত্যাচারে তাঁর বজ্রকঠোর কণ্ঠ, এ সবেরই উৎসভূমি ইসলাম বলে তিনি উল্লেখ করেন। তারই ব্যাখ্যায় ইসলাম মানবীয় ব্যাখ্যা পেল। সব কিছু মিলিয়ে লেখক মনে করেন "অতিরঞ্জন না ক'রেই বলা যায় যে, বাঙালী মুসলিমের আসল ঋণ নজরুল ইসলামের কাছে যত ও যেমন, ততখানি ও তেমনটা আর কারুর কাছেই নয়। চার-পাঁচ কোটি মুসলিমের প্রাণদাতা যিনি, দুনিয়ার সমস্ত মুসলিমেরই তিনি অতি আপনার জন, কোরআনিক দৃষ্টি-ভংগি অবলম্বন করলে এ কথা বারংবার ঘোষণার যোগ্য হয়ে দাঁড়ায় না কি?" এজন্য তিনি বলেন, "পড়ো : সাল্লাল্লাহে আলায়হিস্ সালাম। আত্মার উৎসমূল থেকে যে দিন আমাদের রসনায় উদ্গত হবে, কবি নজরুল ইসলামের সাধনা সেই দিনই আমাদের জন্য সার্থক হবে।"

মানষের হৃদয়বৃত্তিগুলো শাশ্বত তাই এরা অজর, অমর, চির নতুন ও চির মধুর। এ শাশ্বত, মধুরকে নজরুল তাঁর কাব্যে অত্যন্ত সার্থকভাবে রূপ দিয়েছেন। অধ্যাপক আবুল ফজল "নজরুল কাব্যে প্রেম" প্রবন্ধটিতে এ বিষয়েই আলোকপাত করেছেন। তিনি মনে করেন, দুঃখ-বেদনার কবি নজরুল, তাঁর হৃদয়-বেদনার সঙ্গে স্বদেশের (বাংলাদেশের) প্রকৃতিকে একাত্ম করে দিয়েছেন তাই "তাঁর প্রেম-বিরহের সংগীতের ছন্দ ও ভাষা হয়েছে চোখের জলে সিক্ত ও পুষ্প-কোমল"। তাঁর এ সিক্ত, কোমলতাই মানুষের মর্মকে স্পর্শ করেছে। নজরুলের বিদ্রোহ, নজরুলের দেশপ্রেম,

Dhaka University Institutional Repository

নজরুলের সাহিত্য সবক্ষেত্রেই তিনি সবল মানুষ বা মনুষ্যত্বের জয়গান গেয়েছেন। প্রেমেও এর ব্যত্যয় ঘটে নি। লেখক বলেন, "তার প্রেমও সবল মানুষের প্রেম। তাঁর প্রেমে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ আছে কিন্তু ন্যাকামি নেই। মান, অভিমান, রাগ, দ্বেষ কিছুই তার প্রেম থেকে বাদ পড়ে নি; কিন্তু এ সবকেই রূপ দিয়েছেন তিনি সবল মানুষের মতোই।" নজরুলের প্রেমের কবিতাগুলো অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সের রচনা। এতে গভীরতর আত্মজিজ্ঞাসা ও সুস্থির প্রেমের সুস্নিগ্ধ স্পর্শের সৌন্দর্য নেই। লেখক বলেন, কবিতাগুলো রচনার অনেক পরে তাঁর অসংখ্য গানে প্রেমের সুস্নিগ্ধ ও মধুর স্পর্শ মহিমা-লাভ করে। তিনি আরো বলেন, "এই সব গান শুধু পড়ে গেলেও যাকে বলা হয় 'কাব্য-সুধা-রস' — জোর করে বলতে পারি তার অনির্বচনীয় আনন্দ থেকে কোন পাঠকই বঞ্চিত হবে না।" সব শিল্পের মূলেই রয়েছে প্রেমের প্রেরণা। নারী-প্রেমই এর উৎসভূমি।

যুগ ও জাতির সমস্যায় সচেতন হয়ে কবি নজরুল বাংলা কাব্য-সাহিত্যে যে নতুন ধারার সূত্রপাত করেন, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই "নজরুল সাহিত্যে নতুন ধারা" প্রবন্ধে সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কবি-সাহিত্যিক দেশের সচেতন ব্যক্তিত্ব; যুগ, জাতির সমস্যায় তাঁরাই আলোড়িত হন বেশী। জাতীয় জীবনের দুর্দিনে তাঁরাই কাণ্ডারীর ভূমিকা নেন। লেখক এ প্রসঙ্গে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার বুদ্ধিজীবীদের সচেতন প্রয়াসে মহাবিপ্লব সাধনের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, জাতীয় জীবনের নানা সমস্যা ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নজরুলের কবি-মানস গড়ে ওঠে। বঙ্গভঙ্গ, বঙ্গভঙ্গ রদ, খেলাফত আন্দোলন– রাজনৈতিক এ সমস্যাগুলো নজরুলের স্পর্শকাতর প্রাণে আলোড়ন তোলে। তিনি কখনো সৈনিক, কখনো বিদ্রোহী, কখনো জাতির অগ্রনায়ক, কখনো পথ-প্রদর্শকরূপে সংগ্রামে জড়িয়ে পড়েন। নজরুল মনে করেন সংগ্রামে জয়ী হতে হলে জনশক্তি ও আর্থিক সুবিধা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তাই হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাকে সাম্যের গানে এক সুরে বেঁধে মহা-বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। মাটির সুষ্ঠু চাষ ও সুষ্ঠু বণ্টনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করতে হবে। লেখক বলেন, মুসলিম জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য নজরুলের হাতেই জীবন্ত রূপ পায়। এ ক্ষেত্রেও তিনি নবযুগের প্রবর্তক।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি আরো বলেন, "যুগ ও জাতির সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে বাংলা কাব্য সাহিত্যের নূতন ধারার সূত্রপাত করেন নজরুল। তাঁর পরবর্তী কয় বছরের বাংলা সাহিত্যের খতিয়ান নিলেই মনে হবে যে, সেই পথ ধরেই বাংলা কাব্য-সাহিত্য এগুচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও এগুবে।"

সৈয়দ আলী আশরাফ "নজরুল-কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ" প্রবন্ধে বাংলা-সাহিত্যে নজরুলের আরবী-ফারসী শব্দ-প্রয়োগের কৌশলকে তুলে ধরেছেন। আধুনিক বাংলা-কাব্যে বিশেষ মুসলমানী পরিবেশ-সৃষ্টির জন্য নজরুলের অব্যবহিত আগে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোহিতলাল মজুমদার আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেন তবে নজরুল-কাব্যে প্রথম ব্যাপকভাবে এর ব্যবহার শুরু হয়। প্রবন্ধটিতে লেখক উল্লেখ করেছেন, প্রথম জীবনের রচনায় "ভাষা ও ভাবধারায় হিন্দু প্রভাবই প্রবল" ছিল। তিনি উদাহরণস্বরূপ 'পূজারিণী' ও 'বিদ্রোহী' কবিতার প্রসঙ্গ আনেন। তিনি বলেছেন, পূজারিণীতে মাত্র দুটি আরবী-ফারসী শব্দ এসেছে। যথা : আরাম ও বে-দরদী। তবে 'আরাম' বাংলা ভাষায় এত প্রচলিত যে এর উৎসস্থল অন্য ভাষায় রয়েছে বলে বোধ হয় না। বিদ্রোহীতেও তিনি নটি আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন অথচ হিন্দু উপকথা থেকে উপমা এসেছে ত্রিশটি। এটিকে লেখক নজরুলের হিন্দু উপকথার পরিবেশে স্বচ্ছন্দ বিহারের ফল বলেছেন। তিনি লিখেছেন, নজরুলের শেষজীবনের কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের প্রকাশ ঘটেছে বেশী। এ ঐতিহ্য নজরুল-কাব্যে স্থান পেয়েছে দু-ভাবে, দু-জায়গায়। প্রথমত, মুসলিম-জীবনের ঘটনা-বর্ণনে অথবা মুসলিম ইতিবৃত্ত থেকে রূপাঙ্কনে পরিবেশ সৃজনের জন্য যথেষ্ট আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন। দ্বিতীয়ত, মুসলিমদের ঘরে ঘরে যেসব শব্দ প্রচলিত অথচ হিন্দু সমাজে অপ্রচলিত— এমন অনেক শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন স্বাভাবিক যে কোনো অনুভূতি প্রকাশের জন্য, যেমন- 'পানি', 'তুফান', 'দরদী', 'জবেহ', 'আতশী', 'সেরেফ্' প্রভৃতি।

প্রথম শ্রেণীর শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেখক নজরুলের 'ঈদ মোবারক', 'আয় বেহেশতে কে যাবি আয়', 'নও-রোজ', 'চিরঞ্জীব', 'জগলুল', 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দাহাম', 'মহর্‌রম' প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

'আয় বেহেশতে কে যাবি আয়' কবিতায় ব্যবহৃত 'বুঢ্ঢা পীর' শব্দটির ব্যবহার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'বুঢ্ঢা পীর' কথাটি মুসলমান মানসে যে ভাবের ঢেউ খেলে 'বুড়ো পুরোহিত' কথাটি তেমন নয়। কারণ মুসলমানদের বিশ্বাস পীরের হাত ধরে তারা বেহেশ্‌তে যাবে। মুসলিম জীবনের এ বিশ্বাসকে অর্থাৎ ইসলামী পরিবেশকে তুলে ধরতে নজরুল তাই 'পীর' ফারসী শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

'পাপ' কবিতায় 'পাপ মুলুকে' না বলে 'পাপ জগত' বলতে পারতেন কিন্তু লেখক বলেন, 'মুলুকে' শব্দটি দিয়ে যে ঘৃণার ভাব প্রকাশ পায়, তা সম্ভব হতো না। তিনি মনে করেন, 'পাপ মুলুকে' বলার সঙ্গে সঙ্গেই 'মগের মুলুকের' কথা মনে আসে এবং 'মগের মুলুকের' বিশৃঙ্খলার সাথে এ 'পাপ মুলুকের' বিশৃঙ্খলার সামঞ্জস্য রয়েছে। এছাড়া কল্পলোক ও অবস্থানুযায়ী অনুভূতি-সঞ্চারের জন্য তিনি আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন। নজরুল অনেক অপ্রচলিত ফারসী ও উর্দু শব্দ থেকে কতগুলো নতুন শব্দ আমদানী করেছেন। যেমন- "মম প্রাণের পেয়ালা হর্দ্দম হ্যায় হর্দ্দম ভরপূর মদ" এ অংশে 'হ্যায়" শব্দটি উর্দু ক্রিয়াপদ, তাই বাংলায় এ শব্দটি চলবে না। কিন্তু নজরুল তাকে ব্যবহারের যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন অনুভূতির বৈশিষ্ট্যে। যদি বলি "হর্দ্দম আছে হর্দ্দম ভরপূর মদ"— তবে তাতে কথার মত্ততা ম্লান হয়ে যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে নজরুল বাংলা শব্দের ব্যবহার না করে ব্যবহার করেছেন স্বল্প পরিচিত আরবী-ফারসী শব্দ। লেখক উদাহরণ হিসেবে কবির 'চাঁদনি রাতে' ও 'মানুষ' কবিতার উল্লেখ করেছেন এ রীতির জন্য।

লেখক বলেন নজরুলের কৃতিত্ব হচ্ছে, সংস্কৃত-জাত শব্দের সঙ্গে আরবী-ফারসী শব্দের সহজ ব্যবহারে। এক্ষেত্রে তিনি সফল হয়েছেন দু এক জায়গা ছাড়া। তাঁর এ কৃতিত্বের কারণ হিসেবে লেখক দুটি বিষয়ের উল্লেখ করেন (ক) সংস্কৃতজাত শব্দের সঙ্গীতের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার (খ) ছন্দ ও অনুভূতির তীব্রতায় ভাষার বৈষম্য ঢেকে যায়। যেমন :

"গাহি তাহাদের গান—
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।
শ্রম-কিনাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দ্দয় মুঠি-তলে
ত্রস্তা ধরণী নজরানা দেয় ডালি ভরে ফুলে ফলে।"

Dhaka University Institutional Repository

এখানে ছন্দে বেগ ও আবেগ সঞ্চারের জন্য কবি মাত্রাবৃত্ত-ছন্দ ব্যবহার করেছেন। এতদ্ব্যতীত মুসলিম সমাজে প্রচলিত আরবী-ফারসী শব্দ নজরুল এত ব্যবহার করেছেন, লেখকের ভাষায়– "যা নজরুলের পূর্বে কেউ ব্যবহার করেন নি, নজরুলের পরেও আজ পর্যন্ত তার সার্থক ব্যবহার হয় নি।" উপসংহারে লেখক বলেন, নজরুল হিন্দু-মুসলিম

> "উভয় সমাজের ঐতিহ্যবাহী শব্দ একত্র ব্যবহার করতে সক্ষম হননি। দুই সমাজের ভাবধারা ও ঐতিহ্য মূলতঃ কখনও মিলিত হয়নি গঙ্গা যমুনার ধারার মতো। ফলে যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে মিলন লক্ষ করি, উপমা ও ঐতিহ্যবাহী শব্দে সে মিলন সম্ভব নয়। তাছাড়া আমরা এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করে থাকি যা হিন্দু সমাজে অপ্রচলিত। যেমন- 'পানি', 'তশতরি', 'শিরনি', 'ফিরনি', 'খাঞ্চা', 'বিবি', 'বাঁদী', 'গোলাম', 'তশরিফ'। এগুলো মুসলিম-পরিবেশ রচনা করতে পারে, কিন্তু হিন্দু-পরিবেশ রচনা করবে না। যেখানে যেই পরিবেশ রচনার প্রয়োজন নেই সেখানে এসব শব্দ ব্যবহার অহেতুক। কিন্তু পরিবেশের খাতিরে ও মুসলিম-মানসের সংগে সংযোগের জন্য আররী-ফারসীবহুল বাংলা ভাষা ব্যবহার করা সংগত। নজরুল-কাব্য থেকে আমরা সেই কথারই সাক্ষ্য পেয়ে থাকি।"

নজরুলের রচনায় ইসলামী ভাবধারা কোন দৃষ্টিতে, কী আদর্শে রূপ পেয়েছে "নজরুল কাব্যে ইসলামী ভাবধারা" প্রবন্ধে ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন সে নিয়ে আলোকপাত করেছেন।

লেখক মনে করেন, কবিতার মূল্যায়ন কোনো জাতীয়, ধর্মীয় বা সামাজিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে করা ঠিক নয় কারণ লেখকের বা পাঠকের মন যদি বিশেষ সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে ঘুরপাক খেতে আরম্ভ করে, তাহলে সে রচনা কাব্য-রস সৃষ্টিতে ব্যর্থ হবেই। তিনি বলেন, "নজরুল ইসলাম কাব্য-রস ক্ষুণ্ন না ক'রেও মানবীয় ভাবধারার যে বিশেষ অংশকে সচরাচর ইসলামী ভাবধারা বলে থাকি, তার বলিষ্ঠ অথচ সুন্দর পরিচয় দিতে পেরেছেন।"

লেখক নজরুল কাব্যে ইসলামী ভাবধারা প্রসঙ্গে প্রথমেই তাঁর শব্দচয়নের কৃতিত্বের কথা বলেন। তিনি বাংলার পাশাপাশি আরবী-ফারসী-উর্দু শব্দ ব্যবহার করে ইসলামী ভাব ফুটিয়ে তুলতে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। লেখক বলেন, "ভাব-ই বিশেষ ভাবে ইসলামী হ'তে পারে শব্দকে ইসলামী বা অন-ইসলামী বলা বড় জোর আংশিক সত্য।" যেমন-

> নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া
> "আম্মা! লা'ল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া"!
> কাঁদে কোন্ ক্রন্দসী কারবালা ফোরাতে,
> সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও ছোরাতে।
>
> (অগ্নিবীণা)

এখানে নজরুল কয়েকটি আরবী-ফারসী শব্দ (সিয়া, আসমান, লা'ল, দুনিয়া, আম্মা, তেরি, খুন, খুনিয়া, কারবালা, ফোরাত, আঁসু) ব্যবহার করে কারবালা প্রান্তরের করুণ-চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। কবির অনুপম কাব্য-সৌন্দর্যে রক্ত-স্নাত কারবালাতে সীমারের ছোরার আঘাতে ফাতেমা-নন্দন হুসায়েনের নৃশংস খুনের চিত্র ফুটে ওঠেছে। লেখক মনে করেন, 'মহররম' কবিতার উপরিউক্ত উদাহরণটি শুধু ইসলামী ভাব বা পরিবেশ সৃষ্টি করে নি বরং এর আবেদন সার্বজনীন। এর মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সব দেশের অন্যায়-অত্যাচারের রিরুদ্ধে ন্যায়ের সংগ্রাম-চিত্র ফুটে ওঠেছে। কবির ব্যক্তি উদ্দেশ্যে রচিত কবিতাগুলোরও ('কামাল পাশা', 'আনোয়ার', 'চিরঞ্জীব', 'জগলুল', 'আমানুল্লাহ্', 'উমর ফারুক') একটি সার্বজনীন আবেদন আছে। দুনিয়ার "যে কোন স্বাধীনতা-প্রিয় অত্যাচার-প্রতিরোধকামী সংস্কার-মুক্ত সজ্জনের" চিত্র কবিতাগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে। লেখক বলেন, লেখার উপকরণ লেখক যেখান থেকেই নিন বা যে পাত্রেই পরিবেশন করুন, প্রকৃত কাব্য তখনই সৃষ্টি হবে যখন স্রষ্টা তাকে প্রাণবন্ত করতে পারবেন। তাছাড়া "ইসলাম একটা মহান জীবন্ত আদর্শ, কোন দেশে বা সম্প্রদায় বিশেষে আবদ্ধ নয়।" এতে "লোক-হিত, মানব প্রেম, নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা, সমদর্শিতা এবং ন্যায়ের জন্য সংগ্রামে জান-মাল কোরবানী করবার মতো সাহসের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে।" তবে তিনি মনে করেন,

> "ইসলামিক কালচারের মর্মকথা কি, আর কেমন করে তা কাব্য ও সাহিত্যে পরিবেশন করতে হয়, কবি নজরুলের রচনায় তার একটা উন্নত আদর্শ পাওয়া যায়। বর্তমানে ইসলামী সাহিত্যের বা ইসলামী কবিতার নাম দিয়ে কেউ কেউ এমন প্রপাগাণ্ডামূলক রচনা ছাপছেন, যা রসাস্রিত না হওয়ায় সাহিত্য বা কাব্য নামে পরিচিত হতে পারে না।"

Dhaka University Institutional Repository

লেখক তাই আন্তরিকভাবে চেয়েছেন, "কৃতী সাহিত্যিক ও কবিগণ নজরুলের ধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে এই ধারাকে আরও বলিষ্ঠ ক'রে তুলতে চেষ্টা করবেন।"

নজরুল সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণায় প্রেম, বিরহে প্রেম এবং বিদ্রোহেও প্রেম। এ প্রেমিক কবির বিচিত্রধর্মী কবিতা নিয়ে সৈয়দ আলী আশরাফ "নজরুলের প্রেমের কবিতা" শীর্ষক প্রবন্ধটি রচনা করেছেন। নজরুলের জীবনের প্রেম ভাবনাকে তিন পর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে বা জীবনে তিনি ব্যক্তি বিশেষের রূপ ও ভালবাসার মধ্যে আত্মসমর্পণ করে তৃপ্তি পেতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় পর্বে বা মধ্য বয়সে তিনি নব নব প্রেমিকার মধ্যে তাঁর অনামিকা প্রিয়াকে খুঁজেছেন। লেখক বলেন, "এ প্রেম পরিণত বয়সের বেদনা দুঃখ সহ্য করতে সক্ষম নয়, এ প্রেম বাস্তব জগতের ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতরে জেগে থাকা, অব্যর্থ ধ্রুব-তারার মতো এক-লক্ষ্য কম্পাস কাঁটার মতো প্রেম নয়। এ প্রেমে মত্ত হয়ে স্বপ্ন রচা চলে, কিন্তু জীবন যাপন করা চলে না।" তৃতীয় পর্বে অর্থাৎ নজরুল জীবনে শেষের দিকে সে প্রেম বাস্তব জীবনে বন্দী থাকেনি। "মানুষকে ছাড়িয়ে অনন্ত প্রেমিকার সন্ধানে তার দুরন্ত বোরবাক ছুটে চলেছে।" নজরুলের প্রেম রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতার কাছে প্রেম নিবেদনের মত দার্শনিক তত্ত্বহুল প্রেমের কাব্যে পরিণত হয় নি। বরং নজরুলের প্রেমিকা রক্তমাংসের গড়া সজীব মানুষ, হাসি-কান্নায় আন্দোলিত মানুষ। কবি প্রিয়া-বিরহে তাই "দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, তাঁর চোখ দিয়ে পানির নহর বয়ে যায়, তিনি শীর্ণ শুষ্ক হয়ে ওঠেন।" প্রেয়সীর নিষ্ঠুরতা, ব্যথা, কবি-প্রাণে অস্থিরতা আনে। তিনি বিক্ষুব্ধ হন আবার প্রেয়সীকে ব্যথিত দেখে খুশী হন। এ পর্বে মানবীয় প্রেমের যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে। তৃতীয় পর্বের উদাহরণে বলা যায়—

"কার অনুরাগ নাহি পেয়ে তুমি লাল হয়ে ওঠ রাগে?
প্রভাত সূর্যে, সৃষ্টিতে সেই রাগের বহ্নি জাগে।
কাহার বিরহ জ্বালায়, জ্বালাও বিশ্ব, পরম স্বামী?
সে কি আমি? সে কি আমি?
(সে যে আমি-নতুন চাঁদ)

এখানে লেখক কবির এ ভাবধারার সঙ্গে ইকবাল ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাব লক্ষ করেছেন। তবে লেখক বলেন, "নজরুলের ভাবধারায় পাশ্চাত্যের চাইতে প্রাচ্যের হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের ও সুফী মতবাদের প্রভাবই বেশী লক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

করার বস্তু। তবে এক্ষেত্রে ইকবালের প্রভাবও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।" ইকবালের অনুভূতির মূলে "আমিত্বকে বড় করে তোলার যে আদর্শ তাঁর কাব্য ও দর্শনে রয়েছে, লেখক বলেন সে-ই 'আমিত্ব'ই নজরুলকে বিস্মিত, সচকিত ও শক্তিমন্ত করেছে। এই আমিত্ব শেষে বড় হয়ে উঠেছে স্রষ্টার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক নির্ণয় কালে।" অর্থাৎ "প্রণয় বক্তি বিশেষের গণ্ডী এবং কামনা-বাসনার গণ্ডী ছাড়িয়ে যখন পরম সুন্দরের প্রতি আকর্ষণরূপে অভিব্যক্ত তখন আমিত্ব যেমন বিসর্জন দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগল তেমনি জাগল নিজের প্রতি অসীম আত্মার প্রেম সম্বন্ধে সচেতনতা।"

নজরুল ইসলামের বংশানুক্রমে রয়েছে অধ্যাত্ম-সাধনার ঐতিহ্য। ছেলেবেলা থেকেই তিনি এ পরিবেশে বেড়ে ওঠেন। ইব্রাহীম খাঁ "নজরুল ইসলামে অধ্যাত্ম-ধারা" প্রবন্ধে সে ধারারই কিছু পরিচয় তুলে ধরেছেন। দশ বছর বয়স থেকেই নজরুল "হাজী পাহ্‌লোয়ানের মাজারে খাদেমগিরি ও ঐ মসজিদে ইমামতী করতে থাকেন।" এ সময় কবির অধ্যাত্ম-জীবনের উন্মেষ ঘটে বলে লেখক উল্লেখ করেন। এরপর লেটোর দলের " বাঁধনহীন সঙ্গীতময়ী জীবন"—এর অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে মেসোপটেমিয়ার সৈনিক শিবিরে থাকাকালে কবি আরবদের আত্মার স্বাধীনতা-মুক্তির জন্য বিখ্যাত "শাতিল আরব" কবিতাটি লেখেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে "কবিতায়, গানে, গজলে, প্রবন্ধে, বক্তৃতায়" নতুন প্রাণের জোয়ারে ভাসিয়ে দিলেন। লেখক বলেন এ সবের পশ্চাতে তাঁর অধ্যাত্ম প্রেরণাই লুকিয়ে ছিল- "কেবল মাঝে মাঝে তা বিজলীর মতো চমকে দিয়ে যায়।"

"ওগো কাজী খামখা নীয়স তত্ত্ব কথা কও কাকে?
ভাঙতে পারে প্রিয়ার ঈষৎ চাওয়া লাখো ও যাকে।"

কবির ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে তাঁর অধ্যাত্ম-চিন্তার প্রকাশ মেলে। ১৯২৫ সালে লেখকের চিঠির জবাবে কবি লিখেছিলেন, "আমি খুঁজে ফিরছি নিরাশ হতাশ্বাসে সেই নিশ্চিন্ত শান্তি— যার ধ্যানালোকে বসে আমি তপস্যা প্রোজ্জ্বল নেত্রে আমার অবহেলিত আমাকে খুঁজে দেখবার অবকাশ পাব।" নজরুল

ইসলামের কাব্য-জীবনের শেষ দিকে তিনি পরম সুন্দরের সাধনায় সমাহিত হন গভীরভাবে। ১৯৪১ সালে ১৬ই মার্চ বনগ্রামের এক সাহিত্য সম্মেলনে কবির অভিভাষণে এ সুরেরই অনুরণন ঘটে।

> "আমি কখন যে গভীর সমাধির অতল গহ্বরে গিয়ে প্রবেশ করলাম, তা আজও স্মরণাতীত।*** ঐ সমাধির মাঝে শুনতাম, অনন্ত প্রকাশ-জগত যেন আমায় ঘিরে কাঁদছে, "ফিরে আয়, ফিরে আয়!" কেন যেন মনে হ'ত, এ নিথর নির্বিকার শান্তির পথ আমার নয়। সমাধির তৃষ্ণা যখন মিটল, পরম একাকীর পরম শূন্য সেদিন যেন আমার সাথীহীন একাকীত্বের বেদনায় কেঁদে উঠল। সেই রোদনের অসীম প্রবাহ-কূলে দেখা পেলাম আমার চির-চাওয়া পরম সুন্দরের। *** যদি তাঁর অনন্ত শ্রীর একটি রূপ-রেণুকেও আমার কাজে, গানে, সুরে আজ রূপ দিয়ে যেতে পারি, তাহলে আমি ধন্য হব— পৃথিবীতে আসা আমার সার্থক হবে।*** আজ আমার সকল সাধনা, তপস্যা, কামনা, বাসনা, চাওয়া, পাওয়া, জীবন-মরণ, তার পায়ে অঞ্জলি দিয়ে আমি আমিত্বের বোঝা বওয়ার দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়েছি। *** আমার পরম মধুময় অস্তিত্বের প্রেম শক্তিতে আত্মসমর্পণ করে আমি বেঁচে গেছি, আমার অনন্ত জীবনকে ফিরে পেয়েছি।"

কবি দেশ ও সমাজের কল্যাণ-সাধনের জন্য এ সাধন-পথে পা দিয়েছিলেন। কবির ভাষায়— "তাই এবার সাগরের পানে চলেছি—দেখি মেঘ হয়ে ফিরে এসে ঢল হয়ে ঝরে পড়ে এ-কে সুজলা-সুফলা করতে পারি কি না।" কবি চেয়েছিলেন অধ্যাত্মলোক থেকে অমৃতের ভাণ্ড এনে তাঁর মৃত ভাইদের দেহে নব প্রাণ সঞ্চার করতে। কিন্তু তাঁর ধ্যান আর ভাঙেনি। তাঁর ধ্যান ভাঙছেনা দেখে লেখক প্রবন্ধের শেষাংশে তাই রেখেছেন এক মর্মভেদী জিজ্ঞাসা। "আমাদের কবি কি তাঁর পরম প্রিয় পরম সুন্দরের রূপে মুগ্ধ হয়ে আমাদের কথা ভুলে গেলেন? না, তাঁর আঁচল এখনও ভরে নাই, তাঁর অমৃত ভাণ্ড এখনো পূর্ণ হয় নাই, ব'লে তিনি ফিরতে দেরী করছেন?"

"নজরুলের গল্প" প্রবন্ধটি রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা থেকে প্রচারিত হয়। আবদুল কাদির এ প্রবন্ধে নজরুল রচিত নটি গল্পের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। নজরুলের যে গল্পগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে, গল্পের পাত্র-পাত্রী সকলেই মুসলিম এবং মুসলিম সামাজিক ও পারিবারিক আবহে

Dhaka University Institutional Repository

গল্পগুলো রচিত হয়েছে। "বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী", "রিক্তের বেদন" প্রভৃতি গল্পে সৈনিক নজরুলের আত্মজীবনীর আভাস পাওয়া যায়। "রিক্তের বেদন", "ব্যথার দান" গল্প দুটোতে আবেগ-প্রবণতা বিশেষ করে "তরুণ প্রেমের উদ্ভ্রান্ত উচ্ছ্বাস ও বিরহী চিত্তের ব্যাকুল ক্রন্দন এগুলোকে করেছে রসমধুর ও হৃদয়গ্রাহী"। এ গল্প দুটো থেকে নজরুল যে পরবর্তীকালে বিখ্যাত সুরস্রষ্টা হবেন তার পূর্বাভাস মেলে। "অতৃপ্ত কামনা", "ঘুমের ঘোরে", "মেহের নিগার", "স্বামী হারা", "শিউলী মালা" প্রভৃতি গল্পে মানবীয় হৃদয়বৃত্তিজাত আবেগ, অনুভূতি, দুঃখ বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী গল্প হচ্ছে "রাক্ষুসী"। স্বামীর অন্যায়ের প্রতিবাদে স্বামীকে হত্যা। গল্পের নায়িকা বিন্দির এ পদক্ষেপ নামকরণের সঙ্গে যথার্থ হয়েছে। লেখক "শিউলী মালা" গল্পের তৃতীয় গল্প "অগ্নিগিরি"-কে নজরুলের শ্রেষ্ঠ গল্প বলেছেন। তিনি বলেন, "এ গল্পটির আরম্ভ হাসির দীপ্তিতে আর সমাপ্তি অশ্রুর কুয়াশায়।" কৈশোরে নজরুল ময়মনসিংহের দরিরামপুর গ্রামে কিছুদিন পড়ালেখা করেন। গল্পগুলোতে "তাঁর তৎকালীন জীবনের যৎকিঞ্চিত ছায়া" আছে বলে লেখক প্রবন্ধটিতে উল্লেখ করেন।

অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন "নজরুল সাহিত্যে আরবী-ফার্সী শব্দ" প্রবন্ধে নজরুল ইসলামের "অগ্নিবীণা", "রুবাইয়াত-ই-হাফিজ", "চিত্তনামা", "চন্দ্রবিন্দু" গ্রন্থগুলোর আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারের একটি তালিকা দিয়েছেন। তিনি বলেন, বহু পূর্ব থেকেই বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে। হিন্দু লেখকবর্গও তাদের লেখায় "বিস্তর আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন।" এক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দেন। লেখক এক সময় রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত আরবী-ফারসী শব্দের একটি তালিকা প্রণয়নের চেষ্টা করেছিলেন। এবং "বিশ্বভারতী" পত্রিকার এক সংখ্যায় এ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ ছেপেছিলেন। অন্যদিকে মুসলমানদের রচিত পুঁথি সাহিত্যেও বিস্তর আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ সম্পর্কে ব্যাপক কোনো কাজ হয় নি। সর্বপ্রথম অস্ট্রিয়ার পাদ্রী William Goldsack "Mussalmani Bengali English Dictionary" নামে পুঁথি সাহিত্যে ব্যবহৃত আরবী-ফারসী শব্দের একটি অভিধান তৈরী করেন। কলকাতা থেকে বইটি প্রকাশিত ও মুদ্রিত হয়েছিল। অভিধানটিতে Goldsack প্রত্যেক মূল (আরবী, ফারসী, তুর্কী এবং উর্দু) শব্দের

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ করেন। নজরুল ইসলামের প্রথম দিকের আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার তেমন উল্লেখযোগ্য নয় তবে তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'শাতিল আরবে' প্রভূত আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

নজরুল ইসলামের বাইশটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছে। লেখক বলেন, তাঁর কিছু কিছু কবিতা এখনও অসংগৃহীত ও অপ্রকাশিত রয়েছে। "বিশেষ করে তিনি ব্যক্তি-বিশেষের নামে আশীর্বাদের চিহ্ন-স্বরূপ যে সকল কবিতা লিখেছিলেন তা এখনও অধিকাংশ লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়েছে। এখানে সেখানে মাঝে মাঝে এই ধরণের কবিতা ছাপা হতে দেখেছি। সেগুলো এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি।" তিনি মনে করেন, নজরুল ইসলামের কবিতাগুলোর একটি Concordance বা বর্ণনাক্রমিক সূচী থাকা আশু প্রয়োজন। যেমনটি কোরান শরীফের অভিধান এবং বাইবেলে থাকে। তিনি নজরুলের অন্যান্য বইয়ে ব্যবহৃত আরবী-ফারসী শব্দের তালিকা প্রকাশের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ সংখ্যায় তিনি তালিকার পৃষ্ঠা-সংখ্যা দেন নি এবং কোন্ সংস্করণ ব্যবহার করেছেন তা উল্লেখ করতে পারেন নি। তিনি মনে করেন, বিষয়ানুযায়ী শব্দগুলোর বিভাগ করতে পেলে জীবন ও জগতের কোন্ কোন্ পর্যায়ে কবি কোন্ কোন্ আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন তা বোঝা যেত। যার মাধ্যমে নজরুলের অন্তর্জীবনের বিকশিত জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যেত।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

পুস্তক-সমালোচনা

Dhaka University Institutional Repository

পুস্তক-সমালোচনা

"মাহে-নও" পত্রিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল পুস্তক-সমালোচনা। পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পুস্তকের পরিচিতি দেয়া হতো ও সমালোচনা করা হতো। এ অংশটির নাম ছিল "কিতাব-মহল"। "কিতাব-মহলে" আঠারটি গল্পগ্রন্থ, ঊনত্রিশটি কাব্য ও কাব্যানুবাদ, আঠারটি উপন্যাস, এগারটি নাট্য-গ্রন্থ, আটটি ভ্রমণকাহিনী, ষোলটি জীবনীগ্রন্থ, বারটি প্রবন্ধ-গ্রন্থ এবং ঊনত্রিশটি বিবিধগ্রন্থ আলোচিত হয়েছে। সব মিলিয়ে মোট একশ একচল্লিশটি গ্রন্থের পরিচিতি-প্রদানসহ সমালোচনা করা হয়েছে। নিম্নে পর্যায়ক্রমে সমালোচনাগুলোর আলোচনা করা হলো।

ক. গল্পগ্রন্থ

"কিতাব-মহলে" নিম্নোক্ত সতেরটি গল্প সমালোচিত হয়েছে ঃ

	লেখক/সম্পাদক	পুস্তক	সংখ্যা
১.	জনাব মোসলেমউদ্দিন	টুনটুনি	১ম বর্ষ ১১শ
২.	ওহীদুল আলম	জোহরার প্রতীক্ষা	৪র্থ বর্ষ ৩য়
৩.	শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	রাম রহিম	৪র্থ বর্ষ ১১শ
৪.	মবিন-উদ্-দীন আহমদ	হোসেন বাড়ীর বৌ	৪র্থ বর্ষ ১১শ
৫.	হামেদ আহমদ	তিল ও তাল	৫ম বর্ষ ১২শ
৬.	জনাব আবুয্যোহা নূর আহমদ	ঈদ	৬ষ্ঠ বর্ষ ১২শ
৭.	আশরাফ- উজ্ জামান	খেয়া নৌকার মাঝি	৭ম বর্ষ ৫ম
৮.		পূর্ব বঙ্গের লোক-গীতিকা	৭ম বর্ষ ১১শ
৯.	শহীদ সাবের	এক টুকরো মেঘ	৮ম বর্ষ ৯ম
১০.	আলাদীন আলী নূর	সোফিয়ার প্রেম	৮ম বর্ষ ১০ম
১১.		নূতন উর্দু গল্প	৮ম বর্ষ ১২শ

লেখক/সম্পাদক	পুস্তক	সংখ্যা
১২. জনাবা সুরাইয়া চৌধুরী	সুরাইয়া চৌধুরীর সেরা গল্প	৮ম বর্ষ ১২শ
১৩. ব'নজীর আহমদ	আশ্চর্য আর আশ্চর্য	৯ম বর্ষ ৮ম
১৪. মঈনুদ্দীন	ঝুমকো লতা	৯ম বর্ষ ১০ম
১৫. নূরুল আলম চৌধুরী	ছায়াপথ	৯ম বর্ষ ১১শ
১৬.	নূতন উর্দু গল্প	৯ম বর্ষ ১২শ
১৭. সম্পাদক : সেলিনা মাহমুদ ও আমিনা মাহমুদ	উপচয়ন	১০ম বর্ষ ৬ষ্ঠ
১৮. মঈদ-উর-রহমান	ময়ূরের পা	১০ম বর্ষ ১২শ

"টুনটুনি" শিরোনামের বইটির সমালোচনা করেছেন ইবনে সবিল। আলোচনায় চরিত্র, কাহিনী সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। সমালোচক পল্লীর দুঃখ "টুনটুনি" গল্পে যেভাবে আন্তরিক দরদ দিয়ে লিখেছেন তার প্রশংসা করেছেন। তবে স্বাধীন পাকিস্তানে অমুসলিম তমদ্দুনের চর্চা দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, "স্কুল কলেজের হিন্দু সাহিত্যের ধোয়ায় আচ্ছন্ন কিশোর কিশোরী মালা বদলের খেলা খেলিতে পারে কিন্তু অশিক্ষিত গ্রাম্য মুসলমান কৃষক সন্তানকে দিয়া এ খেলা খেলাইলে মনে আঘাত লাগে বৈকি!" তিনি লেখকের ভাষা ও রচনাভঙ্গির প্রশংসা করেছেন।

ওহীদুল আলম প্রণীত "জোহরার প্রতীক্ষা" বইটির সমালোচনা করেছেন কাজি আফসার উদ্দিন আহমদ। সমালোচক গল্পগুলোর বিশদ আলোচনা করেন নি। তেরটি গল্পে গ্রামের সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগের চিত্র অত্যন্ত সার্থকভাবে ফুটে ওঠেছে এটুকু শুধু উল্লেখ করেছেন। তিনি লেখকের সম্ভাবনার দিকটি বেশী উল্লেখ করেও ক্ষোভের সঙ্গে প্রশ্ন রেখেছেন "অবশ্য একথা ঠিক, রবীন্দ্রনাথের পরে প্রেমেন্দ্র মিত্রের যেমন আমরা নাম করতে পারি তেমনি মুসলিম ছোটগল্পের বাজারে আমাদের মধ্যে কারুর নাম করা যায় না। এ-স্থান আর কতকাল শূন্যই থাকবে?" তিনি বইটির নাম নিয়ে সন্তুষ্ট হন নি কিন্তু প্রশংসা করেছেন ছাপা, বাঁধাই এবং প্রচ্ছদপটের।

Dhaka University Institutional Repository

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রাম রহিম" বইয়ের সমালোচনা লিখেছেন কাজি আফসার উদ্দিন আহমদ। লেখক পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী এবং পেশায় সাংবাদিক; বইটিও প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা থেকে। বিভাগোত্তর-কালের পশ্চিমবঙ্গের "রাজনীতিসর্বস্ব ধ্যান-ধারণায় মানুষের সাধারণ জীবনধারা বিপর্যস্ত হয়ে" পড়ার কঠোর বাস্তব-চিত্রগুলোর যথার্থ রূপায়ণে লেখকের কৃতিত্বের প্রশংসা করেছেন সমালোচক। বইয়ের সঙ্কলিত ছটি গল্পের মূল বিষয়রূপে তিনি চিহ্নিত করেছেন 'মনুষত্বের অপমৃত্যুকে'। গল্পগুলোর কাঠামো তথা আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা করা হয় নি কিন্তু প্রচ্ছদপট ও ছাপা যে ভাল তা উল্লেখ করতে সমালোচক ভোলেন নি।

"হোসেন বাড়ীর বৌ" গল্পগ্রন্থটির অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে ৪র্থ বর্ষ ১২শ সংখ্যায়। মুসলিম লেখকদের রচিত ছোটগল্পের মধ্যে যে খান কতক রসোত্তীর্ণ বই পাওয়া যায়, এ বইটি তার একটি বলে সমালোচক বইটির আঙ্গিক ও কাহিনী সম্পর্কে আলোকপাত করেন নি। চরিত্রসৃষ্টিতে লেখকের মুন্সিয়ানার এবং অতি অল্প পরিসরে গল্প রচনায় লেখক যে অদ্বিতীয় একথা অকপটে স্বীকার করেছেন।

হামেদ আহমদ রচিত "তিল ও তাল" নামের ছোটগল্প সঙ্কলনের আলোচনা করেছেন কামাল উদ্দীন খান। গল্পের কাহিনী, প্লট-বিন্যাস, শৈল্পিক-মান সেসব নিয়ে এখানে আলোচনা নেই। সমাজ অগ্রগতির সঙ্গে প্রচলিত মূল্যবোধেও যে তারতম্য দেখা দিচ্ছে অথবা সমালোচকের ভাষায় "নৈতিক ফাঁকিগুলোই উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে" সে দিকে সমালোচক বেশী নজর দিয়েছেন।

জনাব আবুয্যোহা নূর আহমদের "ঈদ" বইয়ের সমালোচনা করেছেন মাহবুব-উল-আলম মাত্র চারটি বাক্যে। "ছোট গল্পের সম্পূর্ণতা কোনটিতেই নেই" বলে সমালোচক মন্তব্য করেছেন।

চৌদ্দটি ছোটগল্পের সঙ্কলন "খেয়া নৌকার মাঝি"র সমালোচক ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন। লেখক রিকশাওয়ালা, ফেরিওয়ালা প্রভৃতি সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলো বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন এজন্য

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচক তাঁর বাস্তবতাবোধ ও শিল্পবোধের অতিশয় প্রশংসা করেছেন। লেখকের উপসংহার অংশের রচনাভঙ্গির সঙ্গে রুশ কথাসাহিত্যিক আন্তন শেহবের লেখার সাতিশয় সাদৃশ্য তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। লেখক যে কোনরূপ ইজম-এর পক্ষপাত তাঁর কথাসাহিত্যে প্রচার করেন নি, এ বিষয়টিকে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে নবতর সংযোজন বলে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

৭ম বর্ষ ১১শ সংখ্যায় "পূর্ব বঙ্গের লোক গীতিকা" বইয়ের সমালোচনা করেছেন কাজী মোতাহার হোসেন। পল্লীর স্বাভাবিক গীতিকাগুলো বাস্তব-সম্মত ও রুচিসম্মতভাবে যেভাবে গল্পাকারে ফুটিয়ে তুলেছেন তাতে অতীতের পল্লীর সঙ্গে ও সংস্কৃতির সঙ্গে পাঠকের পরিচয় নিবিড়তর হবে এবং অনেক লুপ্তপ্রায় সম্পদ সংরক্ষিত হবে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। এগুলো অধুনা-সাহিত্যিকদের, সাহিত্যের রূপরেখা নির্ণয়ে এবং সুউন্নত রুচি ও নীতিবোধের উন্মেষ ঘটাতে সাহায্য করবে বলে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

শহীদ সাবের প্রণীত "এক টুকরো মেঘ" গল্পগ্রন্থটি ৮ম বর্ষ ৯ম সংখ্যায় সমালোচনা করেছেন কামাল উদ্দীন খান। সমালোচক গল্পগুলোর কাহিনী বা চরিত্র সম্পর্কে কোনো মন্তব্য রাখেন নি শুধু প্রেমধর্মী আত্মার স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে সকল বিরোধের অবসান হয় লেখকের এ দৃঢ় প্রত্যয় কয়েকটি গল্পে সুন্দর, শিল্পীতরূপ লাভ করেছে বলে উল্লেখ করেছেন। লেখকের এ প্রথম গল্পের মাপকাঠিতে তিনি তাঁর ভবিষ্যত সম্পর্কে আশাবাদী। তিনি বইটির ছাপার ভুল 'বেদনাদায়কভাবে মাত্রাহীন' বলেছেন কিন্তু প্রশংসা করেছেন আড়ম্বরহীন সুন্দর গেট আপ্-এর।

শহীদ সাবেরের "সোফিয়ার প্রেম" শিরোনামের বইটি ৮ম বর্ষ ৯ম সংখ্যায় মাহবুব-উল-আলম কর্তৃক সমালোচিত হয়। বিদেশী লুটেরাদের বিরুদ্ধে ইরানে ডক্টর মুসাদ্দেকের বিপ্লবী ষড়যন্ত্রের পটভূমিতে রচিত ত্রিভুজ প্রণয় কাহিনী। গল্পের আঙ্গিক বিষয়ে কোনো আলোচনা এখানে নেই। গল্পটি প্রচারমূলক, পরিসরে ক্ষুদ্র প্রভৃতি কারণে এটি সমালোচকের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয় নি।

Dhaka University Institutional Repository

পাকিস্তান পাবলিকেশানস্ কর্তৃক প্রকাশিত "নূতন উর্দু গল্প" বইটির সমালোচনা লিখেছেন ড. কাজী মোতাহার হোসেন। দুশত তেষট্টি পৃষ্ঠার কলেবরের বইতে নটি উর্দু গল্পের বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে পাকিস্তানের দু বিচ্ছিন্ন অংশের ঐক্য ও সমঝোতা-সৃষ্টির গুরুত্ব অনুধাবন করে তিনি বলেন, "কাজেই বর্তমান প্রচেষ্টা যে খুব সময়োপযোগী আর পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে হিতকর হয়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে উর্দু কবিতা আর সঙ্গীতের যে-সব উদাহরণ রয়েছে, তার দ্বারা এ উদ্দেশ্য আরও মনোরমভাবেই সিদ্ধ হবে।" তাছাড়া বঙ্গসাহিত্যিকগণ জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় সাহিত্যসৃষ্টির শিক্ষাও এ বইটি থেকে পাবে বলে তিনি মনে করেছেন।

কামাল উদ্দীন খান সমালোচনা করেছেন "সুরাইয়া চৌধুরীর সেরা গল্প" বইটির। অতি সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় গল্পগুলোর বিষয়বস্তু, কাহিনী, আঙ্গিক প্রভৃতি প্রসঙ্গের কোনো উল্লেখ নেই। ফারসী-সাহিত্যের প্রভাবে রচিত গল্পগুলোর অসঙ্গতি, অস্বাভাবিকতা লক্ষ করে, যে সমাজের চিত্র এঁকেছেন তার সঙ্গে লেখিকার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই বলেই সমালোচক অভিমত দিয়েছেন।

ব'নজীর আহমদ প্রণীত ছোটদের জন্য লেখা "আশ্চর্য আর আশ্চর্য" গল্প সঙ্কলনটি ইজাবউদ্দিন আহমদ কর্তৃক সমালোচিত হয়েছে মাত্র ছটি বাক্যে। সমালোচক প্রচ্ছদপট নির্বাচনে এবং বিষয়বস্তু নির্ধারণে লেখকের বিবেচনাবোধের প্রশংসা করেছেন তবে ভাষা ব্যবহারের অসতর্কতা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি।

জনাব মঈনুদ্দীন প্রণীত আবুল ফজল কর্তৃক সমালোচিত "ঝুমকো লতা" শিরোনামের একটি গল্পগ্রন্থের সমালোচনা রয়েছে ৯ম বর্ষ ১০ম সংখ্যায়। "আমাদের সমাজ-জীবনের নানা স্তরের বিচিত্র ছবি এ-গল্পগুলোতে ফুটে উঠেছে।" এটুকুই বলেছেন শুধু সমালোচক ; গল্পগুলোর কাহিনী, চরিত্র, আঙ্গিক প্রভৃতি বিষয়ে কোনো আলোকপাত করেন নি। তিনি লেখকের

Dhaka University Institutional Repository

ভবিষ্যত সম্ভাবনার দিকটিই তুলে ধরেছেন বেশী করে এবং বইটির অধিকাংশ গল্প উৎকৃষ্ট হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন।

নূরুল আলমের "ছায়াপথ" বইয়ের সমালোচনা করেছেন ইজাব উদ্দিন আহমদ। লিলির চিরবন্ধ্যাত্বকে ঘিরে আহাদের পদস্খলনের কাহিনী নিয়ে রচিত গল্পের সমালোচনা অতি সংক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র পরিসরে করা হয়েছে। সমালোচক বইটির ভাষা, ছাপা ও প্রচ্ছদপটের প্রশংসা করেছেন এবং সামাজিক সমস্যার প্রেক্ষাপটে রচিত গল্পটি পাঠক-সমাদৃত হবে বলেই প্রত্যাশা করেছেন।

"নূতন উর্দু গল্প" নামের আরেকটি উর্দু গল্প সঙ্কলনের সমালোচনা করেছেন বেনজীর আহমদ, মার্চ, ১৯৫৮ সালের সংখ্যা। সমালোচক অনুবাদের প্রশংসা করেছেন। মূল গল্পগুলো অত্যন্ত নামকরা লেখকের রচনা এবং শিল্পোত্তীর্ণ; সে বিষয়টিও সমালোচক উল্লেখ করেছেন। তবে তাঁর কাছে বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, মুসলিম সমাজকে কেন্দ্র করে ভাল গল্প যে রচনা করা যায় তার উদাহরণ এখানে পাওয়া যায়। মূল গল্পের ও অনূদিত গল্পের ভাষা দু রকম হলেও দু ভাষারই মূল এক বলে লেখক উল্লেখ করেছেন এবং দু অঞ্চলের ধর্মীয় ও সামাজিক আবহের মধ্যে মিল আছে। এ গল্প সঙ্কলনটি পূর্ব বাংলার সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে 'দিশারী'র কাজ করবে বলে তিনি মনে করেন।

মহিলাদের সর্বময় কর্তৃত্বে রচিত ও প্রকাশিত "উপচয়ন" শিরোনামের বিশিষ্ট বইয়ের সমালোচনা করেছেন মুহম্মদ আবদুল হাই ১০ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায়। সমালোচক ছোটগল্প রচনার বিভিন্ন কলাকৌশল উল্লেখ করে এ সাধনা-সাপেক্ষ শিল্পকর্মে উপচয়নের অধিকাংশ গল্প যে সফল হয়েছে সেজন্য এ প্রচেষ্টাকে সানন্দ সাধুবাদ জানিয়েছেন। বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে এ নবতর প্রয়াসকে সামনে রেখেই এদেশের মহিলারা শিল্প, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এগিয়ে আসবে বলেই এ প্রচেষ্টাকে তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মঈদ-উর-রহমানের "ময়ূরের পা" গল্পগ্রন্থটিরও সমালোচনা করেছেন মুহম্মদ আবদুল হাই। জীবন-সম্পর্কিত খণ্ড ক্ষুদ্র দিকের রূপায়ণে লেখকের দক্ষতার অতিশয় প্রশংসা করেছেন সমালোচক এবং তাঁর ভবিষ্যত সার্থকতা ও সম্ভাবনার কথা বলেছেন। সমালোচনায় তিনি "ময়ূরের পা" ব্যতীত বাকী নটি গল্প-কাহিনী, চরিত্র, শৈলীগত বিষয়ে কোনো মন্তব্যই করেন নি তবে প্রশংসা করেছেন ছাপা, বাঁধাই এবং উৎকৃষ্ট প্রচ্ছদপটের।

খ. কাব্য, কাব্যানুবাদ

কাব্য সম্পর্কিত সমালোচিত গ্রন্থের সংখ্যা নিম্নোক্ত উনত্রিশটি ঃ

লেখক/সম্পাদক	পুস্তক	সংখ্যা
১. মীজানুর রহমান	জিন্দা মুসলমান	১ম বর্ষ ১০ম
২. কে. এম. শমসের আলী	সাক্ষর	২য় বর্ষ ৭ম
৩. মরহুম সৈয়দ সুলতান	ওফাতে রসুল	২য় বর্ষ ১০ম
৪. সৈয়দ আবদুল মান্নান	আসরারে খুদী (কাব্যানুবাদ)	৩য় বর্ষ ৫ম
৫. শেখ সাইফুল্লা	সংগীত লহরী	৪র্থ বর্ষ ২য় (গীতিকাব্য)
৬. সদরুদ্দীন	নয়া আসমান	৪র্থ বর্ষ ৬ষ্ঠ
৭. আবদুর রশীদ খান	নক্ষত্র : মানুষ : মন	৪র্থ বর্ষ ৮ম
৮. মফিজ উদ্‌দীন আহমদ	ব্যথার প্রদীপ	৪র্থ বর্ষ ১০ম
৯. তৈয়ব উদ্দীন	নকশা	৪র্থ বর্ষ ১১শ
১০. আফরিক	পরদানশিন হওয়া	৫ম বর্ষ ৩য়
১১. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	রুবাইয়াত-ই-উমর খয়্যাম (কাব্যানুবাদ)	৫ম বর্ষ ৮ম
১২. জসীম উদ্‌দীন	সোজন বাদিয়ার ঘাট	৫ম বর্ষ ৯ম

Dhaka University Institutional Repository

লেখক/সম্পাদক	পুস্তক	সংখ্যা
১৩. ধূমকেতু	ধূম ও বহ্নি	৫ম বর্ষ ১০ম
১৪. মোহাম্মদ মোহসীন	কবিতা ও শো-রুম	৫ম বর্ষ ১২শ
১৫. এম. আবদুর রহমান	কারবালার বাণী	ঐ
১৬. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	শিক্ওয়াহ্ ও জওয়াবে শিক্ওয়াহ্	৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ
১৭. জুলফিকার হায়দার	ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম	ঐ
১৮.	বল্লরী	৭ম বর্ষ ২য়
১৯. মওলভী মোসলেম আহমেদ	শারাবান তহুরা	৭ম বর্ষ ৫ম
২০. আবুল ফরাহ্ মুহম্মদ আবদুল হক	রুমূয-ই-বেখুদী	ঐ
২১. আজিজুল হাকিম	রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (কাব্যানুবাদ)	৭ম বর্ষ ১০ম
২২.	সবুজ নিশান	৭ম বর্ষ ১১শ
২৩. গোলাম মোস্তফা	মুসাদ্দাস-ই-হালী (কাব্যানুবাদ)	৭ম বর্ষ ১২শ
২৪.	কাব্যবীথি	৮ম বর্ষ ৮ম
২৫. আ.ন.ম. বজলুর রশীদ	মরুসূর্য	৮ম বর্ষ ১১শ
২৬. আজিজুল হাকিম	রোবাইয়েত-ই-হাফিজ (কাব্যানুবাদ)	৯ম বর্ষ ৮ম
২৭. মঈনুদ্দীন	পালের নাও	৯ম বর্ষ ৯ম
২৮. গোলাম মোস্তাফা	কালাম-ই-ইকবাল	১০ম বর্ষ ১ম
২৯. তালিম হোসেন	দিশারী	১০ম বর্ষ ৫ম

আশ্‌রাফ সিদ্দিকী করেছেন "জিন্দা মুসলমান" নামের বইয়ের সমালোচনা। কবিতাগুলো বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে গজল হিসেবে উপস্থাপনযোগ্য। কবিতাগুলোর আঙ্গিক-গঠনের নৈপুণ্যের চেয়ে ইসলামী শব্দের যথেচ্ছ

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামী-পরিবেশ বজায় রাখার এবং গজল হিসেবে এগুলো কতটুকু সার্থক হবে সে বিষয়টি সমালোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে বেশী। সমালোচক বইটির বিষয়বস্তু, শিল্পরূপ নিয়ে আলোচনা করেন নি তবে শেষাংশে আরবী-ফারসী শব্দের পরিভাষার সংযোজন, কবিতাগুলো ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বুঝতে সাহায্য করবে এবং তাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

কে. এম. শমসের আলীর 'সাক্ষর' শিরোনামের চতুর্দশপদী কবিতার বইয়ের সমালোচক বনি আদম। এ রোমান্টিক কবির সৌন্দর্য-সৃষ্টি, ছন্দ ব্যবহার নৈপুণ্য ও রসবোধ কাব্যক্ষেত্রে অনুসরণীয় দৃষ্টান্তস্বরূপ বলে সমালোচক মনে করেছেন। তিনি বিশেষভাবে নির্দেশ করেছেন কবিতায় কবির "স্বপ্নাতুর মনের আলো-ছায়ার সুষমাবিন্যাস", সত্য-সুন্দর এবং তারুণ্যের উপস্থাপনাকে। তিনি কবি-সম্পর্কে অতিমাত্রায় আশ্বস্ত।

বেনজীর আহমদ সমালোচনা করেছেন মধ্যযুগের বিশিষ্ট কবি সৈয়দ সুলতানের "ওফাতে রসুল" বইটির। রসুলুল্লার আখেরী হজ্বযাত্রা থেকে ওফাতের সময় পর্যন্ত ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। আলোচনাংশে কবিতার আঙ্গিক, শিল্পরূপ সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই। তবে কবিতার আবির্ভাবকাল নির্ণয় করতে গিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে মুসলমান কবিদের আবির্ভাব সম্পর্কে সম্পাদক আলী আহমদের প্রদত্ত তথ্যকে গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন। বাংলা ভাষাতে অনুবাদ করে ইসলামী তত্ত্ব ও তথ্য প্রচারের প্রয়োজনীয়তা নির্ণয়ে কবির দূরদর্শিতার তিনি অতিশয় প্রশংসা করেছেন। প্রায় সাড়ে চারশ বৎসর পূর্বেই কবি উপলব্ধি করেছিলেন ঃ

"কর্ম্মদোষে বঙ্গেতে বাঙ্গালি উৎপন
না বুঝে বাঙ্গালী সবে আরবী বচন।
আপেনা দিনের বোল ত না বুঝিল
পরস্তাব সকল লইয়া সব রৈল।"

দার্শনিক আল্লামা ইকবালের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ "আসরারে খুদী" কাব্যের সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন মুফাখ্খারুল ইসলাম। মূল গ্রন্থের ফারসীর স্থলে

Dhaka University Institutional Repository

নিকল্‌সন সাহেবের ইংরেজী থেকে গদ্যানুবাদে লেখক "মহাকবির ভাবস্রোতের গতিবত্তা অব্যাহত" রাখতে পেরেছেন বলে সমালোচক মন্তব্য করেছেন। কিন্তু জন্মলগ্ন থেকে ফারসীর সঙ্গে বাংলার যোগ থাকা সত্ত্বেও ত্রিশ বছর ব্যবধানে এ বিখ্যাত বইয়ের বঙ্গানুবাদের বিষয়টিকে তিনি ব্যঙ্গ করে. কোনো কোনো সুদূরবর্তী জ্যোতিষ্কের আলো শত শত বছর পর পৃথিবীতে পৌঁছার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি এরপরও আশাবাদী এজন্য যে, "এর প্রচার দিন দিন পূর্ব বাংলাকে করবে তামদ্দুনিক পূর্ব পাকিস্তান।"

শাহেদ আলী লিখেছেন সদ্‌রুদ্দিনের "নয়া আসমান" কাব্যের সমালোচনা। ইকবালের মতাদর্শে কবি ভাব ও বক্তব্যকে তাঁর কাব্যে প্রাধান্য দিয়েছেন কিন্তু ভাবের বাহন ছন্দ, ভাষা, শব্দ ব্যবহারে তিনি পুরনো, গতানুগতিকতার দ্বারস্থ হয়েছেন। তাকে তিনি নতুন যুগের নতুন পাত্রে পরিবেশন করতে পারেন নি। এজন্য "তাঁর কাব্যবস্তু পুরোনোই রয়ে গেল আমাদের কাছে, এ যুগের সামগ্রী হয়ে উঠ্‌তে পারলো না।" বলে সমালোচক মন্তব্য করেছেন, তবে তিনি তাঁর আন্তরিকতা ও বিশ্বাসের প্রশংসা করেছেন।

আবদুর রশীদ খান প্রণীত "নক্ষত্র : মানুষ : মন" কাব্যগ্রন্থটি আ.ন.ম. বজলুর রশীদ-কৃত সমালোচিত হয়েছে। বইয়ের সর্বত্র "সার্থক জীবন বোধের" পরিচয় পেয়েছেন সমালোচক। আলোচনা অতি সংক্ষিপ্ত এবং কোথাও কোথাও অস্পষ্ট তবে ভাষা ও ছন্দ ব্যবহারের বৈচিত্র্য এবং অনবদ্য-সৃষ্টির দক্ষতা তিনি সর্বত্রই প্রত্যক্ষ করেছেন।

"ব্যথার প্রদীপ" কাব্যে পল্লীর দরিদ্র বালক-বালিকার সহজ মেলামেশা-জাত গভীর প্রণয়ে নানা বিপত্তি সত্ত্বেও মিলনাত্মক পরিণতি এবং কিছুকাল সুখের সংসারের পর দুর্ভিক্ষে সুখস্বপ্ন-ভঙ্গের প্রসঙ্গ এসেছে। পল্লীর সরল জীবনের সামগ্রিক চিত্র অঙ্কনে তিনি জসীম উদ্‌দীনের মতোই সফল। লেখক আরবী-ফারসী শব্দের বানানে, ছন্দ ব্যবহারে ত্রুটিমুক্ত নন তবে রচনায় প্রসাদগুণ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

তৈয়ব উদ্দীনের "নকশা" শিরোনামের গ্রন্থটির সমালোচনা লিখেছেন আজহারুল ইসলাম। সমালোচক সর্বত্রই লেখকের দক্ষতার প্রশংসা করে তাঁকে প্রবীণ সমাজপতির ভূমিকায় বসিয়েছেন। গ্রাম্য-জীবনে উপদ্রব-সৃষ্টিকারী হাজী, পীর, মাতব্বর, কাঠমোল্লার বাস্তব-চিত্রের মাধ্যমে তাদের আক্রমণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, "বস্তুতঃ এই আঘাত যথার্থ ও সময়োচিত হয়েছে। আজ আমরা যখন পল্লীর শোষিত জনগণের কল্যাণের কথা বল্‌ছি, তখন সেই কশাঘাত হৃদয়-মন দিয়েই কাম্য।" বইটির ছন্দ, ভাষা, শব্দ-ঝঙ্কার, শ্লেষ-বিদ্রূপ, রস-রচনায় নিপুণতার প্রশংসা করেছেন। গ্রন্থটি বিশিষ্ট এজন্য যে, যারা প্রণয় ব্যতীত পল্লীপ্রকৃতিতে কাব্য-রচনার উপকরণ পান না বইটি তাদের পথ-প্রদর্শন করাবে।

মাত্র সাতটি বাক্যে "পরদানশিন হওয়া" গ্রন্থটির সমালোচনা করেছেন আ. র. খান্। লেখক আফরিকের ব্যঙ্গোক্তিমূলক কাব্যগ্রন্থটি পড়ে সমালোচক আশ্বস্ত হতে পারেন নি এবং বলেছেন, "ব্যঙ্গ সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে লেখক ভবিষ্যতে আরও রুচির পরিচয় দিলে সুখী হবো।"

আবু হেনা মোস্তাফা কামাল ৫ম বর্ষ ৮ম সংখ্যায় এক পৃষ্ঠায় পরপর তিনটি গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহর "রুবাইয়াত-ই-উমর খয়্যাম" বইটির সংক্ষিপ্ত অথচ গঠনমূলক আলোচনা করেছেন তিনি। মূলকে অবিকৃত রেখেই খয়্যামের ফারসী কবিতাগুলো এমনভাবে অনুবাদ করেছেন যাতে অনভিজ্ঞ পাঠকও ছন্দ ও রস আস্বাদন করতে সমর্থ হন। বইটিতে আটান্ন পৃষ্ঠাব্যাপী খৈয়াম-প্রতিভা সম্পর্কিত মূল্যবান ভূমিকা সংযোজিত হয়েছে।

এম. এ. নান্না "সোজন বাদিয়ার ঘাট" গ্রন্থটির আলোচনা করেছেন সংক্ষিপ্ত পরিসরে। কাব্যটির বিষয়বস্তু, আঙ্গিক ও কাহিনী-প্রসঙ্গ সমালোচনায় না এনে জসীম উদ্‌দীন কেন আন্তর্জাতিক কবি, কাব্যটি কতটুকু জনপ্রিয়, কবি কি কারণে সর্বস্তরের, সর্বজনের কবি, তাঁর রচনায় পল্লীর সরল, সাধারণ মানুষের কী কী বিষয় এসেছে সেগুলোর মধ্যেই সমালোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচক আ. র. খান "ধূম ও বহ্নি" গ্রন্থটির অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরের আলোচনায় বলেছেন, "কবির বিদ্রোহ সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে।" ত্রুটি সত্ত্বেও কবি-সম্পর্কে সমালোচক আশাবাদী; এজন্য তিনি তাকে আরো যত্নশীল হতে অনুরোধ করেছেন।

মোহাম্মদ মোহসীন প্রণীত "কবিতা ও শো-রুম" গ্রন্থটির আশ্‌রাফ সিদ্দিকী-কৃত সমালোচনা রয়েছে ৫ম বর্ষ ১২শ সংখ্যায়। "কবির চিন্তা আছে, দেশের সমস্যা সম্বন্ধেও তিনি সজাগ। কিন্তু সত্যিকার যে কবিতা : 'Best words in best order'-এ সম্বন্ধে কবির অজ্ঞতা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার্য।" কবিতার আঙ্গিক সম্পর্কে অধিক সচেতন হলে এ তরুণ লেখক ভবিষ্যতে অভিনন্দিত হবেন বলে সমালোচক বিশ্বাস করেন।

একই সংখ্যায় প্রকাশিত আরেকটি কাব্যগ্রন্থ "কারবালার বাণী"র সমালোচক ছিলেন এনায়েত মওলা। অতি সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রিক সমালোচনা তিনি দক্ষতার সঙ্গে করেছেন। কালোপযোগী করে কারবালার মহান শিক্ষাদর্শকে ছন্দাকারে তুলে ধরা হয়েছে। সমালোচক মনে করেন, "কারবালার শহীদদের পুণ্য আদর্শ যদি পাঠকদের মনে কিঞ্চিত অনুরণনও সৃষ্টি করে, তা হলেই এ গ্রন্থ রচনা হবে সার্থক।"

অনুবাদক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লার "শিক্‌ওয়াহ্‌" ও "জওয়াব-ই-শিক্‌ওয়াহ্‌" গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত ও গঠনমূলক সমালোচনা করেছেন এম. এ. নান্না। কবি ইকবালের বিখ্যাত উর্দু কাব্যগ্রন্থটির কাব্যানুবাদ মূল চরণ অবিকৃত রেখেই এবং উর্দুর 'রাদিফ' ও 'কাফিয়া' অনুসরণ করেই দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। তিনি বইটির বহুল-প্রচার কামনা করেছেন যেন বাংলা ভাষাভাষীরা এর রসাস্বাদন সহজেই করতে পারে।

আহমদ ফারুক লিখেছেন "ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম" কাব্যগ্রন্থটির সমালোচনা। হজরত মোহাম্মদ মুস্তফার জন্মদিবসের মহিমা বর্ণনা এর বিষয়বস্তু। "কিন্তু কাব্য-বিচারে 'ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম' বিশেষ সার্থকতা

লাভ করতে পারে নি" তবু সমালোচক এর বিষয়বস্তুর গুরুত্ব বিবেচনা করে বইটির বহুল-প্রচার কামনা করেছেন।

"বল্লরী" কাব্যগ্রন্থটির সমালোচক মীজানুর রহমান। বইটির বিষয়, আঙ্গিক, শিল্পরূপ সম্পর্কে সমালোচক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় কোনো উল্লেখ করেন নি। শুধু কয়েকটি তথ্য যেমন- এতে পশ্চিমবঙ্গের আটত্রিশ জন কবির একান্নটি ছোট-বড় কবিতা আছে, শুরুতেই নজরুলের তিনটি কবিতা বইতে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং ডঃ সুকুমার সেন,কবি শ্রী কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রমুখ এ প্রচেষ্টাকে প্রশংসনীয় বলেছেন সে সবের উল্লেখের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

৭ম বর্ষ ৫ম সংখ্যায় "শারাবান তহুরা" কাব্যগ্রন্থটি সম্পর্কে সমালোচনা লিখেছেন ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দিকী। ইরানের কবি হাফিজের খোদা-প্রীতির কবিতাগুলোর অনুসরণে কবি মোসলেম আহমদ কবিতাগুলো লেখেন। তিনি 'হমদ' ও 'সানাহ্'র ত্রুটি লক্ষ করেন নি; এক্ষেত্রে সমালোচক 'হমদ' ও 'সানাহ্' সম্পর্কে বেশ যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা প্রয়োগে লেখকের ভুল ভাঙ্গাতে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। রুবাইয়াৎগুলোর গঠন, আঙ্গিক নিয়ে কোনো মন্তব্য করেন নি তবে "এই রুবাইয়াৎ-গ্রন্থের উর্দু এবং ইংরেজী অনুবাদ হইতে দেখিলে আমি খুশী হইব"— এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

আল্লামা ইকবালের "রুমূয-ই-বেখুদী" পদ্যানুবাদটির সমালোচক আবুল ফজল। মহাকবির জীবন-দর্শন, সুগভীর-ভাবধারা ও চিন্তা-রাজ্যের অনুপম কাব্যরূপ লাভ করেছে 'আসরারে খুদী' এবং রুমূয-ই-বেখুদী কাব্যগ্রন্থে। পরস্পরের পরিপূরক এ গ্রন্থ দুটির মধ্যে প্রথমটির আলোচনা পূর্বেই হয়েছে। সমালোচক মনে করেন মহাকবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে তাঁর "রচনা, চিন্তা ও ভাবধারার" সঙ্গে পরিচয়ের মাধ্যমে। ছন্দ ও ভাষা নয়, মূলের "নির্ভেজাল রূপ"ই অনুবাদগ্রন্থের বিচার্য বিষয়। কবি মূলকে অবিকৃতই রেখেছেন অনুবাদে।

Dhaka University Institutional Repository

আজিজুল হাকিমের "রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম" কাব্যানুবাদটিতে আশিটি রোবাইয়াৎ রয়েছে। রোবইয়াৎগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চারটি চরণের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ চরণে মিল রাখা। সমালোচক এনায়েত মওলা বইটির ভাষার প্রশংসা করেছেন এবং সুখপাঠ্য বলেছেন।

বেগম সুফিয়া কামাল "সবুজ নিশান" গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করেছেন। কবিতাগুলোর গঠন ও শৈলী সম্পর্কে সমালোচক কিছু বলেন নি শুধু যে উদ্দেশ্যে অর্থাৎ "শিশুদের মনে আযাদীর প্রভাব স্থায়ী করার মতো কবিতা ও গান" গুলো মাসিক সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছিল, তার উল্লেখ এখানে আছে। গান ও আবৃত্তির আনন্দের মধ্য দিয়ে তাদের মনে স্বাধীনতার গৌরব, আশা ও উদ্দীপনা জাগবে– এ লক্ষ্যেই পাকিস্তান পাবলিকেশানস্ বইটি প্রকাশ করেছিল।

"মুসাদ্দাস-ই-হালী" নামের বিখ্যাত উর্দু কাব্যগ্রন্থের পদ্যানুবাদের সমালোচনা করেছেন এস. এন. কিউ জুলফিকার আলী। কবি গোলাম মোস্তফা গ্রন্থটির পদ্যানুবাদ করে বঙ্গ-ভাষাভাষী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন এজন্য যে, বইটি পাক-ভারত উপমহাদেশে ইসলামের পুনরভ্যুত্থানে অপরিসীম প্রভাব ফেলেছিল। প্রতি ছত্রের ভাব ও তাৎপর্যের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখেই অনুবাদ করায় কাব্য-সৌন্দর্য কিছুটা ব্যাহত হয়েছে তবু অনুবাদটি প্রশংসনীয় হয়েছে বলে সমালোচকের মত।

"কাব্য-বীথি" বইটিতে এস. এন. কিউ. জুলফিকার আলী সমালোচকের ভূমিকা নিয়েছেন। এক একটি রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের জোয়ারে জাতীয় জীবনে যে প্রাণ জাগে তখনই সৃষ্টি হয় মহৎ সাহিত্য। পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে রচিত কবিতাগুলো বিভিন্ন সাময়িকী থেকে সঙ্কলন করে আলোচ্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। নজরুল ইসলামের গান ও কবিতার অবদান পাকিস্তানী-আদর্শের রূপায়ণে অবিস্মরণীয় এজন্য প্রারম্ভেই রয়েছে তিনটি নজরুলগীতি– যা সঙ্কলনটির মর্যাদা বাড়াবে বলে সমালোচক মনে করেছেন। এ গ্রন্থটি বিশিষ্ট এজন্য যে, "আঙ্গিকের বিভিন্নতা সত্ত্বেও ভাবাদর্শের" সৌম্য, অনুভূতির ঐক্য এবং প্রকাশের ব্যাকুলতায় তা অভিন্ন।

Dhaka University Institutional Repository

তিনি জনমনে দেশাত্মবোধ ও মানবিকতা জাগাতে বইটির বহুল-প্রচার কামনা করেছেন।

'মরুসূর্য' নামের একটি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা রয়েছে ৮ম বর্ষ ১১শ সংখ্যায়। হজরত রসুলে করিমের জীবনী অবলম্বনে কাব্যগ্রন্থটি রচিত হয়েছে। বইটির শেষাংশে রয়েছে বিভিন্ন ভাবধারা সমৃদ্ধ কয়েকটি কবিতা। নবী-জীবনের বিভিন্ন দিক, পর্যায় ও ঘটনাবলীকে কবি আ. ন. ম. বজলুর রশীদ আধুনিক, সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপদান করেছেন। এ প্রচেষ্টার প্রেরণায় লেখকের ঐতিহ্য-প্রীতিই কার্যকর ছিল। সমালোচক বইটির বর্ণনা-মাধুর্য ও প্রকাশ-ভঙ্গির প্রশংসা করেছেন।

ইরানের কবি হাফিজের আশিটি রোবাইয়াৎ সম্বলিত "রোবাইয়েৎ-ই-হাফিজ" গ্রন্থটির পদ্যানুবাদক আজিজুল হাকিম এবং সমালোচক মুস্তাফিজুর রহমান। অনুবাদক মূলের সঙ্গে ছন্দোরীতির যথাযথ সাদৃশ্য রেখেছেন। সমালোচক গ্রন্থখানিকে অনুবাদ-সাহিত্যের অমূল্য-সম্পদ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

মঈনুদ্দীনের "পালের নাও" কাব্যগ্রন্থের গঠনমূলক ও সামগ্রিক সমালোচনা করেছেন আবুল ফজল। কবিতার প্রতি অবহেলা ও ঔদাসীন্যের দিনেও কবিতাগুলোর কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনীগুলো পাঠক-নন্দিত হবে বলে সমালোচক মনে করেছেন। "ছন্দের লালিত্যে, ভাষার মাধুর্যে ও বিষয়-বস্তুর অভিনবত্বে 'পালের নাও' পূর্ব পাকিস্তানের কাব্য-সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য" সংযোজন বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন। কবিতাগুলোতে কবিচিত্তের সংবেদনশীলতার সঙ্গে জাতীয় ভাবাদর্শের চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে। তিনি এ শ্রেণীর আরো কাব্যকাহিনী প্রবীণ কবির কাছে প্রত্যাশা করেছেন।

করাচীর ইকবাল একাডেমী নির্বাচিত মোট উনিশটি কবিতার অনুবাদ "কালাম্-ই-ইকবাল"। গ্রন্থটির অনুবাদক গোলাম মোস্তফা। গ্রন্থটির সমালোচক মুহম্মদ এনামুল হক অনুবাদে নানা অসঙ্গতি নির্দেশ করেছেন। তিনি শুধু 'হুদী' বা 'উট চালকের গান' এবং 'জূ-ই-আব' বা 'ঝর্ণাধারা'— এ

Dhaka University Institutional Repository

দুটি কবিতার ছন্দ, ভাব ও ভাষার অপূর্ব সংযোগ প্রত্যক্ষ করে এদেরকে কবির "দ্বিতীয় সৃষ্টি" বলেছেন। বাকীগুলোর নানা অসংলগ্নতা, অস্বাভাবিকতা প্রত্যক্ষ করে তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, "একে কিছুতেই তর্জমা বলা যায় না। মূলের ভাবও এতে নেই। অনুবাদের দিক থেকে এমনতর অসংগতি বিস্তর। মোটের উপর 'কালাম-ই-ইকবাল' পড়ে বহুক্ষেত্রে ইকবালকে পাওয়া যায় না।" এজন্য তিনি কবির অসচেতনতাকে দায়ী করেছেন।

"নজরুল কাব্য পরিচিতি" নামের কাব্যালোচনামূলক গ্রন্থটির বিভিন্ন দিক নিয়ে সমালোচনা করেছেন এনামুল হক। আলোচক জনাব মোতাহার হোসেন একে সমালোচনা নয় বরং "রসগ্রহণমূলক ব্যাখ্যা" বলেছেন। রসসৃষ্টি, স্বল্পভাষিতা প্রভৃতি কারণে বইটি সমালোচকের কাছে উপভোগ্য মনে হয়েছে। কবির পর্ববিভাগ পদ্ধতিটি বিজ্ঞানসম্মত হয় নি বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি কাব্যের বিষয় ও শৈল্পিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য করেন নি; "বইখানি কবির কাব্যসম্পদ উন্নত কবিতা ও গানগুলির সাথে পাঠককে শুধু পরিচিত করে দিতে সহায়তা করে না বরং তাদের মধ্যে একটা সুরুচি ও সৌন্দর্যবোধ জাগিয়ে তোলারও চেষ্টা করে থাকে" বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি এজন্য আলোচকের দক্ষতাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

তালিম হোসেনের বিখ্যাত কাব্য "দিশারী" আলোচনা করেছেন আহসান হাবীব ১০ম বর্ষ ৫ম সংখ্যায়। অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে সমালোচনাটি করা হয়েছে। সমালোচক প্রথমে একটি ভিত্তি তৈরী করেছেন অর্থাৎ ইসলাম নিয়ে সাহিত্য-রচনার হুজুগের আবহাওয়ায় একজন যথার্থ শিল্পীর অবস্থান কী হবে তার ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন। তিনি মনে করেন এক্ষেত্রে "চিত্তের সততাই প্রথম বিচার্য" এবং সে মাপকাঠিতে তিনি তালিম হোসেনকে শিরোপা দিয়েছেন। "দিশারী" আলোচনা করে তাঁর মনে হয়েছে, "তালিম হোসেনকে আধুনিককালের সংগ্রামী কবিদের অন্যতম বলে স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠার কোন কারণ নেই।" তিনি কবির শব্দ ব্যবহার, বিশেষ করে আরবী, ফারসী শব্দের ব্যবহার বিশ্লেষণ করে সামগ্রিক কাব্যটিকে " এক সৎ এবং পরিশ্রমী কবির কাব্যগ্রন্থ হিসেবে অভিনন্দন" জানিয়েছেন।

গ. উপন্যাস

"কিতাব-মহলে" নিম্নোক্ত আঠারটি উপন্যাসের সমালোচনা হয়েছিল ঃ

লেখক/সম্পাদক	পুস্তক	সংখ্যা
১. আশ্‌রাফ-উজ জামান	মন্‌জিল	১ম বর্ষ ৮ম
২. মফিজ-উল-হক	অসমাপ্ত কাহিনী	২য় বর্ষ ৭ম
৩. আকবর হোসেন	অবাঞ্ছিত	ঐ
৪. এম্‌. আবদুল হাই	সেলিনা	২য় বর্ষ ১২শ
৫. মোহাম্মদ কাসেম	শতাব্দীর অভিশাপ	৩য় বর্ষ ২য়
৬. এম. এ. খান	আলোর পরশ	৫ম বর্ষ ৪র্থ
৭. এ. কে. এস. নূর মোহাম্মদ বিদ্যাবিনোদ	আসছে বছর	৫ম বর্ষ ৫ম
৮. হামেদ আহ্‌মদ	অপূরণীয়	ঐ
৯. সৈয়দ আবদুল মান্নান	গুলে বাকাওলী	ঐ
১০. মনিরুজ্জামান খান	চলার পথে	৬ষ্ঠ বর্ষ ৩য়
১১. আবদুল হাফিজ	মা (অনুবাদ গ্রন্থ)	ঐ
১২. কাজী আবুল হোসেন	ফেলে আশা দিনগুলি	৭ম বর্ষ ২য়
১৩. আবদুল মালিক চৌধুরী	নূতন ইমাম	৭ম বর্ষ ৩য়
১৪. ওহীদুল আলম	সোনাগাজী (কিশোর উপন্যাস)	৭ম বর্ষ ৫ম
১৫. বেদুঈন শমসের	বেঈমান	ঐ
১৬. ওহীদুল আলম	শামীমা	৭ম বর্ষ ১২শ
১৭. আবুল কালাম শামসুদ্‌দীন	কাশবনের কন্যা	৮ম বর্ষ ১ম
১৮. আবুল ফজল	চৌচির	১০ম বর্ষ ৭ম

"মন্‌জিল" উপন্যাসের অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার পটভূমিকায় লেখা উপন্যাসটির বাস্তবতাবোধ সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তিনি

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষভাবে নির্দেশ করেছেন, "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মক্‌সাদ পাকিস্তানের তরুণ-তরুণীদের সম্মুখে নতুনতর মন্‌জিলের বলিষ্ঠ ইংগিত রয়েছে 'মন্‌জিলে'।" তিনি ভাষা সংযম ও সাবলীলতারও প্রশংসা করেছেন।

মফিজ-উল-হকের "অসমাপ্ত কাহিনী" উপন্যাসটি সমালোচনা করেছেন মুফাখখারুল ইসলাম। আলোচনা অতি সংক্ষিপ্ত। সমালোচক লেখকের আন্তরিকতা, ঝরঝরে ভাষার প্রশংসা করেছেন। একজন বেকারের জীবন-বিবৃতি হিসেবে বইটি রচিত। বিবৃতি-ধর্মিতার কারণে উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে কী না সে প্রশ্ন তিনি করেছেন।

আকবর হোসেনের "অবাঞ্ছিত" একটি সুপরিচিত উপন্যাস। ১৯৪৩ সালে রচিত এ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫০ সালে। এ সাত বছরে সংগঠিত ঘটনাবলী বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে প্রভাবিত করেছে। পরিবর্তনের প্রভাব আলোচ্য উপন্যাসে নেই দেখে সমালোচক ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। পুস্তকের ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদের উচ্চ প্রশংসা করলেও উপন্যাসের চরিত্র, ভাষা-ব্যবহার, কাহিনী-বিন্যাস প্রভৃতির কোনো প্রশংসা সমালোচক করেন নি। অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেছেন, "যুগআন্ত যুগে মানুষের জীবনধারা পাল্টে যাচ্ছেই; কিন্তু মুসলিম সমাজ-জীবন ও সাহিত্যে যে নূতনের মোড় আসছেই না 'অবাঞ্ছিত' কি কেবল মাত্র তারই ইংগিত দিচ্ছেনা ? আনোয়ারার মোহ থেকে আজও পরিমুক্তি আমাদের মিললো কই ?"

২য় বই ১২শ সংখ্যায় "সেলিনা" নামক একটি উপন্যাসের আলোচনা আছে। সমালোচক আবদুর রসিদ খান বইয়ের মধ্যে শুধু ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপটকে প্রশংসনীয় মনে করেন। লেখার সর্বত্র কাঁচা হাতের প্রমাণ ছড়ানো বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। গ্রামীণ পটভূমিকায় রচিত তাঁতীকন্যা সেলিনা এবং খানদানী বংশের দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তান জামালের মিলনান্তক প্রণয় কাহিনীতে স্থানীয় এক পীরের খল-নায়ক হিসেবে উপস্থিতি রয়েছে। লেখকের ভাষা-ব্যবহার, কাহিনী-বিন্যাস, সমালোচকের কাছে

Dhaka University Institutional Repository

প্রশংসনীয় মনে হয় নি। সংঘাতবিহীন কাহিনী উপন্যাসটিকে সাদামাঠা করে তুলেছে বলে লেখকের ধারণা।

মোহাম্মদ কাসেম রচিত "শতাব্দীর অভিশাপ" উপন্যসটির সমালোচনা করেছেন কাজী মোহাম্মদ ইদরিস। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পূর্ব বাংলার দরিদ্র কৃষকের ছেলে সয়েফের সঙ্গে প্রতাপশালী জমিদার মহারাজ চন্দ্রমোহন ঠাকুরের বিবাদ এবং সয়েফের পরাজয় ও যক্ষ্মা রোগে কলকাতায় মৃত্যু উপন্যাসটির বিষয়। সমালোচক ঔপন্যাসিকের সম্ভাবনার দিকটাই বেশী উল্লেখ করেছেন এবং বাস্তবতা-বোধের প্রশংসা করেছেন; তবে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ঘটনা-প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টাকে তিনি দুর্বলতা বলে চিহ্নিত করেছেন। উপন্যাসের বিশদ কোনো সমালোচনা এতে নেই। পূর্ব-বাংলার মুসলমানেরা উপন্যাস রচনায় কেন সাফল্য-লাভ করছেন না সেটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন।

এম. এ. খান প্রণীত ঐতিহাসিক উপন্যাস "আলোর পরশের" আলোচনা করেছেন এম. এ. নান্না। লোহিত সাগরের ধারে ঈশের জঙ্গলের পরিবেশে উপন্যাসটি ইসলামের প্রাথমিক-যুগের কাহিনী নিয়ে রচিত। উপন্যাসে কাহিনীর বা পাত্র-পাত্রীর বিশ্লেষণ সমালোচক করেন নি, তবে নায়িকাদের প্রসঙ্গে সেক্সপীয়ারের "মিরণ্ডা" ও বঙ্কিমের "কপালকুণ্ডলা" ও কালিদাসের "শকুন্তলার" প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। তিনি উপন্যাসটিকে রসোত্তীর্ন বলে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন "পাকিস্তানের নয়া পরিবেশে এ-জাতীয় উপন্যাস সম্পদ হিসেবেই পরিগণিত হবে।"

৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যায় এক পৃষ্ঠায় তিনটি উপন্যাসের সমালোচনা আছে। এ.কে.এস.নূর মোহাম্মদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত "আসছে বছর" উপন্যাসের সমালোচনা করেছেন গোলাম পান্‌জেতান্। মনঃসমীক্ষণে অনভ্যস্ত, সঞ্চার-পথ সৃজনে অপরিপক্ক, কাঁচা হাতের লেখা এ উপন্যাসটি প্রকাশ না করলেই ভাল হতো বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। উপন্যাসের শৈলীগত দুর্বলতা তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

হামেদ আহমেদ প্রণীত "অপূরণীয়" উপন্যাসের আলোচনা করেছেন কাজি আফসার উদ্‌দিন আহমদ মাত্র ষাট শব্দের অল্প পরিসরে। বহু কাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়ে কাহিনীর গতি, অবস্থিতির স্বাভাবিকতা নষ্ট করেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। একশ বত্রিশ পৃষ্ঠার বইটির মূল্য তিন টাকা রাখাও সমীচীন হয় নি বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন কিন্তু প্রশংসা করেছেন ছাপা, বাঁধাই ও গেট-আপ্‌-এর।

মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী সমালোচনা করেছেন সৈয়দ আবদুল মান্নান রচিত"গুলে বাকাওলী" উপন্যাসের। মধ্যযুগের পুঁথির কাহিনী নিয়ে আধুনিক-কালের এ উপন্যাসটি রচিত। উপন্যাসের ভাষার ও কাহিনীর বৈচিত্র্যের প্রশংসা করেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "সোনার তরী" কাব্যের "নিদ্রিতা" কবিতার, "শাপমোচন" কাব্যনাট্যের ও "শ্যামা" নৃত্যনাট্যের কোনো কোনো অংশের সঙ্গে উপন্যাসটির কোনো কোনো অংশের সাদৃশ্য তিনি লক্ষ করেছেন। বিভিন্ন গুণে উপন্যাসটি "আমাদের সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হবে বলে তিনি বিবেচনা করেছেন।"

মনিরুজ্জামান খান প্রণীত "চলার পথে" উপন্যাসের সমালোচনা করেছেন আবদুর রশীদ খান।'মানুষ বড় না আদর্শ বড়' সে প্রশ্নটি উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য বলে অভিমত দিলেও সমালোচক মনে করেছেন নারী-বিদ্বেষ, মুসলিম নায়কের সঙ্গে হিন্দু নায়িকার প্রণয় এবং এক অশুভ-মুহূর্তে দুজনের চারিত্রিক অধঃপতন প্রভৃতি "বর্তমান পরিবেশের জন্য উপযুক্ত নয়" বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। তবে তিনি কাহিনীর স্বাভাবিক গতিভঙ্গি ও ভাষার সাবলীলতার প্রশংসা করেছেন এবং এ-ও বলেছেন যে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মী' ও 'ষোড়শীর' চরিত্রের এবং যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত' গ্রন্থের ছায়াপাত ঘটেছে।

একই সংখ্যায় পার্ল বাক-এর উপন্যাস "মা" এর আবদুল হাফিজ-কৃত অনুবাদের সমালোচনা লিখেছেন আবু হেনা মোস্তফা কামাল। অনুবাদে লেখক অত্যন্ত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বলে তিনি মনে করেন। তিনি বইটির

Dhaka University Institutional Repository

বহুল-প্রচার কামনা করেছেন, সে কারণে যে, পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য বিগত ছ বছরে অগ্রগতি অর্জন করলেও অনুবাদের ক্ষেত্রে কোনো সাফল্য দেখায় নি। সে অভাব এ বইটি পূরণ করবে বলে সমালোচকের মনে হয়েছে।

কাজী আবুল হোসেন প্রণীত "ফেলে আশা দিনগুলি" নামক উপন্যাস সম্পর্কে জনাব মাহবুব-উল-আলম আলোচনা করেছেন ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যায়। আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত– মাত্র শতাধিক শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ। উপন্যাসে ভবঘুরে স্বভাবের এক কেন্দ্রীয় চরিত্রের উল্লেখ আছে শুধু। সে-ই চরিত্রটি সৃষ্টিতে "অসাধারণ শিল্পবোধের পরিচয়" দিয়েছেন বলে সমালোচক মনে করেন। উপন্যাসের আঙ্গিক, কাহিনী প্রভৃতির কোনো আলোচনা এখানে নেই।

আবদুল মালিক চৌধুরীর "নূতন ইমাম" নামক উপন্যাসের সমালোচনা লিখেছেন মিল্লাত আলী ৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায়। তিনশ আটাত্তর পৃষ্ঠার দীর্ঘ উপন্যাসটির আলোচনা খুবই সংক্ষিপ্ত হলেও সমালোচকের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় কাহিনীর অভাব, চরিত্রের অবাস্তবতা ও টাইপ-ধর্মিতা উপন্যাসের ত্রুটি বলে তিনি বলেছেন। "পাকিস্তান সংগ্রামের পটভূমিকায় লেখা হলেও আজাদী-উন্মুখ মুসলমান জন-সাধারণের মানসিকতার বিশেষ ছাপ" যে নেই সেটি তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি।

মাহবুব-উল-আলম, বেদুঈন শমসের প্রণীত "বেঈমান" উপন্যাসের আলোচনা করেছেন তিনটি বাক্যে। "ভাষার ত্রুটি বিচ্যুতি এবং প্লটের গরমিল সত্ত্বেও একটা আন্তরিকতার আবেদনের জন্য"লেখাটি তাঁর ভাল লেগেছে।

"সোনাগাজী" শিরোনামের রোমাঞ্চকর কিশোর উপন্যাসেরও তিনি আলোচনা করেছেন একই সঙ্গে। ঘটনার ও কাহিনীর দ্রুততার জন্য রচনাটি কিছু পরিমাণ অলীক ও অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠেছে বলে তিনি মনে করেছেন তবে ধীরে-সুস্থে লিখলে "সোনাগাজী"র কাহিনী বাস্তবসম্মত হতে পারতো বলে তিনি মনে করেছেন। এ আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে চার বাক্যে।

Dhaka University Institutional Repository

"শামীমা" ওহীদুল আলম রচিত ত্রিভুজ প্রণয়-কাহিনী; আলোচনা করেছেন মাহ্‌বুব-উল-আলম ৭ম বর্ষ ১২শ সংখ্যায়। তিনি কাহিনী অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। ঘটনা বা চরিত্রের কোনো ব্যাখ্যা করেন নি। শুধু বলেছেন, "ওহীদুল আলম এই কাহিনীটি বিশেষ সহানুভূতি দিয়ে লিখেছেন। তাই চরিত্রগুলো ফুটেছে ভালো এবং পাঠকের মনকে নাড়া দেয়।"

ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন তরুণ সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দীনের "কাশবনের কন্যা" উপন্যাসের আলোচনা করেছেন ৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যায়। দরিদ্র কৃষক-সন্তানের ব্যর্থ প্রণয়কে ষড়-ঋতুর বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা সমালোচকের কাছে "অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ" মনে হয়েছে। গ্রন্থকার এ রোমাঞ্চকর প্রেম-কাহিনী রচনার জন্য "অজস্র প্রশংসা পাবার যোগ্য" বলেও তিনি মন্তব্য করেছেন। আলোচনা সংক্ষিপ্ত, কাহিনী অথবা চরিত্রের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি।

আবুল ফজল রচিত "চৌচির" উপন্যাসের আলোচনা করেছেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। আলোচনা দীর্ঘ না হলেও দক্ষতার জন্য প্রশংসনীয়। তিনি উপন্যাসের পটভূমি, চরিত্র-সৃষ্টি, প্লট-বিন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং কোথাও কোথাও অস্বাভাবিকতা, অসংলগ্নতা ও অসঙ্গতি লক্ষ করেছেন। ভাষা-ব্যবহার যে প্রশংসনীয় তা তিনি উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ সংক্ষেপে হলেও একটি সামগ্রিক আলোচনার উদাহরণ এ রচনাটি।

ঘ. নাট্যগ্রন্থ

"কিতাব-মহলে" মোট এগারটি নাট্যগ্রন্থ সম্পর্কে সমালোচনা হয়েছে; সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

লেখক/সম্পাদক	পুস্তক	সংখ্যা
১. আযীম উদ্‌দীন আহ্‌মদ	মহুয়া	৪র্থ বর্ষ ৯ম
২. ওবায়েদ আসকার	বিদ্রোহী পদ্মা	৫ম বর্ষ ৩য়

Dhaka University Institutional Repository

লেখক/সম্পাদক	পুস্তক	সংখ্যা
৩. শেখ শামসুল হক	চাষীর ভাগ্য	৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম
৪. পঞ্চতীর্থ সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য	বঙ্গগৌরব হুসেন শাহ্	৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ
৫. এম. নুরুল মোমেন	রূপান্তর	৬ষ্ঠ বর্ষ ৯ম
৬. কাজী মোহাম্মদ ইলিয়াস	স্মাগলার	৬ষ্ঠ বর্ষ ১১শ
৭. জনাব আবুয্যোহা নূর আহমদ	তামাশা (হাস্য নাটিকা)	৬ষ্ঠ বর্ষ ১২শ
৮. ঐ	আনার কলি	ঐ
৯. আবদুল হক	অদ্বিতীয়া	৮ম বর্ষ ৫ম
১০. আবুল হাশেম	মাষ্টার সাহেব	৮ম বর্ষ ৬ষ্ঠ
১১. মোহাম্মদ ফেরদৌস খান	কচি মেলা (শিশু নাটিকা)	৮ম বর্ষ ১২শ

"মহুয়া" নামের বিয়োগান্তক নাটকটির সমালোচনা করেছেন কামাল উদ্দীন খান। প্রায় চারশো বছরের পুরনো কাহিনী নিয়ে ইতোপূর্বে আরো নাটক রচিত হলেও নাট্যকারের অবলম্বিত টেকনিক, শব্দপ্রয়োগ, বাকপটুতা, গান-রচনা এবং নাটকীয়তার প্রশংসা করেছেন। সমালোচক বিশেষত প্রশংসা করেছেন তাঁর বাক্-বিস্তার এবং বাক্-পটুতার।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দশটি বাক্যে "বিদ্রোহী পদ্মা" নাটকটির সমালোচনা হয়েছে নূর উদ্-দীন মাহমুদ কর্তৃক। অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে পদ্মাপারের নির্যাতিত প্রজাদের সংগ্রাম এবং বিজয় নাটকটির বিষয়বস্তু। শহুরে ও গ্রাম্য ভাষায় রচিত নাটকটি সমালোচকের ভাল লেগেছে।

সমালোচক ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন "চাষীর ভাগ্য" নামের নাটকটির সামগ্রিক আলোচনা করেছেন। নাটকটিতে সামন্ততন্ত্রের পরাজয় এবং গণতন্ত্রের জয় বিষয়বস্তু হয়েছে। সমালোচক "নাট্যকারের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী এবং সমাজসেবা, দেশোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ের" গঠনমূলক চিন্তার প্রশংসা

করেছেন। তবে কোথাও কোথাও ঘটনা সংস্থাপনে অসংলগ্নতা, তথ্যে অসঙ্গতি, অশোভন কথাবার্তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। একটু রদ-বদল করলেই এমন জনশিক্ষামূলক নাটকের সাহিত্যিক-মূল্য বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশা করেছেন।

"বঙ্গ গৌরব হুসেন শাহ" পঞ্চাঙ্ক নাটকটিরও সামগ্রিক সমালোচনা করেছেন ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন। পঞ্চদশ, ষোড়শ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের সামাজিক-ব্যবস্থা, রাজনৈতিক-ঘটনাবলী, বাংলা-সাহিত্যে মুসলমান-শাসকদের বিশেষত হুসেন শাহের অনুরাগ, পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতি বিষয়ের সন্নিবেশ ঘটেছে। নাটকটির সাবলীল ভাষা, ঘটনার বহুলতা ও বৈচিত্র্য প্রশংসনীয় হলেও কখনও কখনও ঐতিহাসিক তথ্যে বিষম ভুল, সংলাপে অস্বাভাবিকতা, মানসিক দ্বন্দ্বে অস্পষ্টতা এর সাহিত্য-রস ক্ষুণ্ন করেছে। সমালোচক অবশ্য বলেছেন, "বইখানার অনেক গুণ আছে, তার তুলনায় ত্রুটি সামান্যই। এমন শিক্ষণীয় বৈচিত্র্য-বহুল নাটকের আদর হওয়া উচিত।"

"রূপান্তর" নামের একখানা চমৎকার হাস্য-নাটিকার গঠনমূলক সমালোচনাও লিখেছেন ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন। সমাজের বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশ ঘটেছে নাটকটিতে। গল্পের নায়ক রশীদ আক্‌দবদ্ধ হয়ে বিলেতে যায় এরপর ইঞ্জিনিয়ার হয়ে দেশে এসে পূর্ব-প্রতিশ্রুতি ভুলে যায়। পরবর্তীকালে তার সেক্রেটারী মিস্ পার্ক, ছদ্ম-নামেই নায়িকার সঙ্গে মিলনাত্মক পরিণতি নাটকটির বিষয়বস্তু। নাট্যকারের স্বভাবসুলভ রস-সঞ্চারে রচিত এই মনোজ্ঞ নাটকটিতে সমালোচক সর্বত্রই নাট্যকুশলতা এবং নাট্যকারের ভবিষ্যত সম্ভাবনার দিকটিই প্রত্যক্ষ করেছেন প্রবলভাবে।

"স্মাগলার" শিরোনামের নাটকটি নিয়ে সমালোচনা করেছেন জাহিদুল হুসাইন। এ জাতীয় জটিল এবং সাম্প্রতিক সমস্যার নিরিখে, পরিমিত বাক্যে নাট্যরচনার জন্য নাট্যকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সমালোচক। তবে পরিসরের স্বল্পতায় কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলো পূর্ণ বিকশিত হয় নি বলেও মন্তব্য করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

"তামাশা" নামক হাস্যরসাত্মক নাটিকাটি মাত্র পাঁচটি বাক্যে আলোচনা করেছেন মাহবুব-উল-আলম। আলোচনায় নাটকটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোনো বক্তব্য নেই। সমালোচক নাট্যকারের প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করে পরিশেষে বলেন "এবং কৌশলে মধুরেণ সমাপয়েৎ করা হয়েছে।"

মোঘল শাসনামলের রাজ-নর্তকী আনারকলি ও শাহজাদা সেলিমের প্রণয়-কাহিনী অবলম্বনে রচিত "আনারকলি" নাটকটিতেও সমালোচকের ভূমিকা নিয়েছেন মাহবুব-উল-আলম। নাট্য-রচনার কৌশল, প্রতিভা, কল্পনা-শক্তি সব বৈশিষ্ট্যই নাটকটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে এজন্য নাটকটি সমালোচকের মর্ম স্পর্শ করেছে।

ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন করেছেন "অদ্বিতীয়া" নাটকটির সমালোচনা। নাটকটি মুসলিম সমাজের বহুবিবাহ-প্রসূত সমস্যাবলী নিয়ে রচিত। আগে যেখানে ভোগ-বিলাসের জন্য বহু বিবাহ হতো আজ তা সামাজিক-সম্মান ও অর্থনৈতিক বৈভব-বৃদ্ধির হাতিয়াররূপে রূপান্তরিত হয়েছে মাত্র। এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষাপটে ঔষধ-ব্যবসায়ী আনোয়ার-উল-ইসলাম, তার প্রথম স্ত্রী রাবেয়া খানম এবং দ্বিতীয় আধুনিকা, শিক্ষিতা-স্ত্রী ফরীদা বানুকে কেন্দ্র করে নাটকটি রচিত। নাটকটির ভাষা, শব্দ, সংলাপ নিয়ে কোনো আলোচনা হয় নি, শুধু উপসংহারে বলেছেন, "মোটের উপর নাটকটি সুখপাঠ্য হয়েছে; আশা করি সুখ-দৃশ্যও হবে।"

পঞ্চাঙ্ক নাটক "মাষ্টার সাহেব"-এর সমালোচনা রয়েছে ৮ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায়; লিখেছেন অধ্যাপক আশ্‌রাফ সিদ্দিকী। গ্রন্থকার তাঁর জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতায় শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি অপনোদনের মানসে নাটকটি লেখেন। নাটকটির নায়ক নানা বিপত্তি সত্ত্বেও সফল হন কিন্তু মূল ঘটনা, ভাষা-বিন্যাস ও সংলাপ সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। সমালোচক আশা করেছেন "প্রাথমিক ট্রেনিং সেন্টার, গ্রাম্য পাঠশালা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই নাটকগুলির অভিনয় হইলে দর্শকবৃন্দ যে শুধু আনন্দ পাইবে তাহাই নহে, শিক্ষা লাভও করিবেন।"

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যানুরাগী মোহাম্মদ ফেরদৌস খানের "কচিমেলা" শিশু নাটিকাটি আবুল ফজল কর্তৃক সমালোচিত হয়েছে। নাট্যকার তাঁর শিশু-মনস্তত্ত্ব গবেষণার অভিজ্ঞতা ও স্বাভাবিক সাহিত্যবোধের আলোকে শিশু-মনের উপযোগী করে বইটি লিখেছেন। সমালোচকের বইটি ভাল লেগেছে এবং শিশুদেরও ভাল লাগবে বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

ঙ . ভ্রমণ-কাহিনী

"কিতাব-মহলে" আটটি ভ্রমণ-কাহিনী বিষয়ক বই-এর সমালোচনা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে ঃ

লেখক/সম্পাদক	পুস্তক	সংখ্যা
১. ইব্রাহীম খাঁ	ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র	৭ম বর্ষ ৪র্থ
২ চৌধুরী শামসুর রহমান	মুসাফির	৮ম বর্ষ ৬ষ্ঠ
৩. বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ	আমার দেখা তুরস্ক	৯ম বর্ষ ৩য়
৪. ইব্রাহীম	পশ্চিম পাকিস্তানের পথে ঘাটে	৯ম বর্ষ ৭ম
৫. এম. এ. আজম	বিশ্বনবীর দেশে	১০ম বর্ষ ৩য়
৬. সৈয়দ আবদুস সুলতান	পঞ্চনদীর পলিমাটি	ঐ
৭. জহুরুল হক	সাত সাঁতার	১০ম বর্ষ ৬ষ্ঠ
৮. মুহম্মদ আবদুল হাই	বিলেতে সাড়ে সাতশ' দিন	১০ম বর্ষ ১১শ

৭ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় ইব্রাহীম খাঁ রচিত "ইস্তাম্বুল যাত্রীর পত্র" ভ্রমণ-কাহিনীটির আলোচনা করেছেন এম.এ.নান্না। ইস্তাম্বুল অত্যন্ত প্রাচীন ও সমৃদ্ধ শহর। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এ নগর তুরস্কের রাজধানী ছিল। সে সময় তুরস্কের খলীফা সমগ্র মুসলিম জাহানের খলীফা হিসেবে বিবেচিত হতো। পরবর্তীকালে ১ম মহাযুদ্ধের পর তুরস্ক সে গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে মুসলমানদের অন্তরে ইস্তাম্বুল শহরের জন্য গভীর মমত্ববোধ আছে; ইব্রাহীম

খাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে সে মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে বলে সমালোচক লক্ষ করেছেন। সমালোচকের ভাষায়, "পুস্তকটি আগাগোড়া একজন মুসলিম দরদীর প্রাণ-নিঃসৃত করুণ রসে সিক্ত।"

সমালোচক বইয়ের রচনাশৈলী, আঙ্গিক, ছাপা, বাঁধাই ও ছবির প্রশংসা করেছেন। লেখকের কৌতুক-বোধ তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। সব কিছু ছাপিয়ে তাঁর কাছে ধরা পড়েছে মুসলিম ঐতিহ্য ও গৌরবের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে লেখক যে এর মূল্যায়ন করেছেন সে দিকটি। তিনি লিখেছেন, "অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের অতীতের পশ্চাতভূমিসহ অতি আধুনিক ছবি, সাম্প্রতিক প্রগতি ও প্রগতির অন্তরালে অধোগতির দৃশ্য। এককথায় আলোচ্য পুস্তকটি একাধারে সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ ও ভ্রমণকারীদের নিকট সমভাবে সুখপাঠ্য ও সুপাঠ্য।"

শামসুর রহমান রচিত "মুসাফির" বইটির সমালোচনা করেছেন অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন। লেখকের ব্যক্তি পরিচয় সংক্ষেপে সমালোচক দিয়েছেন, তা থেকে দেখা যাচ্ছে শামসুর রহমান "হানাফী" ও "তবলিগ" নামক দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। লেখক চাঁদপুর থেকে শুরু করে ঢাকা, কলকাতা, আগ্রা, দিল্লী, বোম্বে, আজমীর প্রভৃতি জায়গা ভ্রমণ করেছিলেন। সমালোচনায় তিনি ভ্রমণ কাহিনীর একটু-আধটু বিবরণ দিয়েছেন। পর্যটকের অভিজ্ঞতা যে "বিস্ময়কর"এবং কখনও কখনও "মর্মস্পর্শী" তা তিনি বলেছেন।

বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের "আমার দেখা তুরস্ক" বইটি সম্পর্কে মন্তব্য লিখেছেন মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ। ১৯৫২ সালে লেখিকা তুরস্ক সরকারের আমন্ত্রণে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মিশনের প্রতিনিধি হয়ে তুরস্কের "বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন, সম্বর্ধনা, সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে" যোগ দেন এবং সর্বত্রই অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ও বিপুল সম্বর্ধনা-লাভ করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, এ ধরণের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর পারস্পারিক ঐক্য ও সমঝোতা বাড়িয়ে দেবে এবং একাজে "পাকিস্তানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ" তিনি বলেছেন। সমালোচক লক্ষ করেছেন স্বচ্ছ, সাবলীল ভাষায়

Dhaka University Institutional Repository

তিনি যে-সব খণ্ড-কাহিনী লিখেছেন তাতে "পাক-তুর্কী মৈত্রী বন্ধন নিঃসন্দেহে দৃঢ়তর করে তুলবে।"

১০ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় জনাব এম.এ. আজম রচিত "বিশ্বনবীর দেশে" বইটির সমলোচনা আছে। ১৯৫৪ সালে লেখক হজ্ব করতে মক্কাতে গিয়েছিলেন। হজ্বের সময় তাঁর আন্তরিক উপলব্ধি ও আবেগ বইটিতে প্রতিফলিত হয়েছে। লেখকের রচনাশৈলী কবিত্বময় ও ব্যঞ্জনাধর্মী। তিনি আবেগময় বর্ণনা করেছেন সঙ্গে সঙ্গে হজ্ব যাত্রীরা কখনও কখনও যে সাংসারিক বৈভব-বৃদ্ধির সুযোগ গ্রহণ করে, সে কথাও বলেছেন। কিন্তু সমালোচকের দৃষ্টি বেশী আকর্ষণ করেছে লেখকের ভক্তিভাব পরিপ্লুত ছবি, মদীনায় হজরত মুহম্মদের রওজা মোবারকের পাশে দাঁড়িয়ে লেখকের অনুভব, ভাবাকুলতা প্রভৃতি। এ অকৃত্রিম আবেগের বলে বইটি সুখপাঠ্য হয়েছে বলে সমালোচক মন্তব্য করেছেন।

আসকার ইবনে সাইখ "পশ্চিম পাকিস্তানের পথে ঘাটে" বইটির সমালোচনা করেছেন। পাকিস্তানের দু-অংশের মধ্যে সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বাড়াতে লেখক দেড়শো পৃষ্ঠার বইটি লিখেছেন। পশ্চিম পাকিস্তানের সংস্কৃতি, সভ্যতা, পথ-ঘাট, মাটি-মানুষের পরিচয় লেখক রসঘন ভাষায় তুলে ধরেছেন। বইটির বিশিষ্ট ছাপা, বাঁধাই একে "সুরুচিসম্পন্ন" করেছে। সমালোচক বলেন, "আজ যখন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পরস্পরকে জানা-চেনার অফুরন্ত প্রয়োজন রয়েছে, তখন এ বই-এর বহুল প্রচলন সর্বান্তঃকরণে কামনা করা যায়।"

কবি আবদুল কাদির সমালোচনা করেছেন সৈয়দ আবদুস সুলতানের লেখা "পঞ্চনদীর পলিমাটি" নামক বইয়ের। বইটির প্রচুর তথ্যের সমাবেশ সমালোচকের কাছে খুব বেশী গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। যদিও সামগ্রিক "ভাষা-প্রাঞ্জল ও গতিশীল, বর্ণনাভঙ্গী মনোরম।" তিনি লেখকের বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা উল্লেখ করেছেন এবং মূল বইয়ের স্বাদ পাঠক যাতে বুঝতে পারেন সে চেষ্টা করেছেন। লেখক যে কোথাও কোথাও

Dhaka University Institutional Repository

আবেগপ্রবণ, রোমান্টিক ও প্রাচীন-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখে বিষণ্ন হয়ে গিয়েছেন তা তিনি নির্দেশ করেছেন।

জহুরুল হকের বিখ্যাত "সাত সাঁতার" বইয়ের সামগ্রিক আলোচনা করেছেন মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ। "চরিত্র-চিত্রণের পটভূমি" প্রচুর তথ্য সমাবেশ এবং বর্ণনা-বাহুল্য "ভ্রমণ কাহিনীর" বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে ক্ষুণ্ন করেছে বলে সমালোচক মনে করেন। তবে মামুলী পথের পাঁচালী না লিখে "দেশ-ভেদে মানুষের রূপভেদ হলেও হৃদয়বৃত্তি যে একেবারে ভিন্ন হয়ে যায় না তা-ই প্রতিপন্ন করেছেন" লেখক এর প্রায় সব কটি চরিত্রে। সমালোচক বিশেষভাবে লক্ষ করেছেন, আমেরিকার নানা শ্রেণীর মানুষের মানবিক প্রবৃত্তি। এছাড়া তিনি সে দেশে বসবাসকারী বিদেশীদের নিজ নিজ সংস্কার ধরে রাখার প্রবণতা, এতে উদ্ভূত "দ্বন্দ্ব ও জটিলতা", স্বদেশের জীবনধারার সঙ্গে তুলনামূলক ব্যবধান এবং আমেরিকার সামগ্রিক পরিচয় "রস মাধুর্য" এবং স্বাভাবিক কথায় তুলে ধরেছেন। বইটির প্রচ্ছদপট মনোরম এবং ছাপা- বাঁধাই প্রথম শ্রেণীর।

মোহাম্মদ আবদুল হাইর "বিলেতে সাড়ে সাতশ' দিন"এর সমালোচনা লিখেছেন মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ। সমালোচক দেখিয়েছেন যে, ভ্রমণ কাহিনীটি নীরস তথ্য পরিবেশনের বাহন না হয়ে লেখকের রচনা ও ব্যক্তিত্বের স্পর্শে "সুখ-পাঠ্য রম্য চরিত্র" অর্জন করেছে। এ রম্য চরিত্রের পরিচয় ফুটে ওঠেছে ফ্রান্সের রাজধানী পারীর বর্ণনায়, কখনও কখনও লন্ডনের বর্ণনায়। লেখক বিদেশের সঙ্গে স্বদেশের তুলনা যে কোথাও কোথাও করেছেন, সেটিও সমালোচকের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। এ পুস্তকের মধ্যে তিনি লক্ষ করেছেন, লেখকের দেশপ্রাণতা, সৌন্দর্য-উপভোগের ক্ষমতা ও উদ্ভাবনী-ক্ষমতার নিদর্শন। বইয়ের প্রচ্ছদ, ছাপা এবং সাইজ আধুনিক রুচিসম্মত।

Dhaka University Institutional Repository

চ. জীবনীগ্রন্থ

"কিতাব-মহলে" মোট ষোলটি জীবনীগ্রন্থ সমালোচিত হয়েছে. ইংরেজীতে তরজমা নজরুল ও জিন্না-বিষয়ক বই দুটোর সমালোচনা হয় নি; ষোলটি পুস্তক হচ্ছে ঃ

লেখক/ সম্পাদক	পুস্তক	সংখ্যা
১. ডঃ মোহাম্মদ হোসেন	পাগলা গারদে দুই বছর	১ম বর্ষ ৮ম
২. আবদুল ওহাব	হজরত মাওলানা ছফিউল্লাহ	৪র্থ বর্ষ ৬ষ্ঠ
৩. মাহ্‌বুব-উল-আলম	পল্টন জীবনের স্মৃতি	ঐ
৪. জসীম উদ্‌দীন	যাঁদের দেখেছি	৪র্থ বর্ষ ১২শ
৫. মওলবী নূরুদ্দীন আহমদ	ছীরতে নেছারিয়া	৫ম বর্ষ ৩য়
৬. মৌলবী আবদুল জব্বার সিদ্দিকী	মানুষের নবী	৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ
৭. অধ্যাপক আবদুল লতিফ	মীর মশাররফ হোসেন	৫ম বর্ষ ৮ম
৮. শেখ ফজলল করীম	বিবি রহিমা	৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম
৯. মুহম্মদ ইসহাক আলী	পয়গাম্বর সহধর্মিনী	৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ
১০. জনাব আবুয্‌যোহা নূর আহমদ	হযরতের পুণ্যময়ী বিবিগণ	৬ষ্ঠ বর্ষ ১২শ
১১. মুহম্মদ ইসহাক আলী	পয়গাম্বর সহধর্মিনী (২য় সংস্করণ)	৭ম বর্ষ ৫ম
১২. সারাহ্ কে. বোল্টন ও সিরাজুদ্দী হোসেন	ছোট থেকে বড়	৯ম বর্ষ ৭ম
১৩. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন	যুগ স্রষ্টা নজরুল	১০ম বর্ষ ২য়
১৪. চৌধুরী শামসুর রহমান	পঁচিশ বছর	১০ম বর্ষ ১০ম

"পাগলা গারদে দুই বছর" বইটির সমালোচনা লিখেছেন মোমৃতাজ। ঢাকার সিভিল সার্জন ডাক্তার মোহাম্মদ হোসেন দু বছর অবিভক্ত বাংলায় ডেপুটি

Dhaka University Institutional Repository

সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসেবে রাঁচীর পাগলা গারদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বইটি লেখেন। আলোচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ যথাযথ। সমালোচক লেখকের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গির প্রশংসা করেছেন তবে স্থান-বিশেষে বর্ণনা-বাহুল্য-দোষ তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি।

"হজরত মাওলানা ছফিউল্লাহ"র জীবনী গ্রন্থটি পড়ে সমালোচক কাদের নেওয়াজ লেখকের সুন্দর ও মধুর ভাষার সাতিশয় প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, "বিভিন্ন ভুক্ত-ভোগীর উক্তিগুলি এত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে যে বইটিকে মৌচাকের একটি কক্ষের মতই সরস বলিয়া মনে হয়।"

প্রথিতযশা, সুরসিক কথাশিল্পী মাহবুব-উল-আলমের "পল্টন জীবনের স্মৃতি" বইয়ের সমালোচনা করেছেন কামাল উদ্দীন। সমালোচক এ প্রবীণ এবং সফল লেখকের অপূর্ব লেখনী পড়ে "জীবনের দৈনন্দিন কাহিনীই বুঝি শ্রেষ্ঠতম কথা সাহিত্যের উপাদান জোগায়" বলে বোধ করেছেন। আলোচনা অংশে গ্রন্থের বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, ভাষা সম্পর্কে আলোকপাত করেন নি তবে 'অসামরিক জাতি' বলে বাঙ্গালীর যে অপবাদ আছে তার প্রতিবিধানের নানা উপদেশ দিয়েছেন এবং প্রথম মহাযুদ্ধে গঠিত "বাঙ্গালী পল্টন"-এর কীর্তি-কাহিনী থেকে অনুপ্রাণিত হতে বলেছেন।

কবি জসীম উদ্‌দীন পদ্যের ন্যায় গদ্য রচনাতেও সিদ্ধহস্ত তার প্রমাণ "যাঁদের দেখেছি" বইতে মেলে। নজরুল, দীনেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সিরাজী, শরৎচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীদের সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত সম্পর্কের আলোকে স্কুল-পাঠ্য উপযোগী করে বইটি লিখেছেন। সমালোচক কবির "সহজ চিন্তা, সহজ বলায় সৌন্দর্য সৃষ্টির" দক্ষতা গদ্য রচনাতেও অব্যাহত থেকেছে বলে মন্তব্য করেছেন।

"ছীরতে নেছারিয়া" বইটির প্রথম ভাগে শার্ষিণার পীর সাহেবের সাধনা-সমৃদ্ধ জীবন ও নীতি-আদর্শ সংক্ষেপে লিখেছেন তাঁরই ভক্ত মওলবী নূরুদ্দীন আহমদ। বইটিতে অতিরঞ্জন বা সম্মোহন-ভাব নেই। ভাষা মোটামুটি প্রাঞ্জল। পীর সাহেবের রীতি-নীতি প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন "তবুও

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষা এবং আধুনিক জীবন-নির্বাহ ব্যাপারে তাঁর বিতৃষ্ণা পুরোপুরিই বজায় ছিল।" তবে "ইংরেজ আমলে জুম্মার নামাজ পড়া অবিধেয়"— এ মত পরবর্তীকালে পরিবর্তন করেছিলেন তিনি।

৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় সমালোচক বন্দে আলী মিয়া "মানুষের নবী" বইয়ের সংক্ষিপ্ত অথচ বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন। তিনি শুধু মহানবীর জীবনী নয়, সে-সঙ্গে জীবনের অমৃতময় আদর্শ তুলে ধরে আমাদের জাতীয় জীবন-গঠনে সহায়তা করেছেন বলে তিনি মনে করেন। বইটিতে হাদিসগুলোর তরজমা এবং মূল্যবান টীকারও প্রশংসা করেছেন সমালোচক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক মীর মশাররফ হোসেনের জীবন ও সাহিত্য-কর্মের আলোকে অধ্যাপক আবদুল লতিফ রচিত "মীর মশাররফ হোসেন" গ্রন্থটির সমালোচনা করেছেন আশ্‌রাফ সিদ্দিকী। লেখক মীর সাহেবের সাহিত্য-কর্মকে কাব্য, জীবন-কথা, সাহিত্য এভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত করে সাবলীল ভাষায় এবং বিচার-বিশ্লেষণ সাপেক্ষে উপস্থাপন করেছেন। শ্রেণীবিন্যাসে সামান্য মত-পার্থক্য ঘটলেও সমালোচক "লেখকের পরিশ্রম ও উদ্যমকে সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দন" জানিয়েছেন।

৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যায় আধা পৃষ্ঠায় অতি-সংক্ষেপে এনায়েত মওলা দুটি বইয়ের সমালোচনা লিখেছেন; এর প্রথমটির শিরোনাম "বিবি রহিমা"। পাঠকের চিত্তাকর্ষণের সব গুণাবলী লেখকের রয়েছে বলে সমালোচক মনে করেন। হজরত আইয়ুব (আঃ) ও বিবি রহীমার জীবনাদর্শমূলক বইটি প্রতি ঘরে শোভা পাওয়ার যোগ্য বলে তাঁর ধারণা।

মাত্র সাতটি বাক্যে "পয়গাম্বর সহধর্মিণী" বইটির আলোচনা করেছেন এনায়েত মওলা। বইটির মূলসুর হচ্ছে "যেই বহুবিবাহ প্রথা হজরত মুহম্মদ (দঃ) সমাজে প্রচলিত করিয়াছেন তাহা স্ত্রী জাতির জন্য কখনও অকল্যাণকর নহে।"বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের আলোচনা করেছেন কাজী আফসারউদ্দিন। মহানবীর পুণ্যময়ী তেরজন বিবির পবিত্র জীবন-কাহিনীমূলক বইটি প্রত্যেক মুসলমানদের জানা ও পাঠ করা একান্ত কর্তব্য বলে সমালোচক মন্তব্য করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মাহবুব্-উল-আলম "হযরতের পুণ্যময়ী বিবিগণ" বইটির সমালোচনা লিখেছেন মাত্র চারটি বাক্যে। লেখার নানা দোষ-ত্রুটি সমালোচকের দৃষ্টি এড়ায় নি; "ফলে, বিষয়বস্তু উপাদেয় হওয়া সত্ত্বেও রচনা সুখ-পাঠ্য হয় নি" বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

"ছোট থেকে বড়" বইটিতে দেশ-বিদেশের চব্বিশ জন খ্যাতনামা মনীষীর জীবনী আলোচনা করেছেন মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ। এঁরা সকলেই আনুষঙ্গিক পরিবেশের তুলনায় বড় তবু কারো কারো মনীষা ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে যায় আবার কারো সীমিত থাকে সংকীর্ণ আয়তনে। গ্রন্থটি বিশিষ্ট এজন্য যে ইউরোপীয় মনীষীদের পাশাপাশি এদেশের মুসলিম মনীষীদের জীবনী অধ্যয়নের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের তরুণরা জীবনে বড় হতে অনুপ্রাণিত হবে। বইটির ছাপা, বাঁধাই, ভাষা প্রভৃতির প্রশংসা করেছেন সমালোচক।

"যুগস্রষ্টা নজরুল" বইটি লিখেছেন কবি নজরুলের বন্ধু ও ভক্ত খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন আর সমালোচনা করেছেন অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই। প্রাণের শক্তিতে, বুদ্ধির দীপ্তিতে, কর্ম-ক্ষমতায় রবীন্দ্র-শাসিত বাংলা সাহিত্যে নজরুল নিজেও ছিলেন একটি যুগের স্রষ্টা। সমালোচক মনে করেন, সৃষ্টিকে জানতে হলে গভীরভাবে স্রষ্টার জীবনকে জানতে, চিনতে ও বুঝতে হয়। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই কবির ঘনিষ্টতম সাহচর্যের অভিজ্ঞতার উপলব্ধিকে গ্রন্থকার উপস্থাপন করেছেন অনাড়ম্বর ও সরস ভাষায়। সমালোচক মনে করেন, "নজরুল সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক মাত্রই" উপকৃত হবেন বইটি পড়ে। বইটির প্রচ্ছদপটে "সুরুচির অভাবে" পীড়িত হয়েছেন তিনি এবং এজন্য অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসকে দায়ী করেছেন।

গ্রন্থকার শামসুর রহমানের আত্মজীবনীমূলক বইটির সমালোচনা করেছেন মঈনুদ্দীন। চামড়ার কারখানার সামান্য কারিকর থেকে বহু সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার পর তিনি সংবাদিক ও সুসাহিত্যিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলেছেন। গ্রন্থটিতে জীবন-স্মৃতির পাশাপাশি পঁচিশ বছরের ভেতর তৎকালীন সমাজ, রাজনীতি, ধর্মীয়-আন্দোলন, সাহিত্য প্রভৃতির পরিচয়

Dhaka University Institutional Repository

গুরুগম্ভীর ভাষায় এবং উপন্যাসের ঘটনা-বিন্যাসের মধুরতায় ফুটে ওঠেছে। সমালোচক মনে করেন লেখকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সকলে যদি তাঁর সমকালের ছবি আঁকেন তাহলে বর্তমান প্রজন্ম সে সময়ের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসকে জানতে পারবে সহজে। এজন্যই বইটিকে তিনি বিশিষ্ট বলেছেন।

ছ. প্রবন্ধগ্রন্থ

"মাহে-নও" পত্রিকায় নিম্নোক্ত বারটি প্রবন্ধগ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল ঃ

	লেখক/সম্পাদক	পুস্তক	সংখ্যা
১.	শ্রী রাধাচরণ দাস সাহিত্য রত্ন	কবির স্বপ্ন	২য় বর্ষ ১২শ
২.	অধ্যাপক আবদুল লতিফ চৌধুরী	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস	৪র্থ বর্ষ ১১শ
৩	এম. আবদুল কাদের	ইসলামিক সমাজতন্ত্রবাদ	৫ম বর্ষ ২য়
৪	অধ্যাপক শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী	নজরুল সাহিত্যের ভূমিকা	৫ম বর্ষ ১১শ
৫	অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই	সাহিত্য ও সংস্কৃতি	৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ম
৬.		পাকিস্তানের লোক কবি	৭ম বর্ষ ৮ম
৭.		পূর্ববঙ্গের লোক গীতিকা	৮ম বর্ষ ৫ম
৮.	আবদুল মওদুদ	মুসলিম মনীষা	৮ম বর্ষ ৭ম
৯.		বাংলা সাহিত্যের সম্পদ	৯ম বর্ষ ২য়
১০.	সম্পাদক-জনাব শেখ মোহাম্মদ ইকরাম	পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার	৯ম বর্ষ ৫ম
১১.	ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক	মুসলিম বাঙ্গলা সহিত্য	৯ম বর্ষ ৬ষ্ঠ
১২.	কাজী মোতাহার হোসেন	নজরুল কাব্য পরিচিতি	১০ম বর্ষ ২য়

Dhaka University Institutional Repository

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "খেয়া" কাব্যের আলোচনামূলক "কবির স্বপ্ন" বইয়ের আলোচনা করেছেন ফজলুর রহমান। "খেয়া" ও "বলাকা" কাব্যের মৌলিক পার্থক্য, আলোচক উপলব্ধি করতে পারেন নি। শুধু তাই নয় খেয়া কবিতাকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ কাব্যগ্রন্থ হিসেবে বিচারজনিত ত্রুটিও করেছেন তিনি। কাব্যের শিল্পরূপের আলোচনা নেই এবং বইটির পর্ব-বিন্যাসও হয়েছে 'অশোভন'।

অধ্যাপক আবদুল লতিফ চৌধুরী প্রণীত "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস" বইটি সম্পর্কে লিখেছেন অধ্যাপক নিজামউদ্দিন আহমদ। তিনি মাত্র দশটি বাক্য ব্যয় করেছেন সে-কাজে। বাংলা-সাহিত্যের যুগ-বিভাগ 'পাঠান আমল' 'মোঘল আমল' ধরে করা তাঁর কাছে বিজ্ঞানসম্মত বলে মনে হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে সচেতনতা-বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি সন্তোষ-প্রকাশ করেছেন।

"ইসলামিক সমাজতন্ত্রবাদ" প্রবন্ধটির লেখক এম. আবদুল কাদের এবং সমালোচক এ. এম. এম. শাহাবুদ্দিন। ইসলামী-ইজম প্রবন্ধটির প্রতিপাদ্য বিষয়। ইসলামিক-সমাজবিধি, ইসলামিক-অর্থনীতি প্রভৃতি পর্ব ভাগে গ্রন্থটিতে লেখকের সহজ উপস্থাপন লক্ষণীয়। ভাষা ব্যবহারে গুরু-চণ্ডালীদোষ, পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক প্রভাব প্রভৃতি ত্রুটি সমালোচকের দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি অবশ্য মনে করেন "ত্রুটিগুলো সহজেই পরিহার করা যেত।"

অধ্যাপক শিবপ্রসন্ন লাহিড়ীর "নজরুল সাহিত্যের ভূমিকা" গ্রন্থের সমালোচক হচ্ছেন আশ্‌রাফ সিদ্দিকী। গ্রন্থটি প্রণয়নের উদ্দেশ্য, সফলতা, লেখকের সরল আলোচনার সরসতা প্রভৃতি বিষয়ে সমালোচক আলোকপাত করেছেন। বিশেষত, লেখকের বিচার-শক্তি ও লেখার ষ্টাইলকে বিশিষ্ট বলেছেন।

অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল হাই প্রণীত "সাহিত্য ও সংস্কৃতি" গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন তালিম হোসেন। সমালোচক প্রবন্ধকারের অনেক

Dhaka University Institutional Repository

বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়েও নিজস্ব মত প্রকাশ করেছেন। মুসলমানের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতি-চেতনা মিলিতভাবে পাকিস্তান আন্দোলনের মধ্যে রূপলাভ করেছে বলে তিনি মনে করেন এবং সাহিত্যে সে আদর্শের রূপায়ণ কামনা করেছেন। "আমাদের সাহিত্যের দেহ ও মন হবে মুসলমানের কিন্তু আত্মা হবে সকল কালের সকল দেশের মানুষের।" প্রবন্ধকারের এ অভিমত গ্রহণ করার পরও তাঁর ধারণা "পাকিস্তান থেকে ইসলামের বিলম্বিত রেনেসাঁর শুরু হোক" সে ধারণাকে দ্বিধাহীনভাবে মেনে নিয়ে সাহিত্যচর্চা করার জন্য তিনি বলেছেন।

মুহম্মদ এনামুল হক "পাকিস্তানের লোক কবির" সমালোচনা লিখেছেন। গ্রন্থটিকে তিনি দুটো দিক থেকে বিশিষ্ট বলেছেন ঃ প্রথমত, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাতজন লোক-কবি "একই সাংস্কৃতিক উৎস হইতে সঞ্জীবনী রস আহরণ করিয়াছিলেন।", সাংস্কৃতিক এ সামঞ্জস্য দু অংশের সাংস্কৃতিক-সমঝোতা বৃদ্ধি করবে। দ্বিতীয়ত, দেশ ও দেশের সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরে গ্রন্থটি "জাতীয় জাগৃতিতে **'প্রথম পদক্ষেপ'** ফেলেছে।" তবে লেখক মনে করেন, "জাতির সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারা সম্যকরূপে নির্ণয়ের জন্য এই পুস্তিকার কলেবর বৃদ্ধি করিয়া হইলেও ইহাতে আরও বহু লোক-কবির জীবনী ও কাব্যালোচনার স্থান হওয়া দ্বিতীয় সংস্করণে বাঞ্ছনীয়।"

"পূর্ব বঙ্গের লোক গীতিকা" গ্রন্থের সমালোচকের ভূমিকা নিয়েছেন অধ্যাপক সৈয়দ আলী আশরাফ। গ্রন্থটিতে সমালোচক পুঁথি ও লোকগাথার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এত স্পষ্ট, সরল ও শিল্পীতভাবে করেছেন— যা প্রশংসার দাবীদার। তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় পাশ্চত্য Ballad-এর সঙ্গে গাথাগুলোর সাদৃশ্য এঁকেছেন। পূর্ব বাংলার গাথাগুলো প্রসঙ্গে বলছেন,

> "লোকগাথার কাহিনী ও চরিত্রকে আমাদের আধুনিক কাব্য-প্রতীক উপমা ও উপকথা হিসেবে ব্যবহার করতে পারি; সেই ব্যবহার যেমন আমাদের নতুন সাহিত্য সাধনার ফসলকে মাটির ফসলের আস্বাদ-রস দেবে তেমনি তাকে বিচিত্র, শক্তিশালী ও মধুময় করে' তুলবে। এই পরিচয় ক্রিয়ায় উদ্যোগী হওয়ার জন্য পাকিস্তান পাবলিকেশানস্ আমাদের শুকরিয়া দাবী করতে পারেন।"

Dhaka University Institutional Repository

আশ্‌রাফ সিদ্দিকী সমালোচনা করেছিলেন আবদুল মওদুদের ''মুসলিম মনীষা''র। গ্রন্থটিতে মুসলিম কৃষ্টি, সভ্যতা ও সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস এবং সমাজনীতি, ধর্মানুপ্রাণিত সংস্কৃতি, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ সব মিলিয়েই গোটা মুসলিম মনীষার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে গভীর জ্ঞান ও সুললিত ভাষায়।

''বাংলা সাহিত্যের সম্পদ'' আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে তেরজন বিশিষ্ট লেখকের প্রতিনিধিত্বশীল বইগুলোর সমালোচনার সমাহার। সমালোচনাগুলো ঢাকা বেতার-কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছিল। আলোচ্য বইগুলো হলো ঃ "বিষাদ সিন্ধু", "মহাশ্মশান কাব্য", "হজরত মোহাম্মদ কাব্য", "হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবন চরিত ও ধর্মনীতি", "অনল প্রবাহ", "আনোয়ারা", "মতিচুর", "আবদুল্লাহ", "উন্নত জীবন", "মানব মুকুট", "অগ্নিবীণা", "মোমেনার জবানবন্দী", "নক্সী কাঁথার মাঠ" এবং সমালোচকরা হলেন ঃ হরনাথ পাল, গোলাম মোস্তফা, আবদুল কাদির, ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, বেগম সুফিয়া কামাল, ইদ্রিস মিয়া, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মাহবুবুল আলম, জসীম উদ্‌দীন এবং মোতাহার হোসেন চৌধুরী। সঙ্কলনটির সমালোচনায় অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, "আজকের দিনে এগুলোর সাহিত্যিক মূল্য যা-ই থাকুক না কেন, এগুলো যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করবার জন্য একদিন বিশেষ সহায়ক হয়েছিল সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেদিক থেকে আমাদের জাতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি-চেতনার ইতিহাসে এ বইগুলোর দান কোনদিনই ম্লান হবার নয়।"

সবগুলোর সমালোচনাই ভাল বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বিশেষ করে বলেছেন দু'জনের কথা। তাঁর ভাষায় '' 'মোমেনের জবানবন্দী'- সম্পর্কে জসীমুদ্দীনের এবং তাঁরই 'নক্সী কাঁথার মাঠের' ওপরে মোতাহার হোসেন চৌধুরীর সমালোচনা সুন্দর ও সুখপাঠ্য হয়েছে।"

''পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার'' গ্রন্থটির সমালোচনা হয়েছে আবদুল কাদির কর্তৃক। এটিতে পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের– বাংলা, পাঞ্জাবী,

Dhaka University Institutional Repository

পুশ্‌তো, সিন্ধী, বালোচি-সাহিত্য, উর্দু-সাহিত্য, ফার্সী-সাহিত্য, প্রত্নতত্ত্ব, স্থাপত্য, শিল্প-কলা, চিত্র-কলা, লিপি-কলা, সঙ্গীত এবং আধ্যাত্মিকতার একটি সর্বাঙ্গীন সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের লেখা থেকে অনূদিত বইটিকে সমালোচক একটি উল্লেখযোগ্য শ্রেষ্ঠ পুস্তক" বলেছেন। সম্পাদক উপসংহারে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক গঠন সম্পর্কে বলেছেন ঃ

> "এমন কি, সম্ভবতঃ পশ্চিম -পাকিস্তান অপেক্ষা পূর্ব পাকিস্তানেই ইসলাম অধিকতর জীবন্ত শক্তিরূপে প্রতিভাত। আসল কথা এই যে, পাকিস্তান ইসলামকে ভিত্তি ক'রে একটি প্রগতিশীল আধুনিক রাষ্ট্র গড়ে' তুলতে চায়। এতে সন্দেহ নাই যে, রাষ্ট্রের মজবুত সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের স্বাভাবিক প্রতিভাও স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বিকাশ প্রাপ্ত হবে এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের অবদান তার গৌরবময় ঐতিহ্যের উপযুক্তই হবে।"

মুসলিম বাঙলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস -রচয়িতা ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের "মুসলিম বাঙ্গলা সাহিত্য" গ্রন্থটির সমালোচনা করেছেন ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন। মুসলিম-গোষ্ঠীভিত্তিক সাহিত্যচর্চার কারণ, ইংরেজী শিক্ষায় মুসলমানদের পশ্চাৎপদতা, মধ্যযুগের মূল্যবান পুঁথি সাহিত্যের বিলোপ, বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম কাব্য-উপাখ্যান, লোক-সাহিত্য আলোচনার তাৎপর্য, বিলুপ্তপ্রায় সাহিত্য, সংরক্ষণ-প্রীতি বা প্রাচীন ঐতিহ্য-প্রীতি প্রভৃতি বিষয়ে যুক্তিযুক্ত আলোচনা হয়েছে বইটিতে আর তা নিরপেক্ষ ও সংযতভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে বলে সমালোচক মনে করেছেন।

"নজরুল কাব্য পরিচিতি" নামের কাব্যালোচনামূলক গ্রন্থটির বিভিন্ন দিক নিয়ে সমালোচনা করেছেন এনামুল হক। আলোচক জনাব মোতাহার হোসেন একে সমালোচনা নয় বরং 'রসগ্রহণমূলক ব্যাখ্যা' বলেছেন। রসসৃষ্টি, স্বল্পভাষিতা প্রভৃতি কারণে বইটি সমালোচকের কাছে উপভোগ্য মনে হয়েছে। কবির পর্ব-বিভাগ পদ্ধতিটি বিজ্ঞানসম্মত হয় নি বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি কাব্যের বিষয় ও শৈল্পিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোনো মন্তব্য করেন নি; "বইখানি কবির কাব্য-সম্পদ উন্নত কবিতা ও গানগুলির সাথে পাঠককে শুধু পরিচিত করে দিতে সহায়তা করে না বরং তাদের মধ্যে একটা

Dhaka University Institutional Repository

সুরুচি ও সৌন্দর্যবোধ জাগিয়ে তোলারও চেষ্টা করে থাকে" বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি এজন্য আলোচকের দক্ষতাকেই প্রধান্য দিয়েছেন।

জ. বিবিধ গ্রন্থ

"কিতাব-মহলে" বিবিধ বিষয় নিয়ে রচিত মোট ঊনত্রিশটি গ্রন্থের সমালোচনা দেখেছি। সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

লেখক/সম্পাদক	পুস্তক	সংখ্যা
১.	ইস্‌লামিক রিভিয়ু (মাসিক পত্রিকা)	১ম বর্ষ ৮ম
২. মীজানুর রহমান	ইসলামের ইতিহাস— পহেলা হিস্‌সা-ইতিহাসগ্রন্থ	১ম বর্ষ ১১শ
৩. মফিজ-উল হক	যে চিঠি বিলি হয়নি (অনুবাদগ্রন্থ)	২য় বর্ষ ৭ম
৪. আবুয্‌যোহা নূর আহমদ্ ও আবুল কাসেম মোঃ মোছলেহ উদ্দীন	পাকিস্তানের মূলে যাঁরা (অনুবাদগ্রন্থ)	ঐ
৫. মৌলবী আলী আহমদ্	বাংলা কলমী পুঁথির বিবরণ-১ম ভাগ	২য় বর্ষ ১০ম
৬. অধ্যাপক আহমদ আলী	পি.ই.এন. ক্লাবের প্রকাশিত গ্রন্থের প্রথম কিস্তি	৪র্থ বর্ষ ৪র্থ
৭. মুহম্মদ আজহারউদ্দীন	হাদিছের আলো (ধর্মীয় গ্রন্থ)	৪র্থ বর্ষ ৮ম
৮. খবির উদ্দীন আহমদ	অলিম্পিকের কথা	ঐ
৯. মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ	দিগ-দিগন্তরে (অভিযান কাহিনী)	৫ম বর্ষ ৮ম
১০. অধ্যাপক বিভু রঞ্জন গুহ ও অধ্যাপিকা শান্তি দত্ত	শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা	৫ম বর্ষ ১১শ

Dhaka University Institutional Repository

১১.		Students Own Dictionary (English to Bengali)	৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম
১২.	অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন	হারামনি -৩য় খণ্ড(গানের বই)	৬ষ্ঠ বর্ষ ২য়
১৩.	সম্পাদক : আবদুল ওয়াহেদ	কৃষিকথা (বিশেষ পাট সংখ্যা)	৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ম
১৪.	মফিজ-উল হক	যুদ্ধের আগে	৬ষ্ঠ বর্ষ ১১শ
১৫.	জনাব আবুয্যোহা নূর আহমদ	খুলাফা-ই-রাশেদীন (জীবন আলেখ্য ও ইতিহাস)	৬ষ্ঠ বর্ষ ১২শ
১৬.	জসীম উদ্‌দীন	রঙিলা নায়ের মাঝি (গানের বই)	৭ম বর্ষ ১ম
১৭.		বাঙ্গালা পুঁথি সাহিত্য (কথিকা সংগ্রহ)	৭ম বর্ষ ৭ম
১৮.	খান বাহাদুর আবদুল হাকিম	গ্রামের উন্নতি (শিক্ষামূলক বই)	৭ম বর্ষ ৯ম
১৯.		পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার (অনুবাদ গ্রন্থ)	৭ম বর্ষ ১২শ
২০.	আবদুল হাকিম	ইতিহাসের শিক্ষক	৮ম বর্ষ ১ম
২১.	জনাব মোহাম্মদ আলী কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ	আমাদের কর্তব্য (ইকবাল দর্শন)	ঐ
২২.		বাঙ্গালা পুঁথি সাহিত্য (কথিকা সংগ্রহ)	৮ম বর্ষ ৫ম
২৩.		পাক সরজমীন (পাকিস্তান কেন্দ্রীয় পল্লী উন্নয়ন আন্দোলনের মাসিক মুখপত্র)	৮ম বর্ষ ৬ষ্ঠ
২৪.	মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস	শিক্ষানীতির কয়েকটি কথা	৮ম বর্ষ ১০ম
২৫.	আবদুল হাফিজ	তাওরাতুন নামূহ্ (অনুবাদগ্রন্থ)	ঐ
২৬.	সম্পাদক- মুহম্মদ আবদুল হাই	সাহিত্য পত্রিকা	৯ম বর্ষ১১শ
২৭.	কাজী মোহাম্মদ মছের	বগুড়ার ইতিহাস	৯ম বর্ষ ১২শ
২৮.	সম্পাদক- মুহম্মদ আবদুল হাই	সাহিত্য পত্রিকা (ষান্মাসিকী)	১০ম বর্ষ ৪র্থ
২৯.	E. M. Milford	NAKSHI KATHAR MATH (ইংরেজীতে তরজমা)	১০ম বর্ষ ৮ম

Dhaka University Institutional Repository

এ ঊনত্রিশটি বইকে বিবিধগ্রন্থের তালিকায় রেখেছি। এখানে বিচিত্র ধরণের আলোচনা আছে। তার মধ্যে রয়েছে "ইসলামিক রিভিয়ু", "সাহিত্য-পত্রিকা" ও "পাক সরজমিন" নামক পত্রিকার আলোচনা, "গানের বইয়ের" আলোচনা, "ইতিহাসের শিক্ষক", "শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা", "শিক্ষানীতির কয়েকটি কথা", "অলিম্পিকের কথা" প্রভৃতি বইয়ের আলোচনা। এসব বইয়ের সাহিত্য-মূল্য অকিঞ্চিৎকর। সেজন্য এ ঊনত্রিশটি বই নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করা হয় নি।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

মাসিক "মাহে-নও" পত্রিকার প্রথম দশ বছরে সাহিত্য-সমালোচনার বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে এ থিসিসে। একটি বিশেষ আদর্শ নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। "মাহে-নও" প্রধানত সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকায় পাকিস্তান সরকারের সাহিত্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ক নীতি ও আদর্শ প্রতিফলিত হতো।

আলোচ্য সময়ে সর্বমোট একশ সতেরটি সংখ্যা বেরিয়েছিল। প্রতিটি সংখ্যায় কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, জীবনী-চরিত ও পুস্তক-সমালোচনা প্রকাশিত হতো। কখনো কখনো উপন্যাস, ব্যঙ্গ-রচনা, স্মৃতিকথা, স্বরলিপি, গান, গজল, পল্লী-সাহিত্য, নক্সা, আলোচনা প্রভৃতি প্রকাশ পেতো। কবিতা ও গল্পের মতো মৌলিক সৃষ্টিগুলো আমাদের বিবেচনায় আনা হয় নি। সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধ, সমালোচনা ও পুস্তক-সমালোচনার ভিত্তিতে পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে

"মাহে-নও" পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছিল ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে। প্রথম সংখ্যায় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিলেন যে তাঁদের লক্ষ্য পাকিস্তানের তাহ্জীব ও তমদ্দুনের ভিত্তিতে পরিপুষ্ট নবীন লেখক ও লেখিকা সৃষ্টি করা। সাহিত্যের বিষয়, ভঙ্গি, শব্দ ব্যবহার প্রভৃতি সম্পর্কেও পত্রিকা কর্তৃপক্ষের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ছিল। বাংলা ভাষার উদ্ভব সম্পর্কেও তাঁদের একটি নিজস্ব মতবাদ ছিল।

পাকিস্তানে বাংলা ভাষার যে রূপ দাঁড়াতে পারে সে ধরণের একটি নমুনা পাওয়া যাবে ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত "আমাদের গোজারেশ" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। এর অংশ বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হলো। (সম্পূর্ণ রচনাটি পরিশিষ্ট-১-এ সঙ্কলিত হয়েছে)।

> "বাংলা ভাষা জন্ম হতেই পাঁচ-মিশালী ভাষা। বাংলা ভাষার জাত নিয়ে নাজ করা নিছক সংস্কার—অসংগতও বলা যেতে পারে। জাতের বালাই নেই বাংলা ভাষার। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের তাহ্জীব তমদ্দুনের তায়াল্লুক বর্জিত বাংলা

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা মাশ্‌রেকী পাকিস্তানের সাধারণ মাতৃভাষা নয় এবং হবেনা, হ'তে পারে না। এ কথা ভুলে যাওয়া হবে বোকামী।"

সাহিত্য বিষয়ে বেশ-কটি তাত্ত্বিক আলোচনা পাওয়া গেছে পত্রিকাটিতে। লেখকদের চিন্তায় সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকলেও কয়েকটি বিষয়ে তাঁরা মোটামুটি একমত ছিলেন। রাষ্ট্রীয় আদর্শের সঙ্গে সাহিত্যের আদর্শকে সমন্বিত করে সাহিত্য-রচনায় ব্রতী হওয়া, পাকিস্তানের তথা পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমানার ভেতরের অধিবাসীদের জীবনযাত্রাকে সাহিত্যের অঙ্গীভূত করা, অধিক হারে মুসলমানদের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরবী-ফারসী শব্দকে সাহিত্যে নিয়ে আসা, ইসলামী তাহ্‌জীব ও তমদ্দুনের ভিত্তিতে নবীন শিশু সাহিত্য গড়ে তোলা এবং কবি ইকবালের চিন্তা-ধারাকে অবলম্বন করা। একজন লেখক অবশ্য "ইসলামকে একটা নীতি, আদর্শ ও প্রবণতা" হিসেবে বিবেচনা করে ইসলাম-ভিত্তিক সাহিত্য-সৃষ্টির পরামর্শ দিয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, "মানবতার ধর্মই সাহিত্যের মূল ধর্ম।"

সঙ্গত কারণেই কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে প্রচুর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তবে নজরুলের উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, অনুবাদ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা নেই; কবিতার আলোচনা হয়েছিল আংশিকভাবে। চারটি প্রবন্ধে নজরুলের গল্প, আধ্যাত্মিকতা ও প্রেম, দুটি নজরুল-সাহিত্যে আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার, পাঁচটিতে পাকিস্তান ও ইসলামের সঙ্গে নজরুলের প্রাসঙ্গিকতা, আর পাঁচটিতে পাওয়া যায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাহিত্য রচনায় নজরুল-শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা। নারীর জাগরণে, পুরাণের শিল্পসম্মত ব্যবহারে এবং শিশু-সাহিত্য-সৃষ্টিতে নজরুলকে শ্রেষ্ঠতম বলা হয়েছে। সব মিলিয়ে দেখা যায় নজরুল-সাহিত্যের আঙ্গিক-গঠন, অলঙ্কার-প্রয়োগ ও শৈল্পিক-মান নিয়ে কোনো আলোচনা নেই; জোর দেওয়া হয়েছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায়, ইসলামী-ভাবধারা রূপায়ণে, আরবী-ফারসী শব্দ ও পুরাণের ব্যবহারে এবং প্রেম ও অধ্যাত্মবিষয়ক রচনায় তাঁর কৃতিত্বে। নজরুল-সাহিত্যের সামগ্রিক আলোচনায় বিশেষ কোনো উৎসাহ দেখা যায় নি। পাকিস্তান-পূর্ব যুগে নজরুল নিয়ে নানা বিতর্ক থাকলেও তার কোনো প্রতিফলন এখানে পাওয়া যায় না। নজরুল-বিষয়ক প্রথম প্রবন্ধের (আবদুল

Dhaka University Institutional Repository

মওদুদ রচিত নজরুল সাহিত্য প্রসঙ্গ, ২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা) উপসংহার মান্য করেই পরবর্তী লেখাগুলো প্রকাশিত হয়েছিল।

"মাহে-নও" পত্রিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল "কিতাব-মহল"। একশ একচল্লিশটি গ্রন্থের আলোচনা এখানে রয়েছে; এর মধ্যে আঠারটি গল্পগ্রন্থ, উনত্রিশটি কাব্য ও কাব্যানুবাদ, আঠারটি উপন্যাস, এগারটি নাটক, আটটি ভ্রমণ-কাহিনী, ষোলটি জীবনীগ্রন্থ, বারটি প্রবন্ধগ্রন্থ এবং বিবিধ-বিষয়ক বই উনত্রিশটি। অধিকাংশ আলোচনাই সংক্ষিপ্ত; বিস্তারিত আলোচনা বিশেষ নজরে পড়ে না। পাঁচটি বাক্যে বা চারটি বাক্যে এমনকি তিনটি বাক্যেও আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে। অধিকাংশ আলোচনাই পুস্তকের পরিচিতিমূলক। সাহিত্যের আঙ্গিক, চরিত, নাটকের দ্বন্দ্ব, গদ্যরীতি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনায় সমালোচকদের উৎসাহ ছিল না। তুলনামূলক আলোচনাও কম হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের তুলনা করার আগ্রহ দু এক জায়গায় দেখা গিয়েছে। সেখানে রবীন্দ্রনাথের তুলনায় নজরুলকে ওপরে তুলে ধরার মনোভাব লক্ষণীয়।

অধিকাংশ সমালোচনাই আসলে হয়েছে বিষয়বস্তুর সমালোচনা। সুযোগ পেলে সমালোচকরা দেখাবার চেষ্টা করতেন আলোচ্য বইটি পাকিস্তানের সংহতি-সৃষ্টি করায় কোনো অবদান রাখবে কী না। সমালোচিত পুস্তকে পাকিস্তান অথবা পাকিস্তানের মুসলমানদের মানসিকতা-বিরোধী কোনো প্রসঙ্গ থাকলে তা উল্লেখ করতে কসুর করতেন না, যেমন— "টুনটুনি" গল্পের সমালোচনায় বলা হয়েছে "স্কুল কলেজের হিন্দু সাহিত্যের ধোয়ায় আচ্ছন্ন কিশোর কিশোরী মালা বদলের খেলা খেলিতে পারে কিন্তু অশিক্ষিত গ্রাম্য মুসলমান কৃষক সন্তানকে দিয়া এ খেলা খেলাইলে মনে আঘাত লাগে বৈকি।" (১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা)। পাকিস্তানের আদর্শ নিয়ে কোনো সাহিত্য রচিত হলে তার আলোচনায় সমালোচক অনেক ক্ষেত্রে তাঁর উল্লাস চেপে রাখেন নি; "মন্‌জিল" উপন্যাসে সমালোচক বলেছেন "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মক্‌সাদ পাকিস্তানের তরুণ-তরুণীদের সম্মুখে নতুনতর মন্‌জিলের বলিষ্ট ইংগিত রয়েছে 'মন্‌জিলে'।" (১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা)। তবে সে ধরণের সাহিত্য-সৃষ্টি যে হচ্ছেনা তাতেও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কোনো কোনো

Dhaka University Institutional Repository

সমালোচক। যেমন- "অবাঞ্ছিত" উপন্যাসের আলোচনায় সমালোচক কাজী সাহেব লিখেছেন, "মুসলিম সমাজ-জীবন ও সাহিত্যে যে নূতনের মোড় আসছেই না 'অবাঞ্ছিত' কি কেবল মাত্র তারই ইংগিত দিচ্ছেনা? আনোয়ারার মোহ থেকে আজও পরিমুক্তি আমাদের মিললো কই?" (২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা)।

সব মিলিয়ে বলা যায়, "মাহে-নও" পত্রিকায় প্রথম দশ বছরের সমালোচনা প্রচলিত পদ্ধতিকে অনুসরণ করেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলে রসে ও রূপে নতুন সাহিত্য-সৃষ্টির প্রত্যাশা অনেকের মনে ছিল, তা পূরণ হয় নি। সাহিত্য সমালোচনায়ও অভিনবত্বের স্বাক্ষর ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানের নতুন ধরণের সাহিত্যের ভাষা তৈরী করার যে আগ্রহ ছিল, তা বাস্তব-রূপ লাভ করেনি — সমালোচনার ভাষায়ও তার প্রতিফলন দেখা যায় না। সমালোচনার ভাষা, রীতি, বিচার-পদ্ধতি আধুনিক বাংলা-সমালোচনার ধারারই সম্প্রসারণ ছিল মাত্র। আলোচ্য পুস্তক বা সাহিত্য-নিদর্শন পাকিস্তান বা ইসলামের বিপক্ষে গিয়েছিল কী না, সমালোচকরা সেদিকে দৃষ্টি রাখতে চেষ্টা করতেন।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

আমাদের গোজারেশ

গোজাশ্‌তা এশায়াতে আমরা অতীতে বাংলা ভাষার নানা মোড় পরিবর্তনের কথা মোখ্‌তাসারভাবে উল্লেখ করেছিলাম। বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল্‌ সকলকে স্বীকার করতেই হবে, যে শৈশবে বাংলা ভাষা মুসলমান বাদশাহ্‌ এবং আমীর-ওমরাহ্‌দের নেক্‌নজরেই পরওয়ারেশ পেয়েছিল এবং শাহী দরবারের শান-শওকত হাসিল করেছিল! রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বাংলার পাঠান বাদশাহ্‌দের উৎসাহেই বাংলা ভাষায় অনুবাদিত হয়েছিল। ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ এই ঐতিহাসিক সত্য মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করেছেন।

মহাবীর বখ্‌তিয়ার খিল্‌জীর বাংলার বিজয়ে বাংলা দেশ ও ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযোগ সাধিত হয় আরবী, ফারসী, উর্দু ভাষার। বাংলা ভাষার দরবারে আমদানী হয় মুস্‌লিম তাহ্‌জীব-তমদ্দুন সংশ্লিষ্ট হাজারো আরবী-ফারসী আলফাজের। এই আমদানীতে বাংলা ভাষার শক্তি, সৌন্দর্য ও সাবলীলতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শত শত শব্দ বাংলা ভাষার দরবারে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। পরকে আপন করে নেবার ক্ষমতা ভাষা বিশেষের পক্ষে গৌরবের। মনে রাখা দরকার যে দুনিয়ার কোনও ভাষাই স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়।

ভারতে বৃটিশ রাজত্বের আগ পর্যন্ত মুসলমানী আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য মুস্‌লিম প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। ফার্‌সী ভাষা ছিল রাজভাষা এবং সরকারী ভাষা। সরকারী আফিস আদালতে আজও রয়েছে আরবী-ফারসী শব্দের প্রাচুর্য এবং সাবলীল সৌন্দর্য। দুইশত বৎসরের বৃটিশ রাজত্বে সাবেক শব্দের অনেকগুলি ইংরেজী শব্দে পরিবর্তিত হলেও মুসলিম আমলদারীর আলামত মিসমার হয়ে যায়নি। দেওয়ানী ফৌজদারীতে আজও মুন্‌সেফ-হাকীম তজবীজ করেছেন উকীল-মোক্তার-মুহুরী (মোহরির) পেশ্‌ কার-নাজির-আমলাদের মদদে, জেরাহ-জবানবন্দী, সওয়াল-জওয়াব, দলীল-দস্তাবেজ, নকল-নজীরের দওলতে। মামলা মোকদ্দমা রায়-ফয়সলা দরখাস্ত আজও মুলতবী হয়ে যায়নি।

Dhaka University Institutional Repository

জমিদারীর সেরেস্তায় নায়েব-তহশীলদার, গোমস্তা-বরকন্দাজ, নক্‌দীরা আজও জরীপ-জমাবন্দী পরচা-খতিয়ান, পাট্টা-কবুলিয়ত, সেহা-সালিয়ানা, মৌরসী-মোকরারী প্রভৃতির জরীয়াতেই খাজনা-খেরাজ মায় আবওয়াব আদায়-উসুল করে আসছেন। দাখিলা বাদে আজও হাল-বকেয়া খাজানা আদায় করা চলেনা। জমিদারী আছে বলেই জমিদার-তালুকদার ইজারাদারদের ইজ্জত-হুরমৎ শান-শওকত বজায় রয়েছে। লফ্‌ত পয়েস্তীর দওলতে আজও জমিদার-রায়তের লাভ-লোকসান হচ্ছে। জমি, জিরাত, জায়দাদ প্রভৃতি আজও দস্‌তুর মত খোশ্‌ নসীবীর নমুনা।

কলেমা-নমাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাতই মাশ্‌রেকী ও মাগ্‌রেবী বাংলার বাশেন্দা মুসলমানদের ও মযহাবী আরকান। কোরাণ-হাদীস ফেকাহ্‌-উছলের জন্য বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের দরদ ও গরজ কম নয়। পাক-পানীতে অজু করে মুয়াজ্জিনের আজান শুনেই তাঁরা মস্‌জিদে গিয়ে ঈমামের পেছনে মোক্‌তাদী হয়ে নিয়ত তাহরীমা রুকু, সিজ্‌দা, সালাম, তক্‌বীরের সহিত বাকায়দা নমাজ আদায় করেন। 'রাববানা আতেনা ফীদ্দুনিয়া, হাসানাতা ও ফীল্‌ আখেরাতে হাসানাতা প্রভৃতি বলেই মুসল্লিগণ আল্লহর দরগাহে আজীজী এন্‌কেসারীর সহিত মোনাজাত করে থাকেন। ফজর-জোহর, আছর মগ্‌বের, এশাই তাঁদের পান্‌জেগানা নমাজ। ফরজ ওয়াজেব, সুন্নত নফলই তাঁহাদের নানাবিধ নমাজের নাম।

মীলাদ-মওলুদ, ওয়াজ নসীহত খানা-জিয়াফত আকীকা কোরবাণীর রেওয়াজ আজও মাশ্‌রেকী পাকিস্তানে পুরোদস্তুর বজায়। মাগ্‌রেবী বাংলায় বকর-ঈদে হাঙামা-হজ্জুতের হুম্‌কীতেও গো-কোরবাণী মওকুফ হয়ে যায়নি। উপরোল্লিখিত অন্যান্য রেওয়াজ-রুসুমও সেখানে বজায় রয়েছে — তথাকথিত শুদ্ধ বাংলায় রূপান্তরিত হয়নি এবং কখনো হবেনা। আব্বা-আম্মা ভাই-বেরাদর, খেশ-আকারেব, দোসত-দুশমন, দূল্‌হা-দুলহান, ইজাব-কবুল, কাবীন-মোহরাণা, শাদী-নেকাহ, মোয়াজ্জাল-মোআজ্জল, দেন-মোহর প্রভৃতি খোশ-মেজাজে বহাল তবীয়তে হাজারো বৎসর যাবত বিবাহ-মজ্‌লিসে বিরাজমান।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা মুলুকের মস্‌নদে নানা পট-পরিবর্তনে, যুগের প্রভাবে, জমানার জরুরাতে অবস্থার সংঘাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নানা পরিবর্তন-বিবর্তন হয়েছে এবং হ'বে। বাংলা ভাষা জন্ম হতেই পাঁচ-মিশালী ভাষা। বাংলা ভাষার জাত নিয়ে নাজ করা নিছক সংস্‌কার— অসংগতও বলা যেতে পারে। জাতের বালাই নেই বাংলা ভাষার। সংখ্যা-গরিষ্ঠ মুসলমানদের তাহ্‌জীব তমদ্দুনের তায়াম্মুক বর্জিত বাংলা ভাষা মাশ্‌রেকী পাকিস্তানের সাধারণ মাতৃ-ভাষা নয় এবং হবেনা, হ'তে পারে না। এ কথা ভুলে যাওয়া হবে বোকামী।

মাশ্‌রেকী বাংলা বা পাকিস্তানে প্রচলিত মাদেরী জবানের সন্ধান নিলে দেখা যাবে মুসলমান সমাজের প্রচলিত শব্দ-সমূহের অন্ততঃ আধা আধি আসলে আরবী-ফারসী ভাষা হতে আমদানী। উর্দু ভাষায়ও এগুলি প্রচলিত। এই সকল শব্দের সমবায়ে গঠিত ভাষাই প্রকৃত-প্রস্তাবে মাশ্‌রেকী পাকিস্তানের সত্যিকার সাধারণ মাতৃভাষা। স্কুল, কলেজ, ইউনিভারসিটীতে প্রচলিত পাঠ্য-পুস্তকের মারফতে শেখা সাহিত্যিক বাংলার কথা অবশ্য আলাহিদা। সকল দেশেই সাহিত্যিক ভাষা সাধারণভাবে প্রচলিত মাতৃ-ভাষা হ'তে মোটামোটী পৃথক- "Artificial" বা কৃত্রিম। Artificial কথাটা জনৈক মোয়াজ্জাজ ভাষাবিদের মন্তব্যেরই উধৃতি।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় আমাদের জাতীয় জীবনে এসেছে নতুনতর জিন্‌দেগীর জোয়ার। আজাদীর আলোক-রাঙা সোবেহ উম্মিদে নতুন যাত্রাপথে চলেছে আমাদের জীবন-তরণী। আত্ম পরিচিতি ব্যতীত আত্ম-প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। আত্ম-প্রতিষ্ঠাই আজাদীর মন্‌জিলে মকসুদ। নিজস্ব, তহজীব তমদ্দুনে গাফেল জাতি জীবন্মৃত জাতিরই নামান্তর। সাহিত্যের সোণার কাঠির পরশেই সত্যিকার জাতীয় জীবন পরিপূর্ণ এবং স্থায়ী বিকাশের সৌভাগ্য লাভ করে। পরাধীনতা এবং পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থার সংঘাতে আমাদের জাতীয় জীবন পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ পায়নি বিগত দুই শত বৎসর যাবৎ। আজাদীর সোবেহ্‌ সাদেকে আমরা যেন ভুলে না যাই পুরাণো অভিশাপের আবর্জনা এবং ব্যর্থতা।

Dhaka University Institutional Repository

কেবল বেঁচে থাকাই জীবন নয়। আত্ম-ভোলা জীবন প্রকৃত প্রস্তাবে জীবন নয়, সত্যিকার জীবনের অপচয়, অভিনয় ও অভিশাপ। পূর্ব পাকিস্তান দুনিয়ার বৃহত্তম মুস্‌লিম মারকাজ। বৃহত্তম জামাতের দায়িত্বও বৃহত্তম। পাকিস্তানের Objective Rejolution-এর মূলনীতি মনে রেখেই আমাদের চল্‌তে হবে। ভুলে গেলে চল্‌বেনা ইস্‌লাম কেবল ধর্ম নয়—জীবনপথের পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ-বিধি Complete Code of Life. ইস্‌লামের বুনিয়াদ কোরাণ। কোরাণ শরীফ একাধারে ধর্ম-গ্রন্থ এবং আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠতম সাহিত্য। দুনিয়ার সাহিত্যিক দরবারেও কালামুল্লাহ্ কোরাণ শরীফ শ্রেষ্ঠতম আসনের মোস্‌তাহেক। সাহিত্যিক দায়েরাতেও কোরাণ আমাদের আদর্শ এবং অনুপ্রেরণার প্রতীক।

পরাধীনতার অভিশাপে আত্মচেতনার অবলুপ্তি স্বাভাবিক। পরের মুখে ঝাল খাওয়াই গোলামের তকদীর। বৃটিশ শাসনে আমরা গোলামের ভূমিকাই অভিনয় করে আসছিলাম। পুরাণো সংস্কার সহজে দূরীভূত হয় না। তাই নতুনতর সোবেহ্‌সাদেকেও গোজাশতা রাতের জোনাকীর ঝিকিমিকির কথা মনে পড়ে। পরের নিকট হতে লাভ করা, ধার করা গিল্‌টী সোণার সম্মোহন ও মাদকতার মোহ সহজে কাটতে চায় না।

আজাদীর সোণার কাঠির পরশে আমাদের অবলুপ্ত চেতনা অচিরাৎ ফিরে আসুক "মাহে-নও" তা সর্ব্বান্তকরণে কামনা করে। "মান্ তাশাব্বাহা বে-কাত্তামিন্ ফাহুয়া মিন্‌হুম", "অন্য জাতির অনুসরণকারী, সে জাতিরই অন্তর্ভুক্ত," ইস্‌লামের পরিপূর্ণ প্রচারক, মুস্‌লিম জগতের মোরশেদে মোয়াজ্জাম এবং মানবতার রাহ্‌বারে আজম হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার এই গুরুত্বপূর্ণ পয়গামেই হোক তাম্মাৎবিল্ খায়ের। আমাদের মাতৃভাষার আলোচনা "মাহে-নও" প্রকাশ করবে সাদরে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

১৯৪৯-৫৮ সনে "মাহে-নও" পত্রিকায় সমালোচিত পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ ঃ

ক. গল্পগ্রন্থ

	লেখক/সম্পাদক	পুস্তক	সমালোচক	সংখ্যা
১.	জোনাব মোসলেম উদ্দিন	টুনটুনি	ইবনে সবিল	১ম বর্ষ ১১শ
২.	ওহীদুল আলম	জোহরার প্রতীক্ষা	কাজি আফসার উদ্দিন আহমদ	৪র্থ বর্ষ ৩য়
৩.	শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	রাম রহিম	ঐ	৪র্থ বর্ষ ১১শ
৪.	মবিন-উদ্-দীন আহমদ	হোসেন বাড়ীর বৌ	ঐ	৪র্থ বর্ষ ১২শ
৫.	হামেদ আহমদ	তিল ও তাল	কামাল উদ্দীন খান	৫ম বর্ষ ১২শ
৬.	জনাব আবুয্যোহা নূর আহমদ	ঈদ	মাহবুব-উল-আলম	৬ষ্ঠ বর্ষ ১২শ
৭.	আশরাফ-উজ্ জামান	খেয়া নৌকার মাঝি	আবুল কালাম শামসুদ্দীন	৭ম বর্ষ ৫ম
৮.		পূর্ব বঙ্গের লোক গীতিকা	কাজী মোতাহার হোসেন	৭ম বর্ষ ১১শ
৯.	শহীদ সাবের	এক টুকরো মেঘ	কামাল উদ্দীন খান	৮ম বর্ষ ৯ম
১০.	আলাদীন আলী নূর	সোফিয়ার প্রেম	মাহবুব-উল-আলম	৮ম বর্ষ ১০ম
১১.		নূতন উর্দু গল্প	ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন	৮ম বর্ষ ১২শ
১২.	জনাবা সুরাইয়া চৌধুরী	সুরাইয়া চৌধুরীর সেরা গল্প	কামাল উদ্দীন খান	ঐ
১৩.	ব'নজীর আহমদ	আশ্চর্য আর আশ্চর্য	ইজাব উদ্দিন আহমদ	৯ম বর্ষ ৮ম
১৪.	মঈনুদ্দীন	ঝুমকো লতা	আবুল ফজল	৯ম বর্ষ ১০ম
১৫.	নূরুল আলম চৌধুরী	ছায়াপথ	ইজাব উদ্দিন আহমদ	৯ম বর্ষ ১১শ
১৬.		নূতন উর্দু গল্প	বেনজীর আহমদ	৯ম বর্ষ ১২শ
১৭.	সম্পাদক : সেলিনা মাহমুদ ও আমিনা মাহমুদ	উপচয়ন	মুহম্মদ আবদুল হাই	১০ম বর্ষ ৬ষ্ঠ
১৮.	মঈদ-উর-রহমান	ময়ূরের পা	ঐ	১০ম বর্ষ ১২শ

Dhaka University Institutional Repository

খ. কাব্য ও কাব্যানুবাদ

	লেখক/সম্পাদক	পুস্তক	সমালোচক	সংখ্যা
১.	মীজানুর রহমান	জিন্দা মুসলমান	আশ্‌রাফ সিদ্দিকী	১ম বর্ষ ১০ম
২.	কে. এম. শমসের আলী	সাক্ষর	বনি আদম	২য় বর্ষ ৭ম
৩.	মরহুম সৈয়দ সুলতান	ওফাতে রসুল	বেনজীর আহমদ	২য় বর্ষ ১০ম
৪.	সৈয়দ আবদুল মান্নান	আসরারে খুদী (কাব্যানুবাদ)	মুফাখ্‌খারুল ইসলাম	৩য় বর্ষ ৫ম
৫.	শেখ সাইফুল্লা	সঙ্গীত লহরী (গীতিকাব্য)	মোহাজের	৪থ বর্ষ ২য়
৬.	সদরুদ্দীন	নয়া আসমান	শাহেদ আলী	৪র্থ বর্ষ ৬ষ্ঠ
৭.	আবদুর রশীদ খান	নক্ষত্র : মানুষ : মন	আ. ন. ম. বজলুর রশীদ	৪র্থ বর্ষ ৮ম
৮.	মফিজ উদ্‌দীন আহ্‌মদ	ব্যথার প্রদীপ	কামাল উদ্দীন খান	৪র্থ বর্ষ ১০ম
৯.	তৈয়ব উদ্দীন	নকশা	আজহারুল ইসলাম	৪র্থ বর্ষ ১১শ
১০.	আফরিক	পরদানশিন হওয়া	আ. র.খান্‌	৫ম বর্ষ ৩য়
১১.	ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	রুবাইয়াত-ই-উমর খয়্যাম (কাব্যানুবাদ)	অধ্যাপক আশ্‌রাফ সিদ্দিকী	৫ম বর্ষ ৮ম
১২.	জসীম উদ্‌দীন	সোজন বাদিয়ার ঘাট	এম. এ. নান্না	৫ম বর্ষ ৯ম
১৩.	ধূমকেতু	ধূম ও বহ্নি	আ. র. খান্‌	৫ম বর্ষ ১০ম
১৪.	মোহাম্মদ মোহসীন	কবিতা ও শো-রুম	আশ্‌রাফ সিদ্দিকী	৫ম বর্ষ ১২শ
১৫.	এম. আবদুর রহমান	কারবালার বাণী	এনায়েত মওলা	ঐ
১৬.	ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	শিক্‌ওয়াহ্‌ ও জওয়াবে শিক্‌ওয়াহ্‌	এম. এ. নান্না	৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ
১৭.	জুলফিকার হায়দার	ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম	আহমদ ফারুক	ঐ
১৮.		বল্লরী	মীজানুর রহমান	৭ম বর্ষ ২য়

Dhaka University Institutional Repository

লেখক/সম্পাদক	পুস্তক	সমালোচক	সংখ্যা
১৯. মওলভী মোসলেম আহমদ	শারাবান তহুরা	ডঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী	৭ম বর্ষ ৫ম
২০. আবুল ফরাহ্ মুহম্মদ আবদুল হক	রুমূয-ই-বেখুদী	আবুল ফজল	ঐ
২১. আজিজুল হাকিম	রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম (কাব্যানুবাদ)	এনায়েত মওলা	৭ম বর্ষ ১০ম
২২.	সবুজ নিশান	বেগম সুফিয়া কামাল	৭ম বর্ষ ১১শ
২৩. গোলাম মোস্তফা	মুসদ্দাস-ই-হালী (কাব্যানুবাদ)	এস. এন. কিউ. জুলফিকার আলী	৭ম বর্ষ ১২শ
২৪.	কাব্যবীথি	ঐ	৮ম বর্ষ ৮ম
২৫. আ. ন. ম. বজলুর রশীদ	মরুসূর্য	অধ্যক্ষ মুহম্মদ ওসমান গনি	৮ম বর্ষ ১১শ
২৬. আজিজুল হাকিম	রোবাইয়েত-ই-হাফিজ (কাব্যানুবাদ)	মুস্তাফিজুর রহমান	৯ম বর্ষ ৮ম
২৭. মঈনুদ্দীন	পালের নাও	আবুল ফজল	৯ম বর্ষ ৯ম
২৮. গোলাম মোস্তফা	কালাম-ই-ইকবাল	মুহম্মদ এনামুল হক	১০ম বর্ষ ১ম
২৯. তালিম হোসেন	দিশারী	আহসান হাবীব	১০ম বর্ষ ৫ম

গ. উপন্যাস

১. আশরাফ-উজ্ জামান	মন্‌জিল	মোম্‌তাজ	১ম বর্ষ ৮ম
২. মফিজ-উল-হক	অসমাপ্ত কাহিনী	মুফাখখারুল ইসলাম	২য় বর্ষ ৭ম
৩. আকবর হোসেন	অবাঞ্ছিত	কাজী সাহেব	ঐ
৪. এম্. আবদুল হাই	সেলিনা	আবদুর রসিদ খান	২য় বর্ষ ১২শ
৫. মোহাম্মদ কাসেম	শতাব্দীর অভিশাপ	কাজী মোহাম্মদ ইদরিস	৩য় বর্ষ ২য়
৬. এম. এ. খান	আলোর পরশ	এম. এ নান্না	৫ম বর্ষ ৪র্থ
৭. এ. কে. এস. নূর মোহাম্মদ বিদ্যাবিনোদ	আসছে বছর	গোলাম পান্‌জেতান্	৫ম বর্ষ ৫ম

Dhaka University Institutional Repository

	লেখক/সম্পাদক	পুস্তক	সমালোচক	সংখ্যা
৮.	হামেদ আহ্‌মদ	অপূরণীয়	কাজি আফসার উদ্‌দিন আহমদ	৫ম বর্ষ ৫ম
৯.	সৈয়দ আবদুল মান্নান	গুলে বাকাওলী	মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী	ঐ
১০.	মনিরুজ্জামান খান	চলার পথে	আবদুর রশীদ খান	৬ষ্ঠ বর্ষ ৩য়
১১.	আবদুল হাফিজ	মা (অনুবাদগ্রন্থ)	আবু হেনা মোস্তফা কামাল	ঐ
১২.	কাজী আবুল হোসেন	ফেলে আশা দিনগুলি	মাহবুব-উল-আলম	৭ম বর্ষ ২য়
১৩.	আবদুল মালিক চৌধুরী	নূতন ইমাম	মিল্লাত আলী	৭ম বর্ষ ৩য়
১৪.	ওহীদুল আলম	সোনাগাজী (কিশোর উপন্যাস)	মাহবুব-উল-আলম	৭ম বর্ষ ৫ম
১৫.	বেদুঈন শমসের	বেঈমান	ঐ	ঐ
১৬.	ওহীদুল আলম	শামীমা	মাহবুব-উল-আলম	৭ম বর্ষ ১২শ
১৭.	আবুল কালাম শামসুদ্‌দীন	কাশবনের কন্যা	ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন	৮ম বর্ষ ১ম
১৮.	আবুল ফজল	চৌচির	সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী	১০ম বর্ষ ৭ম

ঘ. নাট্যগ্রন্থ

১.	আযীম উদ্‌দীন আহ্‌মদ	মহুয়া	কামাল উদ্দীন খান	৪র্থ বর্ষ ৯ম
২.	ওবায়েদ আসকার	বিদ্রোহী পদ্মা	নূর উদ্‌-দীন মাহমুদ	৫ম বর্ষ ৩য়
৩.	শেখ শামসুল হক	চাষীর ভাগ্য	কাজী মোতাহার হোসেন	৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম
৪.	পঞ্চতীর্থ সুরেন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য	বঙ্গগৌরব হুসেন শাহ্‌	ঐ	৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ
৫.	এম. নুরুল মোমেন	রূপান্তর	ঐ	৬ষ্ঠ বর্ষ ৯ম
৬.	কাজী মোহাম্মদ ইলিয়াস	স্মাগলার	জাহিদুল হুসাইন	৬ষ্ঠ বর্ষ ১১শ
৭.	জনাব আবুয্‌যোহা নূর আহমদ	তামাশা (হাস্য নাটিকা)	মাহবুব-উল-আলম	৬ষ্ঠ বর্ষ ১২শ
৮.	ঐ	আনার কলি	ঐ	ঐ
৯.	আবদুল হক	অদ্বিতীয়া	ড. কাজী মোতাহার হোসেন	৮ম বর্ষ ৫ম
১০.	আবুল হাশেম	মাষ্টার সাহেব	অধ্যাপক আশ্‌রাফ সিদ্দিকী	৮ম বর্ষ ৬ষ্ঠ
১১.	মোহাম্মদ ফেরদৌস খান	কচিমেলা (শিশু নাটিকা)	আবুল ফজল	৮ম বর্ষ ১২শ

Dhaka University Institutional Repository

ঙ. ভ্রমণ কাহিনী

	লেখক/সম্পাদক	পুস্তক	সমালোচক	সংখ্যা
১.	ইব্রাহীম খাঁ	ইস্তাম্বুল যাত্রীর পথ	এম. এ. নান্না	৭ম বর্ষ ৪র্থ
২.	চৌধুরী শামসুর রহমান	মুসাফির	অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দিন	৮ম বর্ষ ৬ষ্ঠ
৩.	বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ	আমার দেখা তুরস্ক	মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ	৯ম বর্ষ ৩য়
৪.	ইব্রাহীম	পশ্চিম পাকিস্তানের পথে ঘাটে	আসকার ইবনে সাইখ	৯ম বর্ষ ৭ম
৫.	এম. এ. আজম	বিশ্বনবীর দেশে	আবদুল কাদির	১০ম বর্ষ ৩য়
৬.	সৈয়দ আবদুস সুলতান	পঞ্চনদীর পলিমাটি	ঐ	ঐ
৭.	জহুরুল হক	সাত সাঁতার	মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ	১০ম বর্ষ ৬ষ্ঠ
৮.	মুহম্মদ আবদুল হাই	বিলেতে সাড়ে সাতশ' দিন	ঐ	১০ম বর্ষ ১১শ

চ. জীবনীগ্রন্থ

১.	ডঃ মোহাম্মদ হোসেন	পাগলা গারদে দুই বছর	মোমৃতাজ	১ম বর্ষ ৮ম
২.	আবদুল ওহাব	হজরত মাওলানা ছফিউল্লা	কাদের নেওয়াজ	৪র্থ বর্ষ ৬ষ্ঠ
৩.	মাহ্‌বুব-উল-আলম	পল্টন জীবনের স্মৃতি	কামাল উদ্দীন	ঐ
৪.	জসীম উদ্‌দীন	যাঁদের দেখেছি	মাফরুহা চৌধুরী	৪র্থ বর্ষ ১২শ
৫.	মওলবী নূরুদ্দীন আহমদ	ছীরতে নেছারিয়া	কামাল উদ্দীন খান	৫ম বর্ষ ৩য়
৬.	মৌলবী আবদুল জব্বার সিদ্দিকী	মানুষের নবী	বন্দে আলী মিয়া	৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ
৭.	অধ্যাপক আবদুল লতিফ	মীর মশাররফ হোসেন	অধ্যাপক আশ্‌রাফ সিদ্দিকী	৫ম বর্ষ ৮ম

Dhaka University Institutional Repository

লেখক/সম্পাদক	পুস্তক	সমালোচক	সংখ্যা
৮. শেখ ফজলল করীম	বিবি রহিমা	এনায়েত মওলা	৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম
৯. মুহম্মদ ইসহাক আলী	পয়গাম্বর সহধর্মিণী	ঐ	৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ
১০. জনাব আবুয্যোহা নূর আহমদ	হজরতের পুণ্যময়ী বিবিগণ	মাহবুব-উল-আলম	৬ষ্ঠ বর্ষ ১২শ
১১. মুহম্মদ ইসহাক আলী	পয়গাম্বর সহধর্মিনী (২য় সংস্করণ)	কাজি আফসার উদ্‌দিন আহমদ	৭ম বর্ষ ৫ম
১২. MR. MIZANUR RAHMAN	NAZRUL ISLAM	আবদুল হক	৭ম বর্ষ ৭ম
১৩. Hector Bolitho	Jinnah Creator of Pakistan	ঐ	৭ম বর্ষ ৯ম
১৪. সারাহ্ কে. বোল্টন ও সিরাজুদ্দী হোসেন	ছোট থেকে বড়	মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ	৯ম বর্ষ ৭ম
১৫. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন	যুগ স্রষ্টা নজরুল	অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই	১০ম বর্ষ ২য়
১৬. চৌধুরী শামসুর রহমান	পঁচিশ বছর (স্মৃতি কথা)	মঈনুদ্দীন	১০ম বর্ষ ১০ম

ছ. প্রবন্ধগ্রন্থ

১. শ্রী রাধাচরণ দাস সাহিত্য রত্ন	কবির স্বপ্ন	ফজলুর রহমান	২য় বর্ষ ১২শ
২. অধ্যাপক আবদুল লতিফ চৌধুরী	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস	অধ্যাপক নিজামউদ্দিন আহমদ	৪র্থ বর্ষ ১১শ
৩. এম. আবদুল কাদের	ইসলামিক সমাজতন্ত্রবাদ	এ. এম. এম. শাহাবুদ্দিন	৫ম বর্ষ ২য়
৪. অধ্যাপক শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী	নজরুল সাহিত্যের ভুমিকা	আশ্‌রাফ সিদ্দিকী	৫ম বর্ষ ১১শ
৫. অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই	সাহিত্য ও সংস্কৃতি	তালিম হোসেন	৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ম
৬.	পাকিস্তানের লোক কবি	মুহম্মদ এনামুল হক	৭ম বর্ষ৮ম
৭.	পূর্ব বঙ্গের লোক গীতিকা	অধ্যাপক সৈয়দ আলী আশরাফ	৮ম বর্ষ ৫ম
৮. আবদুল মওদুদ	মুসলিম মনীষা	আশরাফ সিদ্দিকী	৮ম বর্ষ ৭ম

382693

Dhaka University Institutional Repository

	লেখক/সম্পাদক	পুস্তক	সমালোচক	সংখ্যা
৯.		বাংলা সাহিত্যের সম্পদ	মুহম্মদ আবদুল হাই	৯ম বর্ষ ২য়
১০.	সম্পাদক : জনাব শেখ মুহম্মদ ইকরাম	পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার	আবদুল কাদির	৯ম বর্ষ ৫ম
১১.	ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক	মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য	ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন	৯ম বর্ষ ৬ষ্ঠ
১২.	কাজী মোতাহার হোসেন	নজরুল কাব্য পরিচিতি	মুহম্মদ এনামুল হক	১০ম বর্ষ ২য়

জ. বিবিধগ্রন্থ

১.		ইস্‌লামিক রিভিয়ু (মাসিক পত্রিকা)	মোম্‌তাজ	১ম বর্ষ ৮ম
২.	মীজানুর রহমান	ইসলামের ইতিহাস- পহেলা হিস্‌সা (ইতিহাসগ্রন্থ)	আশ্‌রাফ সিদ্দিকী	১ম বর্ষ ১১শ
৩.	মফিজ-উল হক	যে চিঠি বিলি হয়নি (অনুবাদগ্রন্থ)	মুফাখ্‌খারুল ইসলাম	২য় বর্ষ ৭ম
৪.	আবুযোহা নূর আহমদ ও আবুল কাসেম মোঃ মোছলেহ উদ্দীন	পাকিস্তানের মূলে যাঁরা (অনুবাদগ্রন্থ)	সিদ্দিক আহমদ খান	ঐ
৫.	মৌলবী আলী আহমদ্‌	বাংলা কলমী পুঁথির বিবরণ-১ম ভাগ	বেনজীর আহমদ	২য় বর্ষ ১০ম
৬.	অধ্যাপক আহমদ আলী	পি.ই.এন. ক্লাবের প্রকাশিত গ্রন্থের প্রথম কিস্তি	আবদুল হক	৪র্থ বর্ষ ৪র্থ
৭.	মুহম্মদ আজহারউদ্দীন	হাদিছের আলো (ধর্মীয় গ্রন্থ)	মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন	৪র্থ বর্ষ ৮ম
৮.	খবির উদ্দীন আহমদ	অলিম্পিকের কথা	এনায়েত মওলা	ঐ
৯.	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ	দিগ-দিগন্তরে (অভিযান কাহিনী)	আবু হেনা মোস্তফা কামাল	৫ম বর্ষ ৮ম
১০.	অধ্যাপক বিভু রঞ্জন গুহ ও অধ্যাপিকা শান্তি দত্ত	শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কয়েক পাতা	আবদুল ওয়াজেদ খান চৌধুরী	৫ম বর্ষ ১১শ

Dhaka University Institutional Repository

লেখক/সম্পাদক	পুস্তক	সমালোচক	সংখ্যা
১১.	Students Own Dictionary (English to Bengali)	এনায়েত মওলা	৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম
১২. অধ্যাপক মুহম্মদ মুনসুরউদ্দীন	হারামনি- ৩য় খণ্ড (গানের বই)	আ. ন. ম. বজলুর রশীদ	৬ষ্ঠ বর্ষ ২য়
১৩. সম্পাদক : আবদুল ওয়াহেদ	কৃষিকথা (বিশেষ পাট সংখ্যা)	এম. এ. নান্না	৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ম
১৪. মফিজ-উল হক	যুদ্ধের আগে	কামাল উদ্দীন খান	৬ষ্ঠ বর্ষ ১১শ
১৫. জনাব আবুযযোহা নূর আহমদ	খুলাফা-ই-রাশেদীন (জীবন আলেখ্য ও ইতিহাস)	মাহবুব-উল-আলম	৬ষ্ঠ বর্ষ ১২শ
১৬. জসীম উদ্‌দীন	রঙিলা নায়ের মাঝি (গানের বই)	এনায়েত মওলা	৭ম বর্ষ ১ম
১৭.	বাঙ্গালা পুঁথি সাহিত্য (কথিকা সংগ্রহ)	ডক্টর আবদুল গফুর সিদ্দিকী	৭ম বর্ষ ৭ম
১৮. খান বাহাদুর আবদুল হাকিম	গ্রামের উন্নতি (শিক্ষামূলক বই)	আশ্‌রাফ সিদ্দিকী	৭ম বর্ষ ৯ম
১৯.	পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার (অনুবাদ গ্রন্থ)	ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	৭ম বর্ষ ১২শ
২০. আবদুল হাকিম	ইতিহাসের শিক্ষক	অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ওস্‌মান গনি	৮ম বর্ষ ১ম
২১. জনাব মোহাম্মদ আলী কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ	আমাদের কর্তব্য (ইকবাল দর্শন)	অধ্যাপক আবদুস সামাদ	ঐ
২২.	বাঙ্গালা পুঁথি সাহিত্য (কথিকা সংগ্রহ)		৮ম বর্ষ ৫ম
২৩.	পাক সরজমীন (পাকিস্তান কেন্দ্রীয় পল্লী উন্নয়ন আন্দোলনের মাসিক মুখপত্র)	তালিম হোসেন	৮ম বর্ষ ৬ষ্ঠ
২৪. মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস	শিক্ষানীতির কয়েকটি কথা	আবুল ফজল	৮ম বর্ষ ১০ম
২৫. আবদুল হাফিজ	তাওরাতুন নামূহ্ (অনুবাদ গ্রন্থ)	ঐ	ঐ
২৬. সম্পাদক —মুহম্মদ আবদুল হাই	সাহিত্য পত্রিকা	ডঃ মুহম্মদ এনামুল হক	৯ম বর্ষ১১শ
২৭. কাজী মোহাম্মদ মছের	বগুড়ার ইতিহাস	মুহম্মদ আবদুল হাই	৯ম বর্ষ ১২শ
২৮. সম্পাদক- মুহম্মদ আবদুল হাই	সাহিত্য পত্রিকা (ষান্মাসিকী)	অধ্যাপক আবদুস্ সামাদ	১০ম বর্ষ ৪র্থ
২৯. E. M. Milford	NAKSHI KATHAR MATH (ইংরেজীতে তরজমা)	সুলতানা ইব্রাহীম	১০ম বর্ষ ৮ম

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১। দীনেশ চন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ১ম খণ্ড, (কলকাতা ঃ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৬)

২। নিতাই দাস, পাকিস্তান আন্দোলন ও বাংলা কবিতা, (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)

৩। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, সমকালে নজরুল ইসলাম, (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৩)

৪। রফিকুল ইসলাম, নজরুল জীবনী , (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ বাংলা বিভাগ, ১৯৭২)

৫। শামসুল হক, বাংলা সাময়িক পত্র, (ঢাকা ঃ গ্রন্থায়ন, ১৯৭৩)

৬। সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ, বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবী-ফারসী শব্দের অভিধান (কোরআনের উদ্ধৃতিসহ)
(ঢাকা ঃ ৫৮৩, ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ১৯৯৩)